মাস্টার সার্কুলার

□□□□-□□

প্রকল্প রূপায়ণের নির্দেশিকা

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন-□□□□

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার

সূচিপত্র

১. আইন ও তফশিল □

২. **মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের ১০টি অধিকার** □

২.১ অধিকার-১ জবকার্ডের অধিকার

২.১.১. জবকার্ডের স্বত্ব ৭

২.১.২. জবকার্ডের বাতিলিকরন ৭

২.১.৩. নতুন জবকার্ড ৭

২.২. অধিকার-২ কাজের দাবী এবং ১৫ দিনের মধ্যে কাজ পাওয়ার অধিকার □

২.২.১. কাজের জন্য দাবী ৮

২.২.২. কাজের আবেদনের বহুবিধ পদ্ধতি ৯

২.২.৩. তারিখসহ প্রাপ্তিপত্র ১০

২.২.৪. রোজগার দিবস ১০

২.২.৫. নিরবিচ্ছন্ন কাজের যোগানের উপর গুরুত্বদান ১১

২.২.৬. ই-মাস্টার রোল ১১

২.৩ অধিকার-৩ বেকার ভাতা পাওয়ার অধিকার □২

২.৩.১. রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতা ১২

২.৩.২. বেকার ভাতার প্রদানের হিসাব পদ্ধতি ও অর্থ প্রদান ১২

২.৩.৩. রাজ্য সরকারের বেকারভাতা সংক্রান্ত বিবেচনাধীন প্রক্রিয়া ১৩

২.৩.৪. বেকারভাতা প্রদানের বিরতির দায়বদ্ধতা ১৩

২.৩.৫. বেকারভাতা প্রাপ্তির আবেদনের সময়সীমা ১৩

২.৩.৬. বেকারভাতা সংক্রান্ত অর্থ প্রদানের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ১৪

২.৩.৭. বেকারভাতার জন্য কর্মীদের মনোভাব ১৪

২.৪ অধিকার-৪ পরিকলপনা এবং পরিকল্পনা গুচ্ছ রচনা □□

২.৪.১ শ্রম বাজেট তৈরী ও বাৎসরিক সমন্বয় পরিকল্পনার অনুশীলন ১৪

২.৫ অধিকার-৫ ৫ কি.মি.-এর মধ্যে কাজ পাওয়ার অধিকার □□

২.৫.১ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের অর্ন্তগত কর্মসম্পাদন ১৮

২.৫.১.১ কর্মসম্পাদনকারী দপ্তর ১৮

২.৫.১.২ শ্রম ও উপকরনের অনুপাত ১৮

২.৫.১.৩ যন্ত্রাংশের ব্যবহার ১৯

২.৫.২ কাজের প্রকারভেদ ২২

২.৫.২.৩ জলবিভাজিকা উন্নয়ন ২৫

২.৫.২.৪ নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র উন্নয়ন ২৬

২.৫.২.৫ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়ত প্রকল্পের □□□□ □□ □ নালাগুলির পরিচর্যা □ পুনর্বাসন ২৬

২.৫.২.৬ □□□□□ ,বৃক্ষরোপণ □□□ উদ্যানপালন ২৬

২.৫.২.৭ বনসৃজন, বৃক্ষরোপণ ও উদ্যানপালনের ক্ষেত্রে সমন্বয় ৩০

২.৫.২.৮ গ্রামীন পরিকাঠামো উন্নয়ন ৩০

২.৫.২.৯ নিরবিচ্ছিন্ন কাজের জোগান ৩১

২.৫.৩ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের অর্ন্তগত কাজের মান নিয়ন্ত্রন ও পর্যালোচনা ৩১

২.৫.৪ □□□□ □□□□□□ ৩৪

২.৫.৫ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের অর্ন্তগত মুল কর্মীদের দ্বারা কাজের মান নিয়ন্ত্রন ৩৪

২.৫.৬ বেয়ারফুট টেকনিশিয়ান ৩৫

২.৫.৭ রাজ্যস্তরে কারিগরী দল , জেলা স্তরে কারিগরী দল, ব্লক স্তরে কারিগরী দল গঠন ৩৬

২.৫.৮ জাতীয় গ্রামীন জীবিকা মিশন / ক্লাস্টার সহযোগী দল ও মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের সমন্বয় ৩৬

২.৬ অধিকার-৬ কাজের স্থানের সুযোগ সুবিধার অধিকার □□

২.৭ অধিকার ৭-৮ বিজ্ঞাপিত শ্রমের মজুরির অধিকার এবং ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি পাওয়ার অধিকার □□

২.৭..৭ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের অর্থপ্রদানের পদ্ধতি সমূহ ই-এফ.এম.এস. , পি.এফ.এম.এস., এন.ই.-এফ.এম.এস. ৪১

২.৮ অধিকার-৯ বিলম্বিত মজুরি প্রদানের জন্য ক্ষতিপূরণের অধিকার □□

২.৯ অধিকার-১০ সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিস্পত্তিকরনের অধিকার, সামাজিক নিরীক্ষার অধিকার ও মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের অর্ন্তগত সমস্ত খরচের সামাজিক নিরীক্ষা □□

৩. তথ্য শিক্ষা ভাববিনিময় সংক্রান্ত কার্যকারিতা ৫৪

৪. এম.আই.এস. (এন.আর.ই.জি.এ.সফট) □□

৫. তথ্য ও ভাববিনিময় সংক্রান্ত কারিগরী পরিকাঠামো □□

৬. সরাসরি উপভোক্তার নিকট সুবিধা হস্তান্তর এবং আধার ব্যবস্থাপনা □□

৭. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা □□

৮. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের আওতায় দক্ষতা বৃদ্ধি - জীবিকায়নের ব্যবস্থাপনা (প্রজেক্ট এল. আই. এফ. ই. - মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন) □□

৯. সুশীলসমাজিক প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব ৭৪

১০. সম্মানিকতা □□

बीरेन्द्र सिंह

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास, पंचायती राज और
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री
भारत सरकार

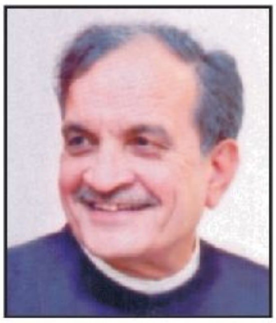

Mahatama Gandhi NREGA is one of the largest pro poor programmes being implemented by the Ministry of Rural Development which aims at strengthening the livelihood resource base of the rural poor. Since the roll out of the programme in 2006, Rs.313891 4 crore has been expended. out of which Rs.21,2,413. 2 crore has directly gone to the beneficiaries as wages. The Ministry is currently trying to improve the implementation status of the programme.

In a major step towards simplification and demystification of MGNRE GA Programme, the Ministry has attempted to consolidate, as far as possible, the circulars/advisories that have been issued over a period of time. So far 1039 circulars/advisories have been issued and, while going through the same, many of them were found to be contradictory. A massive exercise has been undertaken by the Programme Division, MGNREGA, to remove the contractions and ambiguities.

I am happy to acknowledge the efforts of the Programme Division MGNREGA in bringing out the Master Circular for the Financial Year 2016-1 7. I am hopeful that the Annual Master Circular will help the grass root beneficiaries to understand the programme better which will eventually result in more effective implementation of the programme on the ground.

irender Singh

J K MOHAPATRA, IAS

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

SECRETARY
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development

MESSAGE

Mahatma Gandhi NREGA came into force from 2’d February, 2006. It was rolled out in a phased manner to cover all the rural areas of the entife country by 2008. The States are the implementing authorities and the Ministry has consistently partnered with the States to ensure a strong implementation of the programme.

I am happy to share with you the Annual Master Circular for the FY-16-17. Over the last ten years, 1039 circulars on various aspects of Mahatma Gandhi NREGA implementation were issued. The presence of these circulars created doubt and confusion amongst functionaries. The present Master Circular is a path breaking effort by the programme division to address this issue, weed out the unnecessary and/or redundant instructions and simplify and demystify all the instructions in one consolidated Master Circular to be issued annually

The programme division went through this task in a systematic manner. A team was constituted and a working draft was circulated to the States. Subsequently, a Committee of State Commissioners and Secretaries — RD from six states was constituted to review the draft and modify it based on intensive consultations. The revised draft as prepared by the Committee was further reviewed by the senior officials of the Department of Rural Development. After extensive discussion and inputs from this three tier review process. The final version of the Master Circular for FY 16-17 is presented in the document.

I thank all those who have participated in this exercise for their valuable inputs. I do hope that the Annual Master Circular will be of immense utility for the functionaries particularly at the field level and strengthen the implementation on the ground.

(J K Mohapatra)

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

कृषि भवन, नई दिल्ली–110 001, Krishi Bhawan,
New Delhi-110 001 IV Tel.: 23382230, 23384467
E-mail: secyrd@nic.in

১.আইন ও তফশিল

১.১ ২০০৫ সালে জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন প্রজ্ঞাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে আইনের সংশোধন ঘটিয়ে নামের সামনের অংশে মহাত্মা গান্ধী যুক্ত করে নাম হয় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন। এই আইন এখন কেবলমাত্র ১০০ শতাংশ শহরের জনসংখ্যা বিশিষ্ট জেলা ব্যতিরেকে সমগ্র দেশে প্রযোজ্য। আরও পরিস্কার করে বলতে গেলে এই আইন দেশের সব গ্রামাঞ্চলেই প্রয়োজ্য।

১.২ আইনের বিধান অনুযায়ী রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প প্রজ্ঞাপিত করেছে। রাজ্যের এই প্রকল্পগুলিকে কেন্দ্রীয় আইন ও তার তফশিল অনুযায়ী সময়ে সময়ে যে সংশোধনীগুলি আসে তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চলতে হয়।

১.৩ এই মাস্টার সার্কুলার-এর সংশোধিত তফশিল ১ ও তফশিল ২ সংযোজিত হল। রাজ্যগুলিকে এই সংশোধিত তফশিলের নিরিখে তাদের রাজ্যস্তরে প্রজ্ঞাপিত প্রকল্পে পরিবর্তন আনতে হবে।

২. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনে দেওয়া দশটি অধিকার

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন তার বিভিন্ন ধারাবলে গ্রামের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে অনেকগুলি আইনি অধিকার দিয়েছে। অধিকারগুচ্ছের মূলে অবশ্যই রয়েছে একটি গ্রামীণ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিবর্গের একত্রে বছরে ১০০ দিন কাজ পাওয়ার অধিকার। তবে এই সঙ্গে আরও অনেকগুলি সুনির্দিষ্ট আইনি বিধান বছরে ১০০ দিন কাজ দেওয়ার বিষয়টিকে আরও সুদৃঢ় করেছে। এজন্যই মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনকে এই দশটি অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে।

এই ২০১৬-১৭ সালের জন্য যে বার্ষিক মাস্টার সার্কুলারটি তৈরি হল, সেটিকেও এখানে ওই ১০টি অধিকার ও সেই অধিকারগুলিকে কেন্দ্র করে যে পরিকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা সেগুলির কথাই বলবে যাতে করে এই আইনটির সুষ্ঠু রূপায়ণ করা সম্ভব হয়।

এই মাস্টার সার্কুলারটি এমনভাবে তৈরি হয়েছে যাতে করে এই আইন ও তার রূপায়ণের খুঁটিনাটি এখান থেকেই বুঝে নেওয়া সম্ভব হয়। তবে যখনই প্রয়োজন পড়বে তখনই মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন, ২০০৫ এ তার সঙ্গে সংযুক্ত তফশিল দুটিকে (অবশ্যই সাম্প্রতিক সংশোধনীসহ) দেখে নিতে হবে।

২.১ অধিকার এক- জবকার্ড পাওয়ার অধিকার

২.১ অধিকার এক- জবকার্ড পাওয়ার অধিকার

প্রতিটি গ্রামীণ পরিবার যাতে কাজের জন্য দরখাস্ত করতে ও কাজ পেতে পারে সেজন্য প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারই একটি করে জব কার্ড পেতে পারে। ওই জবকার্ডে পরিবারের সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নাম ও ছবি থাকবে। এই জবকার্ডটি হল একধরণের অধিকার পত্র যার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যতদিন কাজ চেয়েছেন ও কাজ পেয়েছেন, যেমন যেমন মজুরির অর্থ পেয়েছেন এ সবই লেখা থাকবে। সব সময়ের জন্য জব কার্ডটি সংশ্লিষ্ট পরিবারের কাছে থাকতে হবে। কোনও পরিস্থিতিতেই এটিকে হাতছাড়া করা যাবে না।

কর্মীর অধিকার

তফশিল ২-এর ১ম অনুচ্ছেদ

প্রতিটি পরিবারের সকল প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য যারা কোনও গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন ও অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করতে রাজি আছেন তাঁরা তাঁদের নাম, বয়স ও ঠিকানা দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে দরখাস্ত জমা দিতে পারেন। এই দরখাস্তের মাধ্যমে তাঁরা কাজের জন্য পঞ্জীকরণ ও জবকার্ডের জন্য আবেদন জানাবেন।

তফশিল ২ এর ২য় অনুচ্ছেদ

দরখাস্ত জমা পড়ার ১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করে গ্রাম পঞ্চায়েত ওই পরিবারকে একটি পারিবারিক জব কার্ড দিতে দায়বদ্ধ।

২.১.১. জব কার্ডের মালিকানা

সমস্ত জবকার্ডই সংশ্লিষ্ট পরিবারের দখলে থাকবে। নথিভুক্ত কর্মীর কাছে জব কার্ড না থাকাটা আইনের বিধানের পরিপন্থী। যদি তথ্যের হালনাগাদ করার জন্য কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে জব কার্ড নেওয়া হয়ে থাকে, তবে অবিলম্বে তথ্যের হালনাগাদ করে জবকার্ড তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কোনো সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কারণ ছাড়া জব কার্ড কোনও পঞ্চায়েত প্রতিনিধি বা এই প্রকল্পের কর্মীর কাছে পাওয়া যায় তাহলে সেটি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের ২৫ নম্বর ধারাবলে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। জেলা প্রকল্প সমন্বয়কারী ও রাজ্য সরকারের দায়িত্ব এটা সুনিশ্চিত করা যে জব কার্ড কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পরিবারের হাতেই থাকছে।

২.১.২. জবকার্ড বাতিল করা

জবকার্ড নবীকরণের জন্য রাজ্যগুলি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সময়ে সময়ে অভিযান সংগঠিত করতে পারে। মনে রাখতে হবে যে জেলা প্রকল্প আধিকারিক ও রাজ্য সরকারের দায়িত্ব এটা সুনিশ্চিত করা যাতে করে কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া কোনও জবকার্ড বাতিল না করা হয়। বিশেষত কোনও পরিবার কাজ চায়নি বা কাজের জায়গায় উপস্থিত হয়নি এই অজুহাতে কোনও জবকার্ড বাতিল করা যাবে না। জবকার্ড বাতিল করা যাবে তখনই যখন ওই পরিবারটি স্থায়ীভাবে শহর এলাকায় চলে গিয়েছে অথবা ওই জবকার্ডটি নকল। এখানে নকল বলতে বোঝাবে হয় এটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হয়নি, না হয় এটি এমন কোনও মানুষের নামে দেওয়া হয়েছে যার বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব নেই। যদি কোনো পরিবার এক গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে অন্য কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থায়ীভাবে চলে গিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে নতুন গ্রাম পঞ্চায়েত তদন্ত সাপেক্ষে ওই পরিবারকে নতুন জব কার্ড দেবে। যদি কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পৌরসভা বা পৌরনিগম এলাকা হিসাবে ঘোষিত হয় বা সংশ্লিষ্ট কোনও পৌরসভা বা পৌরনিগমের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে ওই যুক্ত হওয়ার বিষয়টি বিজ্ঞাপিত হওয়ার পর থেকে ওই এলাকার কোনও পরিবারই তার জব কার্ড দেখিয়ে ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজের সুযোগ পাবেন না। ওই এলাকার পরিবারগুলিকে দেওয়া সমস্ত জবকার্ডই সেক্ষেত্রে সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

জব কার্ড বাতিলের সব ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম অফিসার নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে জবকার্ড বাতিল করার নির্দেশ দেবেন। সমস্ত বাতিল জবকার্ডের একটা তালিকা তৈরি করতে হবে এবং ওই তালিকা গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদে পড়তে হবে। এরপর ওই তালিকাটি

প্রোগ্রাম অফিসার (প্রকল্প আধিকারিক)-এর কাছে জমা দিতে হবে যেখান থেকে এমআইএস-এ প্রয়োজনীয় হালনাগাদ করতে হবে।

২.১.৩. নতুন জব কার্ড

পুরনো জব কার্ড ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে ওই একই নম্বর বিশিষ্ট জব কার্ড দেওয়া প্রকল্প আধিকারিক বা জেলা প্রকল্প সমন্বয়কারী বা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। এই সঙ্গে পরিবারের কাছ থেকে দরখাস্ত পেলে পরিবারের নতুন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের নাম জব কার্ডে তোলা যাবে। একই ভাবে বিবাহসূত্রে পরিবারের নতুন সদস্য হয়েছেন এমন ব্যক্তিবর্গের নাম ও আবেদন সাপেক্ষে জবকার্ডে তোলার সুযোগ আছে। নতুন জব কার্ড ছাপানোর খরচ ৬ শতাংশ প্রশাসনিক ব্যয়ের মধ্যে থেকে নেওয়া যাবে।

নতুন জবকার্ড দেওয়ার পরিকল্পনা করার সময়ে মাথায় রাখতে হবে যাতে করে আর্থ-সামাজিক ও জাতিগত সমীক্ষায় যে সমস্ত পরিবারগুলি সরাসরি তালিকভুক্ত হয়েছে অথবা কোনও না কোনও বঞ্চনার সম্মুখীন আছে বলে দেখানো হয়েছে সেই সমস্ত পরিবারগুলি যেন জব কার্ড বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়।

২.১.৪. উপরে যে সমস্ত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা হল তার কোনও ব্যত্যয় হলে তা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের আওতায় অপরাধ বলে গণ্য হবে, যে অপরাধ ওই আইনের ২৫ নম্বর ধারামতে শাস্তিযোগ্য।

২.২ কাজ চাওয়ার ও কাজ চাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ পাওয়ার অধিকার

২.২ কাজ চাওয়ার ও কাজ চাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ পাওয়ার অধিকার প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারেরই বছরে ১০০ দিন কাজ চাওয়ার অধিকার আছে। প্রতিটি কাজের চাহিদাকে নথিবদ্ধ করে একটি তারিখসহ প্রাপ্তিস্বীকার রসিদ দিতে হবে। সব চাহিদাকারীই আইন অনুযায়ী কাজ চাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ পাবেন। সাধারণভাবে একেবারে ন্যূনতম ১৪ দিনের জন্য টানা কাজ চাইতে হয় এবং একই ব্যক্তি বা পরিবারের কাছ থেকে একাধিকবার কাজের দাবি নেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তবে দেখে নিতে হবে দুবারের কাজের দাবি কোনও ভাবে যেন একই সময়ে না করা হয়।

কর্মীর অধিকার

তফশিল ২, অনুচ্ছেদ ৬- যে কোনও গ্রামীণ নিবন্ধীকৃত পরিবারের যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য (যদি তাঁর নাম জব কার্ডে লেখা থাকে) এই প্রকল্পের অধীনে অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ চাইতে পারেন। এই ধরণের সমস্ত দরখাস্তই নিবন্ধীকৃত হবে এবং যন্ত্রে রাখা তথ্যভাণ্ডারে যুক্ত হবে।

তফশিল ১, অনুচ্ছেদ ২- কাজ চাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে অথবা অগ্রিম কাজ চাওয়া হয়ে থাকলে যে দিন থেকে কাজ চাওয়া হয়েছে সেই দিন থেকে কাজ দিতে হবে।

২.২.১. কাজের চাহিদা

২.২.১.১. কাজের দাবির নিবন্ধীকরণ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প রূপায়ণের কেন্দ্রবিন্দু। প্রত্যেক প্রকল্প আধিকারিক ও প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে কাজ চেয়ে দরখাস্ত জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি সবসময়েই চালু থাকে।

২.২.১.২. প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থাকে সুনিশ্চিত করতে হবে কাজ চাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে অথবা অগ্রিম কাজ কাজ চাওয়ার ক্ষেত্রে যে দিন থেকে কাজ চাওয়া হয়েছে তার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দেওয়া হয়েছে। আইন অনুযায়ী কাজ চাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে ওই পরিবারকে কাজ দিতে প্রকল্প আধিকারিক ও প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা দায়বদ্ধ।

২.২.১.৩. ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্টের আওতায় যে সমস্ত তফশিলী উপজাতিভুক্ত পরিবার বনাঞ্চলে জমির অধিকার পেয়েছেন ও ওই জমির বাইরে যাদের মালিকানাধীন অন্য কোনও জমি নেই তাঁরা কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী ১০০ দিনের উপরে আরও ৫০ দিন অতিরিক্ত কাজ পেতে পারেন।

২.২.১.৪. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের ধারা ৩, উপধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে খরা বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আক্রান্ত আক্রান্ত (কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দ্বারা নির্দিষ্ট বা প্রজ্ঞাপিত) এলাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলিকে চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত ১০০ দিনের অতিরিক্ত আরও ৫০ দিন কাজ দেওয়া যাবে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের প্রজ্ঞাপন ও কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের অনুমোদনের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে।

২.২.২. কাজের চাহিদা জানানোর নানাবিধ উপায়-

২.২.২.১ রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ এমন একটা ব্যবস্থা রাখতে যাতে করে যে কোনও জবকার্ড ধারী গ্রামীণ পরিবার গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক বা জেলা স্তরে তার চাহিদা জানাতে পারেন।

২.২.২.২. কাজ চেয়ে দেওয়া দরখাস্ত দেওয়ার যে সমস্ত সূত্রগুলি আছে তার মধ্যে অবশ্যই থাকবে প্রকল্প আধিকারিক, গ্রাম রোজগার সেবক, পঞ্চায়েত সচিব বা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক, পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সুপারভাইজার, স্বনির্ভর দলের দলনেত্রী, কমন সার্ভিস সেন্টার বা তথ্য মিত্র কেন্দ্র, যদি এই প্রকল্পের আওতায়কোনও লেবার গ্রুপ থাকে তারা।

২.২.২.৩. কাজের দাবি জানানোর ভিত্তিতে তা নথিবদ্ধকরার ক্ষেত্রেও বহুবিধ ব্যবস্থা থাকতে পারে। প্রকল্প রূপায়ণের কাজে যাঁরা যুক্ত থাকেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই জেনে রাখা দরকার যে এই বহুবিধ মাধ্যমে কাজ চাওয়ার দরখাস্ত এলে প্রতিটিকেই মান্যতা দিতে হবে ও চাহিদা জানানোর ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দিতে কর্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ থাকবে। চাহিদা জানানোর ধরণের মধ্যে আছে-

ক) মৌখিক ভাবে কাজের চাহিদা জানানো (এক্ষেত্রে সেটিকে একটি লিখিত কাজ চাওয়ার দরখাস্তে পরিণত করতে হবে)।

খ) লিখিত দরখাস্ত (নির্দিষ্ট বয়ানে, আমাদের রাজ্যে ৪-ক ফর্মে অথবা সাদা কাগজে)।

গ) টেলিফোনে জানানো কাজের চাহিদা (আইভিআরএস বা কল সেন্টারের মাধ্যমে)।

ঘ) যদি কোনো কিয়স্ক এর ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেই কিয়স্কের মাধ্যমে।

ঙ) অনলাইনে দরখাস্ত (কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা এন.আর.ই.জি.এসফ্ট বা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের চালু করা কোনও অনলাইন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে)।

২.২.২.৪. যখনই কাজ চেয়ে কোনও দরখাস্ত (তা সে যে ফর্মেই হোক না কেন) জমা পরবে, গ্রাম পঞ্চায়েতে যে জিআরএস বা অন্য কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী আছেন তাঁর দায়িত্ব হবে সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্তকারীকে প্রাপ্তিস্বীকার জানিয়ে দেওয়া। কোনও অনলাইন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনাকে ব্যবহার করে আসা দরখাস্তের ক্ষেত্রে ওই ব্যবস্থাপনার মধ্যেই প্রাপ্তিস্বীকার পত্র যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বার করে নেওয়ার বা জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

২.২.২.৫. কাজ চেয়ে দরখাস্ত সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে, ব্লক অফিসে, গ্রাম রোজগার দিবসের সভায় ও কাজ যেখানে রূপায়িত হচ্ছে তেমন স্থানগুলির যে কোনও একটিতে জমা দেওয়া যেতে পারে।

২.২.২.৬. গ্রাম পঞ্চায়েত বা প্রকল্প আধিকারিক (যেমন প্রযোজ্য) কাজের জন্য চাহিদা জানিয়ে জমা দেওয়া দরখাস্ত গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন।

২.২.২.৭. কাজের জায়গাতে কাজের চাহিদা জমা নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার বায়োমেট্রিক ডিভাইস বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কোনও অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে পারে।

২.২.২.৮. এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় পর্যায়ে কোনও আইভিআরএস বা এন.আর.ই.জি.এসফ্ট-এর সাহায্য নিয়ে সরাসরি কাজের জন্য দরখাস্ত নেওয়ার ব্যবস্থা অতিরিক্ত হিসাবে চালু রাখতে পারে।

২.২.৩. কাজের চাহিদা জানিয়ে কোনও দরখাস্ত (তা যে ফর্মেই বা যেখানেই জমা পড়ুক না কেন) পাওয়া গেলে তারিখ সহ প্রাপ্তিস্বীকার জানাতেই হবে।

২.২.৪. রোজগার দিবস:

কাজের চাহিদা জমা নেওয়ার জন্য কর্মীদলের বা জবকার্ডধারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা প্রসারের জন্য এবং অভিযোগের নথিভুক্তিকরণ ও নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম রোজগার দিবস সংগঠন করতে হবে। সেই সঙ্গে জেলা প্রকল্প আধিকারিককে নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে গ্রাম রোজগার দিবস ও তার সূচি সম্পর্কে এলাকার মানুষজনকে সম্যকভাবে অবহিত করা হয়। এরজন্য একটি সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার থাকেবে ও গ্রাম পঞ্চায়েত যাতে এই গ্রাম রোজগার দিবস ও তার ক্যালেন্ডার সম্পর্কে সচেতন থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২.২.৪.১. গ্রাম রোজগার দিবস সংগঠন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দায়দায়িত্বগুলি হবে নিম্নরূপ-

ক) জেলা প্রকল্প আধিকারিককে সুনিশ্চিত করতে হবে যে তাঁর বা রাজ্য সরকারের তৈরি করে দেওয়া সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রতিমাসে অন্তত কদিন করে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম সংসদ এলাকায় গ্রাম রোজগার দিবস সংগঠিত হয়। এই জেলা ভিত্তিক গ্রাম রোজগার দিবসের ক্যালেন্ডার জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করতে হবে। জেলা, ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশ বোর্ডের পাশাপাশি এই বার্ষিক ক্যালেন্ডার জেলার ওয়েবসাইটে থাকবে ও কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের গোচরে আনতে হবে।

খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা নির্দিষ্ট সদস্য গ্রাম রোজগার দিবসের সভায় পৌরহিত্য করবেন। জিআরএস. স্বনির্ভর দলের ফেডারেশনের কোনও সদস্যা, প্রয়োজনে ওই সংসদ এলাকার একজন সুপারভাইজার গ্রাম রোজগার দিবস সভার পরিচালনায় সভাপতিকে সাহায্য করবেন ও সভার প্রতিবেদন লিখবেন।

গ) যে দিনগুলিতে গ্রাম রোজগার দিবস সংগঠিত হওয়ার কথা সেই দিনগুলিতে সভার পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা প্রকল্প আধিকারিক বা কর্মীদের যুক্ত করবেন। গ্রাম রোজগার সভার প্রতিবেদন জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে, সামাজিক নিরীক্ষার সময়ে তা জানানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য এন.আর.ই.জি.এ.সফ্ট-এ দিতে হবে যাতে শ্রমদিবস সৃষ্টির সঙ্গে কাজের চাহিদার সম্পর্কটা বোঝা সম্ভব হয়।

ঘ) রাজ্য স্তরে জেলাগুলি থেকে গ্রাম রোজগার দিবস সংগঠন সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত জমা পড়বে ও রাজ্য সরকার তার নিয়মিত পর্যালোচনা করবে।

২.২.৫. যে কোনও সময়েই যাতে মানুষ কাজ পেতে পারেন, তার ওপরে জোর

তফশিল ১ এর ১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্য সরকার সুনিশ্চিত করবে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাজের ব্যবস্থা থাকবে, যাতে করে যে কোনও জব কার্ড ধারী বছরের যে কোনও সময়ে আগে থেকে জানানো চাহিদার ভিত্তিতে বা আগে থেকে না জানানো থাকলেও কাজ চাইলেই কাজ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা যায়। কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই বর্তমানে অসম্পূর্ণ কাজগুলি অগ্রাধিকার অগ্রাধিকার পাবে। এটা নিশ্চিত করতে হবে যে কোনও কাজেরই কারিগরি অনুমোদন দেওয়া হবে না যদি সই কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার সময়সীমা প্রকল্পে নির্দিষ্ট না করা থাকে।

২.২.৬. ই-মাস্টার রোল

বর্তমানে সমগ্র দেশের ৯৩ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে ই-মাস্টার রোল ব্যবহৃত হয়। দেষের সর্বত্রই ই-মাস্টার রোলের ব্যবহার অভিপ্রেত হলেও ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ও আরও কতগুলি কারণে এখনও কিছু কিছু সমস্যা এক্ষেত্রে রয়ে গিয়েছে। এসব কিছু বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে আগাম অনুমতি নিয়ে কোনো কোনও সুনির্দিষ্ট ব্লক এলাকার জন্য পুরনো পদ্ধতিতে কাগজের মাস্টার রোল চালু রাখতে পারে। তামিলনাড়ুর মতো কয়েকটি রাজ্যে অনন্য সংখ্যা বিশিষ্ট কাগজের মাস্টার রোল কাজ শুরু করার সময় ব্যবহার করা হয়, যাতে করে কাজের জায়গাতেই কাজের চাহিদা নিয়ে জব কার্ডধারীকে কাজে নিযুক্ত করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যগুলিকে কাজের জায়গাতেও যাতে করে চাহিদা নথিভূক্তির ব্যবস্থা করা যায় সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়।

(প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গে আমরা ১০০ শতাংশ ই-মাস্টার রোল ব্যবহারেই সচেষ্ট)

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের ১৫(৭) ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকার নির্দেশনামা জারি করে প্রকল্প আধিকারিককে কোনও নির্দিষ্ট দায়িত্ব বা সমগ্র দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েত বা অন্য কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করতে পারে।

২.২.৭ এই অংশে উল্লিখিত বিধানগুলির কোনও একটি ভঙ্গ হলে তা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের ২৫ নং ধারা অনুযায়ী বিধান ভঙ্গ বলে ধরা হবে ও শাস্তিযোগ্য হবে।

২.৩ অধিকার ৩- কাজ না দিতে পারলে বেকার ভাতার অধিকার

২.৩ অধিকার ৩- কাজ না দিতে পারলে বেকার ভাতার অধিকার

যদি কোনো জব কার্ড ধারী ব্যক্তি কাজ চেয়ে দরখাস্ত করার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ না পান, তবে তিনি ১৫ দিন পর থেকে কাজ না পাওয়ার ত্রিশগুলির জন্য প্রতিদিন বেকার ভাতা পাওয়ার অধিকারী। এই বেকার ভাতা পরিমাণ প্রথম দিনদিনের জন্য দৈনিক মজুরির এক চতুর্থাংশের কম হবে না। পরবর্তী দিনগুলির জন্য এই বেকার ভাতার পরিমাণ বেড়ে যাবে ও তা দৈনিক মজুরির অর্ধাংশের কম হবে না। তবে এই বেকার ভাতা কেবলমাত্র এই নির্দিষ্ট আর্থিক বছরের বাকি দিনগুলির জন্যই প্রদেয় হবে।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের ৭(১) ধারা অনুযায়ী, যদি কোনও আবেদনকারী কাজ চাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে এবং আগাম দরখাস্তের ক্ষেত্রে উল্লিখিত কাজের দিনে কাজ না পেলে এই ধারার বিধান অনুযায়ী এই আবেদন কারী দৈনিক ভাতা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২.৩.১ রাজ্য সরকারের দায়িত্ব- এই বিধান অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে যা করতে হবে:

২.৩.১.১ এই বেকার ভাতার হার নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এই হার কখনওই প্রথম ৩০ দিনের জন্য দৈনিক মজুরির এক চতুর্থাংশ ও এই আর্থিক বছরের বাকি দিনগুলোর ক্ষেত্রে দৈনিক মজুরির অর্ধেকের কম হবে না।

২.৩.১.২. এই বেকার ভাতা কিভাবে দেওয়া হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন করবে।

২.৩.১.৩. এই বেকার ভাতা প্রদানের জন্য উপযুক্ত অর্থের সংস্থান রাখবে।

২.৩.২. কাজ না দিতে পারা জনিত কারণে বেকার ভাতা প্রদানের হিসাব ও ব্যবস্থাপনা।

২.৩.২.১. প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যে তথ্যগুলি এন.আর.ই.জি.এসক্ট-এ ভরা হয়, তার থেকে সরাসরি প্রদেয় বেকার ভাতার পরিমাণ হিসাব করে নেওয়ার ব্যবস্থা সক্টওয়্যার সিস্টেমে আছে। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা এমআইএস সংক্রান্ত বিবরণে পাওয়া যাবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকাও কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হবে। সফটওয়্যারের মাধ্যমে কাজের চাহিদা জানানোর ১৫ দিনের মধ্যে কাজ শুরু করা যায়নি এমন সমস্ত চাহিদার হিসাব বার করা হবে। কবে কাজ দেওয়া হয়েছে তা মাস্টার রোলে কাজ শুরুর তারিখ থেকেই পাওয়া যাবে।

২.৩.২.২. এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রদেয় ভাতার পরিমাণ নির্ণয় করা হবে এবং তা সরাসরি প্রকল্প আধিকারিকের লগ-ইন এ চলে যাবে যাতে করে তিনি এ বিষয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রকল্প আধিকারিকের সিদ্ধান্ত এন.আর.ই.জি.এসক্টের ওয়েব প্রতিবেদন হিসাবে পাওয়া যাবে। প্রকল্প আধিকারিককে দেখতে হবে যাতে এই ভাতা সংক্রান্ত সমস্ত কাজগুলোই এন.আর.ই.জি.এ.সক্ট-এ ব্যবহার করা হয়।

২.৩.২.৩. এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের তৈরি করা বিধি অনুযায়ী জব কার্ডধারীদের সময়ে কাজ না দিতে পারার জন্য দেয় ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। রাজ্য সরকার, জেলা প্রকল্প সমন্বয়কারী, প্রকল্প আধিকারিক- সকলেই এই বেকার ভাতা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়মিত পর্যালোচনার মধ্যে আনবেন। এই পর্যালোচনা হবে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক।

২.৩.২.৪. সময়সীমার মধ্যে কাজ দিতে না পারার জন্য যে বেকার ভাতা দেওয়া হল তার হিসেব জব কার্ডে লিখে দিতে হবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে যে রেজিস্টারে কাজ দেওয়ার তথ্য থাকে (এমপ্লয়মেন্ট রেজিস্টার) সেখানে এই ভাতা সংক্রান্ত তথ্যও লিখে রাখতে হবে।

২.৩.৩. রাজ্য সরকার এই বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য যে প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে পারেন সেই প্রক্রিয়াটি যতটা সম্ভব সরল রাখতে হবে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকতে পারে:

২.৩.৩.২. এন.আর.ই.জি.এসস্ট বা কেন্দ্রীয় পোর্টাল থেকে তথ্য নিয়ে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতেই পেমেন্ট অর্ডার বার করে নেওয়া। সেক্ষেত্রে আলাদা করে কোনও অনুমোদন পত্র লাগবে না। ভাতা দেওয়ার জন্য সরাসরি এসইজিএফ থেকে টাকা নেওয়া যেতে পারে বা এজন্য স্বতন্ত্র কোনো তহবিলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২.৩.৩.২. বেকার ভাতা দিতে হবে যে দিন থেকে ভাতা পাওয়ার যোগ্য তার ১৫ দিনের মধ্যে। যদি ১৫ দিনের মধ্যে কোনও সিদ্ধান্ত না গৃহীত হয় তাহলে যে দিন থেকে ভাতা প্রাপ্য হয়েছে সেই দিন থেকে ভাতা প্রদানের বিষয়টি অনুমোদিত বলেই ধরে নিতে হবে।

২.৩.৩.৩. ঠিক যেভাবে জবকার্ডধারীর ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে মজুরি দেওয়া হয়, ঠিক সেই একই পদ্ধতিতে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই এই ভাতা প্রদান করা হবে।

২.৩.৪. কোনও আর্থিক বছরে কাজ না দিতে পারা জনিত কারণে বেকার ভাতা দেওয়ার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাওয়া-

কোনো আর্থিক বছরে কাজ দিতে না পারার কারণে বেকার ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বাধ্যবাধকতা আর থাকবে না যখন

২.৩.৪.১. গ্রাম পঞ্চায়েত বা প্রকল্প আধিকারিক ওই পরিবারের দরখাস্তকারী বা কোনও প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকে সুনির্দিষ্ট কাজ দিয়ে নিজে বা প্রাপ্তবয়স্ক কোনও সদস্যকে কাজে যোগ দেওয়ার দিয়ে দেবেন, অথবা

২.৩.৪.২. যে সময়ের জন্য কাজ দেওয়া হয়েছিল সই সময় শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ওই পরিবারের কোনও প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য কাজে যোগ দেননি, অথবা

২.৩.৪.৩. ওই পরিবারের সব প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা একত্রে ওই আর্থিক বছরে অন্তত পক্ষে ১০০ দিন কাজ পেয়ে গিয়েছেন, অথবা,

২.৩.৪.৪. ওই পরিবারের সকল প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যগণ একত্রে ওই আর্থিক বছরে শ্রমের মজুরি ও কাজ না পাওয়া জনিত কারণে প্রাপ্ত ভাতা নিলিয়ে ১০০ দিনের মজুরির সমপরিমাণ অর্থ পেয়ে গিয়েছেন।

২.৩.৫. বেকার ভাতার দাবি করার সুযোগ থাকবেনা-

যদি কোনও দরখাস্তকারী বা তার পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা কাজ দেওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ না করেন।

যদি প্রকল্প আধিকারিক বা প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা দ্বারা অবহিত হওয়ার ১৫দিনের মধ্যে কাজে যোগ না দেন।

যদি অনুমতি ছাড়া কাজের থেকে একাদিক্রমে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে অনুপস্থিত থাকেন।

যদি কোনও মাসে এক সপ্তাহের চেয়ে বেশি দিন কাজে অনুপস্থিত থাকেন

তবে পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে তিনি বা তাঁরা এই ভাতা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। তবে যে কোনও সময়ে তিনি আবার কাজ চাইতে পারেন।

২.৩.৬. কাজ না পাওয়া জনিত কারণে প্রাপ্য ভাতা প্রদানের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি–

সময়ের মধ্যে (বাকি পড়ার ১৫দিনের মধ্যে) ভাতা দেওয়া সম্পর্কে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত না নিতে পারলে এন.আর.ই.জি.এ.সফট–এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রদেয় ভাতার টাকা সরাসরি সংশ্লিষ্ট জবকার্ডধারীর অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। এজন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে একটি স্বতন্ত্র খাত তৈরি করা থাকবে, যে খাত থেকে খরচ হবে। তবে এই অর্থ কেন্দ্র কর্তৃক দেওয়া আগাম অর্থ বলে গণ্য হবে এবং কেন্দ্র থেকে রাজ্যকে দেয় পরবর্তী কিস্তির টাকা থেকে সমপরিমাণ অর্থ কেটে নেওয়া হবে। এমআইএস–এ এজন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিবেদনের ব্যবস্থা থাকবে। এই সমগ্র বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক একটি স্বতন্ত্র নির্দেশিকা প্রকাশ করবে।

২.৩.৭. এই ভাতার জন্য যোগ্য কর্মীরা গ্রাম পঞ্চায়েতে তাঁদের দাবি জানিয়ে দরখাস্ত করতে পারেন।

২.৩.৮. এই অংশে উল্লিখইত বিষয়গুলির কোনও একটি ভঙ্গ হলে তা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের ২৫ নং ধারা অনুযায়ী বিধিভঙ্গ বলে গণ্য হবে।

২.৪. অধিকার ৪– একশো দিনের কাজের পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুচ্ছ বেছে নেওয়ার অধিকার

২.৪. অধিকার ৪– একশো দিনের কাজের পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুচ্ছ বেছে নেওয়ার অধিকার

সমস্ত জবকার্ডধারীর অধিকার রয়েছে ১০০ দিনের কাজের জন্য একটি সহভাগী পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার। এজন্য গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদের সভায় অংশগ্রহণ করা, ওই সভাতে কাজের তালিকা তৈরি ও বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে অগ্রাধিকার স্থির করার অধিকার মানুষের আছে।

এবিষয়ে আইন ও তফশিলের বিধান–

আইনের ১৬(১) ধারায় বলা হয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদের সুপারিশ অনুযায়ী এই প্রকল্পে যে সমস্ত কাজ হাত নেওয়া হবে তা স্থির করবে এবং প্রকল্পে রূপায়ণ ও দেখাশোনার দায়িত্ব নেবে।

তফশিল ১ এবং ৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার দ্বারা নির্ধারিত বিস্তারিত প্রক্রিয়া অনুসারে প্রতিবছর পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে অগাস্ট থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সময়কালে সহভাগী পরিকল্পনার আশ্রয় নেওয়া হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত রূপায়ণ করে এরকম সমস্ত কাজই চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার নির্ণয়ের দায়িত্ব থাকবে গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদের ওপর। পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা স্তরের কোনও বিভাগীয় প্রতিনিধির দ্বারা রূপায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রস্তাবগুচ্ছ পঞ্চায়েত সমিতি বা

জেলা পরিষদের কাছে পেশ করতে হবে। প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রেই ওই কাজ রূপায়ণ করলে কি ফল পাওয়া যাবে পরিকল্পনা প্রস্তাবে তার উল্লেখ থাকবে।

২.৪.১. লেবার বাজেট তৈরি ও বার্ষিক সহভাগী এবং সমন্বয়ী পরিকল্পনা পদ্ধতি

২.৪.১.১. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের লেবার বাজেট প্রস্তুতির কাজ একটি বার্ষিক উদ্যোগ যার মধ্যে রয়েছে পরিকল্পনা প্রস্তুতি, প্রকল্পের অনুমোদন ও প্রকল্প রূপায়ণের রূপরেখা। যেহেতু লেবার বাজেট প্রস্তুতির বিষয়টি আইনের ১৩ ও ১৪ নম্বর ধারায় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, জেলা প্রকল্প সমন্বয়কারী দায়বদ্ধ কাজ চিহ্নিত করা, গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদে কাজের অগ্রাধিকার নির্ণয় করা, কাজের অনুমোদন দেওয়া সব ক্ষেত্রেই তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসা পরিকল্পনা পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়।

২.৪.১.২. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে নেওয়া বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার উদ্যোগ কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের বৃহত্তর সমন্বয়ী পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে জোর থাকবে পরিবারের জীবিকা অর্জনের সুযোগ বাড়িয়ে তোলার ওপর।

২.৪.১.৩. যে নির্দিষ্ট গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদ সভায় সংশ্লিষ্ট লেবার বাজেট ও কাজের অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট হয়েছে এমআইএস-এ লেবার বাজেটের তথ্যের সঙ্গে সেই সভার কার্যবিবরণীও পোর্টালে তুলে দিতে হবে।

২.৪.১.৪. রাজ্য সরকারকে শংসাপত্রও দিতে হবে যে লেবার বাজেট তৈরির জন্য আইনের নির্দিষ্ট বিধানগুলি মেনে চলা হয়েছে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটি তৃণমূল স্তর থেকে উঠে এসেছে।

২.৪.১.৫. লেবার বাজেটের মধ্যে একদিকে যেমন থাকবে মাস ভিত্তিক সম্ভাব্য কাজের চাহিদা অন্যদিকে তেমনই থাকবে ওই চাহিদা মেটানোর জন্য কতটা ও কি কি কাজ হাতে নেওয়া হবে তার তালিকা।

২.৪.১.৬. লেবার বাজেটের প্রস্তুতি ও তার একত্রিকরণের কাজে একদিকে জবকার্ডধারী পরিবারের কাজের সম্ভাব্য চাহিদা নির্ণয় করা ও অন্যদিকে চাহিদা মেটানোর জন্য প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করা এসবই হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্বাবধানে- গ্রামের মানুষকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করে সহভাগী পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই সহভাগী পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যা উঠে এল তার নির্যাস গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে একত্রিত করে গ্রাম সভাতে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

২.৪.১.৭ পরিকল্পনাতেই চিহ্নিত বিভিন্ন কাজের অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

২.৪.১.৮. যে সব ধাপে ধাপে এই পরিকল্পনা তৈরি হবে সেগুলি হল-

ক) চাহিদা নির্ধারণ

খ) কাজের বা সম্পদের প্রয়োজন নির্ধারণ

গ) প্রকল্প রূপায়ণের জন্য যে অর্থ পাওয়া যেতে পারে তার একটা ধারণা তৈরি

ঘ) খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি।

ঙ) গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদে উন্নয়ন পরিকল্পনার অনুমোদন।

২.৪.২. গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা- গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদে অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনা এর পরে প্রকল্প আধিকারিকের কাছে পাঠাতে হবে।

২.৪.৩. প্রকল্প আধিকারিকের কাজ- প্রকল্প আধিকারিক গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আসা প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে দেখবেন, বিশেষত যে সব কাজের প্রস্তাব এসেছে সেগুলি অনুমোদিত কাজের তালিকার মধ্যে আছে কি না এবং সব মিলিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে শ্রম ও মালমশলার অনুপাত মেনে চলা হয়েছে কিনা। এরপর তিনি সব প্রকল্প প্রস্তাবগুলিকে একত্রিত করে পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

২.৪.৪. পঞ্চায়েত সমিতির ভূমিকা- পঞ্চায়েত সমিতি প্রকল্প আধিকারিকের পেশ করা লেবার বাজেট প্রস্তাব পর্যালোচনা করে অনুমোদন করবে। এরপর পঞ্চায়েত সমিতি কাজের তালিকাসহ লোবার বাজেট জেলা প্রকল্প সমন্বয়কারীর কাছে পেশ করবে।

২.৪.৫. জেলা প্রকল্প আধিকারিক ও রাজ্য সরকারের দায়িত্ব- জেলা ও রাজ্য স্তরেও একই ধরণের একত্রিতকরণ ও অনুমোদনের কাজ চলবে। জেলা পর্যায়ে অদক্ষ শ্রমের মজুরি ও অর্ধদক্ষ-দক্ষ শ্রমের মজুরি সহ মালমশলা ক্রয়ের অর্থের অনুপাত নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়া অন্যান্য কর্তৃপক্ষ দ্বারা রূপায়িত প্রকল্পের হিসাব সমগ্র জেলাকে একক হিসাবে ধরে করা হবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা রূপায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে শ্রমের মজুরি (অদক্ষ) ও মালমশলার অনুপাত বজায় রাখতে হবে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে। কিন্তু ব্লক ও জেলা স্তরের অন্য সব রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে এই অনুপাতের হিসাব করা হবে জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত ও জেলার অন্য সব প্রকল্প রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা রূপায়িত প্রকল্পের বার্ষিক সমষ্টি ধরে। এক্ষেত্রে সমগ্র জেলাই হবে হিসাবের একক। এই সঙ্গে জেলা প্রকল্প সমন্বয়কারীকে সুনিশ্চিত করতে হবে কোনও আর্থিক বছরে জেলাতে মোট প্রকল্পব্যয়ের অন্তত পক্ষে ৬০ শতাংশ যেন বিশেষত জল মাটি গাছপালা নিয়ে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সম্পদ তৈরিতে ব্যয়িত হয়।

২.৪.৬. সম্ভাব্য চাহিদার হিসাব করার সময় অবশ্যই পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির ওপর বিশেষ নজর থাকবে। ব্যক্তিগত জমিতে কাজ ও ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টির কাজে এই ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সহভাগী ও সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে লেবার বাজেট তৈরি করার সময়ে আর্থসামাজিক ও জাতিগত সমীক্ষা (এস.ই.সি.সি) তে চিহ্নিত যে সরাসরি দরিদ্র হিসাবে চিহ্নিত (অটো ইনক্লুশন) ও কোনও না কোনও বঞ্চনাসূচক যুক্ত পরিবারগুলি রয়েছে সেই সমস্ত পরিবারের জন্য সম্পদ সৃষ্টি ও কাজ দেওয়ার পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় এই সমস্ত পরিবারগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে হবে।

২.৪.৭ প্রকল্পগুচ্ছের হেফাজত থাকে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে এবং সমস্ত রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি যারা সেই গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ করছে তারা তাদের পরিকল্পনা গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানাবে এবং গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদ সভার অনুমোদনের পর গ্রাম পঞ্চায়েত সেই কাজগুলিকে এন.আর.ই.জি.এর বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করবে। গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়া অন্যান্য রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি যে সমস্ত কাজ সঞ্চালনা করবে তাদের কাজের ধরণের ওপর নির্ভর করে পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা জেলা পঞ্চায়েতের কাজ থেকে অনুমোদন নিতে হবে।

২.৪.৮ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রকল্পগুচ্ছে সম্ভাব্য কাজের চাহিদার দ্বিগুণ কাজ থাকতে হবে।

২.৪.৯ রাজ্য সমন্বয় পরিকল্পনায় আন্ত বিভাগীয় সমন্বয় এবং দুটি আলাদা বিভাগের মধ্যে সমন্বয়, এই দুপ্রকারের কাজেই উৎসাহ দিতে হবে। গ্রাম সভার অনুমোদনের পর সমন্বয় পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সমস্ত কাজের কথা উত্থাপন করা হবে সেগুলিকে সম্পূরক কর্ম পরিকল্পনা হিসাবে পরবর্তী কালে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং প্রকল্পগুচ্ছে ঢোকানোর আগে পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা জেলা পঞ্চায়েতের কাজ থেকে অনুমোদন নিতে হবে।

২.৪.১০. রাজ্য সমন্বয় পরিকল্পনায় যে সমস্ত সমন্বয়কারী বিভাগগুলির কথা উল্লেখ থাকবে সেই সব বিভাগ থেকে অনুদান এস.ই.জি.এফ-এ নেওয়া যাবে এবং সেখান থেকে তা রূপায়ণকারী সংস্থাগুলিতে বরাদ্দ মাফিক দেওয়া হবে।

২.৪.১১. সঙ্কালিত কাজগুলি থেকে যে ফলাফল আশা করা হচ্ছে তাও হিসাবের মধ্যে ধরা হবে।

২.৪.১২. গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা জেলা পরিষদ যে কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেবেন সেই নির্দেশ অনুযায়ী এম. আই. এস এ কাজগুলি সেই ক্রমানুযায়ী তুলতে হবে।

২.৪.১৩ গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা জেলা পরিষদ যে কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেবেন সেই ক্রমেই কাজগুলি করা হবে।

২.৪.১৪ গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক থেকে দেশের সব থেকে পিছিয়ে পড়া ২৫৬৯ ব্লককে নজরে রেখে সুসংহত পরিকল্পনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৫টি গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের সমাহার ঘটিয়ে এই কর্মকাণ্ড করা হবে। এগুলি হল, মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন, রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ আজীবিকা মিশন, ইন্দিরা আবাস যোজনা, রাষ্ট্রীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প এবং দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা। রাজ্যগুলিকে সমন্বয় পরিকল্পনা পদ্ধতির ফলাফল নিয়ে রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসআরডিপি) তৈরি করতে হবে।

২.৪.১৫ আইপিপিই এবং নন-আইপিপিই ব্লক গুলির প্রস্তাবিত সময়সূচি

পরিকল্পনা এবং একত্রিকরণের প্রস্তাবিত সময়সূচিটি নিচে দেওয়া হল-

যে কাজ করা হবে	সময়
গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ের পরিকল্পনা পদ্ধতির আরম্ভ এবং গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদ সভায় পরিকল্পনা পদ্ধতির আলোচনা	১৫ই অগস্ট থেকে ২রা অক্টোবর
গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য গ্রাম সভা	২রা অক্টোবর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর
গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনাটি পঞ্চায়েত সমিতিতে জমা দেওয়া	৫ই ডিসেম্বর
ব্লক পর্যায়ের বার্ষিক পরিকল্পনাটি পঞ্চায়েত সমিতি দ্বারা অনুমোদন এবং ডিপিসির কাছে জমা দেওয়া(ব্লক পর্যায়ের জন্য উত্থাপিত সমস্ত কাজ লেবার বাজেটে একত্রিত করে পঞ্চায়েত সমিতি বা অন্তর্বর্তী পঞ্চায়েতের দ্বারা অনুমোদন নিতে হবে)	২০শে ডিসেম্বর

ডিপিসি জেলা বার্ষিক পরিকল্পনা এবং লেবার বাজেটটি জেলা পরিষদের কাছে পেশ করবেন (জেলার জন্য সমস্ত উত্থাপিত কাজগুলিকে জেলা পর্যায়ে অনুমোদিত করতে হবে)	২০শে জানুয়ারী
জেলা পরিষদদ্বারা জেলা বার্ষিক পরিকল্পনাকে অনুমোদন দান এবং রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেওয়া	৩১শে জানুয়ারী
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লেবার বাজেট জমা দেওয়া	১৫ই ফেব্রুয়ারি
এমপাওয়ার্ড (ক্ষমতাপ্রাপ্ত) কমিটির মিটিং এবং লেবার বাজেট স্থির করা	ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু
মন্ত্রক দ্বারা রাজ্যকে লেবার বাজেট জানানো এবং রাজ্য দ্বারা জেলা, ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানানো	৩১শে মার্চ
রাজ্যগুলিকে ওপেনিং ব্যালেন্স সম্বন্ধে জানানো এবং কেন্দ্র থেকে প্রথম কিস্তি প্রদান	৭ই এপ্রিল

২.৪.১৬. উপরোক্ত কোনও বিধান অমান্য করা হলে তা আইনভঙ্গ বলে মানা হবে এবং আইনের ২৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাস্তি পেতে হতে পারে।

২.৫ অধিকার ৫- ৫ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে কাজ পাওয়ার অধিকার

২.৫ অধিকার ৫- ৫ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে কাজ পাওয়ার অধিকার

কর্মীদের তাদের বাসস্থান থেকে ৫ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে অবস্থিত জায়গায় কাজ দিতে হবে। ব্লকের মধ্যেই কাজ দিতে হবে। যদি কোনও কর্মীকে ৫ কিলোমিটারের থেকে বেশি দূরত্বে কাজ দেওয়া হয়, তাহলে তিনি ভ্রমণ ভাতার অধিকারী হবেন।

অনুচ্ছেদ ১৮, তফশিল ২- যতদূর সম্ভব আবেদনকারীকে আবেদন করার সময় তিনি যেখানে থাকতেন সেখান থেকে ৫ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে অবস্থিত জায়গায় কাজ দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২০, তফশিল ২-যদি কোনওভাবে অনুচ্ছেদ ১৮য় উল্লেখিত এলাকার মধ্যে কাজ দেওয়া না যায়, তাহলেও ব্লকের মধ্যে অবশ্যই কাজ দিতে হবে এবং কর্মীদের তাদের মজুরির ১০ শতাংশ অতিরিক্ত দিতে হবে যাওয়া এবং থাকার খরচ হিসাবে।

উপরোক্ত কোনও বিধান অমান্য করা হলে তা আইনভঙ্গ বলে মানা হবে এবং আইনের ২৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাস্তি পেতে হতে পারে।

২.৫.১ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের অধীনে কর্ম সঞ্চালন

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইনের মূল বিধানটি হল গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত দুর্বল শ্রেণীর মানুষকে পরিবারপিছু তাদের চাহিদা অনুযায়ী ১০০ দিনের কাজ এবং মজুরির নিশ্চয়তা দেওয়া ও এর মাধ্যমে স্থায়ী ও উন্নতমানের সম্পদ সৃষ্টি করে সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা। গরীব মানুষের জীবিকার সংস্থানকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এই প্রকল্পে মহাত্মা গান্ধী জাতীয়

কর্মনিশ্চয়তা আইনের তফশিল ১ এর অনুচ্ছেদ ৪ এ বর্ণিত বিভিন্ন কাজের ওপর জোর দেওয়া হয়।

২.৫.১.১ রূপায়ণকারী সংস্থা

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইন অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যে কোনও বিভাগ, জেলা পরিষদ, অন্তর্বর্তী পঞ্চায়েত, গ্রাম পঞ্চায়েত বা যে কোনও স্থানীয় কর্তৃত্ব, গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং, বা কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদন প্রাপ্ত কোনও বেসরকরকারী সংস্থা প্রকল্পের অন্তর্গত যে কোনও কাজের রূপায়ণের দায়িত্ব নিতে পারে। রাজ্য দ্বারা স্বীকৃত কোনও ইউজার অ্যাসোসিয়েশনও প্রকল্প রূপায়ণ কারী সংস্থা হিসাবে কাজ করতে পারে।

ব্লক পর্যায়ে সহযোগী বিভাগের কোনও আধিকারিক প্রোগ্রাম অফিসার হিসাবে (মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইন)হিসাবে কাজ করতে পারেন, যাকে প্রকল্প আধিকারিক (এল ডি) বলা হবে।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইনের বাস্তবায়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্লক বা জেলা পর্যায়ে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সঙ্ঘগুলিকে প্রগতিশীল ভাবনা দ্বারা সংযুক্ত করতে হবে।

২.৫.১.২. মজুরি উপাদান অনুপাত

তফশিল ১ এর অনুচ্ছেদ ২-এর সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী, জেলায় সামগ্রিকভাবে যে কাজগুলি গ্রহণ করা হবে তার উপাদানের খরচ দক্ষ ও অর্ধ-দক্ষ শ্রমিকদের মজুরি মিলিয়ে ৪০ শতাংশের বেশি হবে না। এটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষকে মিলিয়ে হিসাব করতে হবে।

২.৫.১.৩ যন্ত্রের ব্যবহার

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইনের তফশিল ১ এর অনুচ্ছেদ ২২ অনুযায়ী , সাধ্যমত প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি যে কাজগুলির বাস্তবায়ন করবেন সেগুলি কায়িক শ্রম দ্বারাই করতে হবে, শ্রমের পরিবর্তে কোনও যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না, যদি না কাজের মধ্যে এমন কোনও অংশ থাকে যা কায়িক শ্রম দ্বারা করা সম্ভব নয় এবং যেখানে কাজের গুণমান এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করতে যন্ত্র অত্যাবশ্যক। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইনের অধীনে যে সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার করা যায়, তার একটা প্রস্তাবিত তালিকা নিচে দেওয়া হল-

ক্রমিক সংখ্যা	এমজিএন.আর.ই.জি.এ-র তফশিল ১ এর অনুচ্ছেদ ৪ (১) অনুযায়ী কাজের নাম	কার্যপদ্ধতির নাম	ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রের নাম
১.	২. বিভাগ খ- ১ ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কূপখনন	১) কূপ খনন অথবা গভীরতা বৃদ্ধি	১)জল বের করার জন্য পাম্প ২)পাথুরে স্তরের জন্য ট্র্যাক্টর মাউন্টেড কম্প্রেসর হ্যামার

			৩) উত্তোলক যন্ত্র বা যন্ত্রচালিত চেইন পুলি
২.	৪. বিভাগ ঘ-(২) রাস্তা সংযোগ	১) মাটির বাঁধের ১৫ থেকে ২৩ সেমি স্তর পর্যন্ত যেখানে আর্দ্রতা সর্বোত্তম থাকে তার নিশ্ছিদ্রকরণ	১) পাওয়ার রোলার ২) ট্রেলার মাউন্টেড ওয়াটার ব্রাউজার
		১৫ থেকে ২০ সেমি পর্যন্ত স্তরে যেখানে আর্দ্রতা সবথেকে বেশি থাকে সেখানে মোরাম বা নুড়ি বসানো	১)৮ থেকে ২০ টনের চাকা লাগানো মসৃণ স্থির রোলার ২) ট্রেলার মাউন্টেড ওয়াটার ব্রাউজার
		৩) সিমেন্ট, কংক্রিট মেশানো	১) যান্ত্রিক মিক্সার
		৪) সিমেন্ট কংক্রিট বসানো	১) যান্ত্রিক ভাইব্রেটর
		৫) সিমেন্ট কংক্রিটের জয়ন্ট কাটা	১) কংক্রিট জয়েন্ট কাটার
৩.	৪. বিভাগ ঘ- (৫)বাড়ি নির্মাণ	১) আরসিসি ফুটিং, কলাম, বিম আর ছাদ	১) যান্ত্রিক মিক্সার আর যান্ত্রিক ভাইব্রেটর
৪.	৪. বিভাগ ঘ- (৭)বাড়ি তৈরির উপাদান প্রস্তুতিকরণ	১)কম্প্রেসড স্টেবিলাইসড মাটির ব্লককে (সিএসইবি)কম্প্রেস করার জন্য	১) সিএসইবি মেশিন যেমন অরাম প্রেস, সিনভরম, তেরস্তারা, মর্দিনী, তারা-বলরাম ইত্যাদি
		২) ফ্লাই অ্যাশ ইঁট বা ব্লক প্রস্তুতের জন্য	২) প্যান মিক্সার, ইঁট বা ব্লক তৈরি যন্ত্র (ভাইব্রেটর টেবিল বা হাইড্রলিক প্রেস)
৫.	১. বিভাগ ক- (৫) সাধারণ জমি এবং বনভূমিতে বনসৃজন, বৃক্ষরোপণ	১) বৃক্ষরোপণের জন্য মাটি খোঁড়া, উষর এলাকায় যেখানে মাটিতে কাঁকর বেশি এবং ৮.৫ এর বেশি পিএইচ মাত্রা যুক্ত ক্ষারীয় মাটি	১) যান্ত্রিক মাটি

উপরোক্ত যন্ত্রগুলি ব্যবহারের শর্তাবলী-

ক. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের কাজগুলির হিসাব যন্ত্রের খরচ ধরেই করতে হবে আর যন্ত্রের খরচ ঠিক করা হবে সেই এলাকার সহযোগী বিভাগগুলির ভাড়ার মূল্যহার তফশিল (সিডিউল অব রেট) হিসাবে।

খ. এইরকম কাজগুলি সামাজিক নিরীক্ষায় বিশেষভাবে দেখা উচিত। যন্ত্রের বিস্তারিত ব্যবহার এবং তাদের তুলনামূলক খরচ এবং কী কারণে সেই যন্ত্রগুলির ব্যবহার করা হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে কাজের জায়গায় ডিসপ্লে বোর্ডে স্থানীয় ভাষায় লিখে রাখতে হবে।

যদি যন্ত্রগুলি বারবার ব্যবহারের জন্য সেখানো বসাতে হয়, যেমন বাড়ির উপাদান তৈরি করার জন্য (সিএসইবি, ফ্লাই অ্যাশ ইঁট, পেভার ব্লক ইত্যাদি), তাহলে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে সেই যন্ত্রগুলিকে সংগ্রহ করা যায় এবং তার খরচ উপাদান খাতেই ধরা হবে। তাও, দেখতে হবে যাতে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ছাড়া অন্য উৎস্য থেকে সমন্বয় প্রকল্পের অংশ হিসাবে এই যন্ত্রগুলি নেওয়া যায়।

২.৫.১.৪. কাজের ফলাফলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইনের তফশিল ১এর অনুচ্ছেদ ১৩ (সি) অনুযায়ী, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে যে কাজগুলি করা হবে, সেই প্রত্যেকটি কাজে ব্যয়ের প্রাককলন, নকশা ও প্রযুক্তিগত নোটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে, যা থেকে সেই কাজের বাস্তবায়নের কী ফলাফল হতে চলেছে তার আন্দাজ পাওয়া যায়।

২.৫.১.৫. বাড়ি তৈরির উপাদান উৎপাদন- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে যে সমস্ত কাজের অনুমোদন পাওয়া যায় তার অনেক কাজেই ইঁট, টাইল, পেভার ব্লক ইত্যাদি ব্যবহার হয়। এই বাড়ি তৈরির সরঞ্জামের উৎপাদনের ফলে বহু অদক্ষ শ্রমিক কাজ পেতে পারেন।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে বাড়ি তৈরির উপাদান সৃষ্টির অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু শর্তাবলী আরোপ করা হয়েছে। এই উপাদানের উৎপাদন কোনও স্বতন্ত্র কাজ হিসাবে করা যাবে না অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে যে গৃহনির্মাণের উপাদান উৎপাদন করা হবে তা কেবল মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের কাজেই ব্যবহার করা যাবে, খোলা বাজারে বিক্রী করা যাবে না।

২.৫.১.৬. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে উপাদান সামগ্রীর ক্রয় পদ্ধতি এবং যে পদ্ধতিতে উপাদানগুলিকে বাজারজাত করা যাবে তা নিম্নে বর্ণনা দেওয়া হল-

ক. উপাদানের গুণগত মান, ধরণ, কত পরিমাণে প্রয়োজন এবং কী কী ধরণের কাজ প্রয়োজন (অর্ধদক্ষ এবং দক্ষ শ্রমিক, কিন্তু সুপারভাইজারের কাজ ব্যতীত) তা স্পষ্ট ভাবে উল্লখে করা থাকবে। এক্ষেত্রে রূপায়ণকারী সংস্থাগুলির বিশেষ মৌলিক চাহিদার কথা মাথায় রেখেই কাজ করা হবে, অপ্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বহীন কাজগুলিকে এর মধ্যে ধরা হবে না।

খ. একটি ন্যায্য,স্বচ্ছ যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসরণ করে দরপত্র আমন্ত্রণ করা হবে।

গ. দরপত্র গ্রহণ বা নির্বাচন পদ্ধতি নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থার সম্পূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য সন্তুষ্টির উপর।

ঘ. সংশ্লিষ্ট ক্রয় প্রস্তাব বর্ণিত দামে উপাদানের গুণগত মান অনুযায়ী ন্যায্য ও সঙ্গত কিনা সে বিষয়ে প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থাকে সন্তুষ্ট হতে হবে।

ঙ. ক্রয়ের প্রত্যেক পর্যায়ে সেই রূপায়ণকারী সংস্থাটি যে সুনির্দিষ্ট চুক্তি ও শর্তাদি দেবে সেই অনুযায়ীই যে ক্রয় করা হচ্ছে তার বিবরণ নথিবদ্ধ রাখতে হবে।

চ. যে বস্তু বা উপাদানগুলি ক্রয় করা হচ্ছে তা শুধুমাত্র মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অনুমোদিত কাজগুলির জন্যই করা হবে।

ছ. সমস্ত ক্রয়ের বিবরণ পর্যবেক্ষণের জন্য এমআইএস-এ নথিবদ্ধ রাখতে হবে, যেমন- আহৃত বস্তুর পরিমাণ, কত টাকা খরচ করা হয়েছে, কোন কাজ বা প্রকল্পের জন্য ক্রয় করা হয়েছে, উপাদান সরবরাহের তারিখ ইত্যাদি।

জ. উপাদান বা বস্তুগুলি ক্রয় করার সময় সাধারণ আর্থিক নিয়মাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সমস্ত নথির খুঁটিনাটি নথিবদ্ধ রাখতে হবে যাতে পরবর্তীসময়ে কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা সাধারণ মানুষ এর যাচাই করতে পারেন।

ঝ. উদ্যানপালন বা বৃক্ষরোপণের সম্পর্কিত কাজ- ব্যক্তিগত উপভোক্তার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি সরকারি নার্সারি, সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত বেসরকারি নার্সারি থেকে জেলা প্রকল্প আধিকারিক পরিচালিত কমিটির নির্ধারিত দরে ক্রয় করতে হবে।

ঞ. সরকারি জমি ব্যতীত অন্য জমিতে ব্যক্তিগত উপভোক্তার কাজের ক্ষেত্রে যেমন চাষের জন্য পুকুর, কূপখনন বা ব্যক্তিগত শৌচাগার তৈরির ক্ষেত্রে উপকরণগুলি অধিকারভোগকারী পরিবারগুলি টিন নম্বর প্রাপ্ত যে কোনও বিক্রেতার কাছ থেকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত দামে ক্রয় করতে পারবেন।

২.৫.২. কাজের ধরণ

২.৫.২.১. কৃষি এবং কৃষি সম্বন্ধিত কাজ

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের তফশিল ১ এর অনুচ্ছেদ ৪ এর উপ-অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী জেলা প্রকল্প আধিকারিককে নিশ্চিত করতে হবে যাতে প্রকল্পে অনুমোদিত কাজগুলির ৬০ শতাংশ খরচ কৃষি এবং কৃষি সম্বন্ধিত কাজের দ্বারা সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে করা হবে এবং এই কাজগুলি ভূমি, জলসম্পদ এবং বৃক্ষ উন্নয়নের মাধ্যমে করতে হবে।জীবিকায়ন সম্পর্কিত সমন্বয় পরিকল্পনায় যে কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তাতে ব্যক্তিগত উপভোক্তাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের তফশিল ১ অনুযায়ী সরাসরি কৃষি এবং কৃষি সম্বন্ধিত কাজের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল-

তফশিল ১ অনুযায়ী বিভাগ	কাজ
(১) (২)	
১.বিভগ ক- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কাজ	১) মাটির জলস্তরের উন্নতি এবং বৃদ্ধির জন্য জল সংরক্ষণ এবং জলসেচ পরিকাঠামো সৃষ্টি যেমন, মাটির নিচের খাল কাটা, মাটির বাঁধ, স্টপ ড্যাম, চেক ড্যাম। পানীয় জল সহ ভূপৃষ্ঠের জলস্তর বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

	২) জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনার কাজ যেমন, পরিখা কাটা, টেরেসিং, কন্টুর বাঁধ, পাথরের বাঁধ, গ্যাবিয়ন স্ট্রাকচার এবং ঝর্ণা উন্নয়ন ৩) অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র সেচের কাজ এবং সেচখাল ও সেচ নালা সৃষ্টি, নবীকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ৪) যে সকল সেচ জলাধারের মুখ মাটি বা বালি জমে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেগুলি খুলে দেওয়া সহ অন্যান্য পুরনো জলাধারগুলির সংস্কার ৫) সাধারণ এবং বনভূমিতে , রাস্তার ধারে, খাল বাঁধ, জলাধারের অগ্রতট, উপকূলবর্তী এলাকায় বনসৃজন, বৃক্ষরোপণ এবং উদ্যানপালন যাতে পরিবারগুলি (অনুচ্ছেদ ৫ এ উল্লেখিত) ইউসুফ্রাক্ট অধিকার ভোগ করতে পারে ৬)চারণভূমির উন্নয়ন, বহুবর্ষজীবী ঘাস যেমন স্টাইলো ইত্যাদি ৭) বাঁশ, রাবার এবং নারকেল গাছের বাগান ৮) সাধারণ জমির উন্নয়নসাধন
২) বিভাগ খ- সামুদায়িক সম্পদ বা ব্যক্তিগত সম্পদ	১) সেচের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করে যেমন, কূপখনন, চাষের পুকুর এবং অন্যান্য জলসেচের ব্যবস্থা করে অনুচ্ছেদ ৫ এ উল্লেখিত পরিবারগুলির জমির ফলন বৃদ্ধি করা। ২) উদ্যানপালন, রেশমগুটির চাষ, অন্যান্য বাগান তৈরি এবং খামার বনসৃজনের মাধ্যামে জীবিকার উন্নয়ন ৩)অনুচ্ছেদ ৫ এ উল্লেখিত পরিবারগুলির পতিত জমির উন্নয়ন ঘটিয়ে তা চাষযোগ্য করে তোলা ৪) চারণভূমির উন্নয়ন, বহুবর্ষজীবী ঘাস যেমন স্টাইলো, ভেটিভার ইত্যাদি ৫) বাঁশ, রাবার এবং নারকেল গাছের বাগান ৬) গৃহপালিত পশু পালনের সুবিধার্থে পরিকাঠামো গঠন যেমন, ছাগল, মুরগি, শুয়োর এবং অন্যান্য গবাদি পশুর খামার ও তাদের চারা দেওয়ার স্থান তৈরি ৭) মৎস্যপালনে উৎসাহ যোগাতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সৃষ্টি যেমন মাছ শুকনোর জায়গা, সঞ্চয়ের জায়গা এবং মানুষের জমির মরসুমি জলাশয়ে মাছ চাষে উৎসাহ প্রদান ৮) জৈব সার (নাডেপ, কেঁচো সার ইত্যাদি)

৩) বিভাগ গ- এন.আর.এল.এম-এর অন্তর্ভুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য সাধারণ পরিকাঠামো	১) জৈব সার (নাডেপ, কেঁচো সার ইত্যাদি) দ্বারা চাষের ফলনবৃদ্ধিতে উৎসাহ যোগাতে স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির কাজ এবং ফসল ফলার পর তা সঞ্চয় করে রাখার জন্য পাকা গুদাম তৈরি
৪) বিভাগ ঘ- গ্রামীণ পরিকাঠামো	৬) রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (২০১৩) অনুযায়ী খাদ্য শস্য সঞ্চয় করার কাঠামো তৈরি।

২.৫.২.২. যে কাজগুলিতে বিশেষ নজর দিতে হবে-

২.৫.২.২.১ ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে সারা দেশে ব্যক্তিগত জমিতে কমপক্ষে ৫ লাখ চাষের পুকুর বা কূপখনন এবং ১০ লাখ নাডেপ বা কেঁচো সার তৈরির পিট গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা নিতে হবে।

২.৫.২.২.২ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার তৈরি করা যেতে পারে। তবে এর জন্য শ্রমঘন এবং সাশ্রয়ী পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে ৫ লাখ টাকা খরচ করা যেতে পারে এবং রাজ্য ভিত্তিক ব্যালেন্স খরচ সুসংহত শিশু উন্নয়ন পরিষেবা, মহিলা এবং শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক ও অন্যান্য প্রকল্প থেকে নেওয়া যেতে পারে। অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রটি কমপক্ষে ৬০০ স্কোয়ারফিটের হতে হবে এবং এর নকশা মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী তৈরি করতে হবে।

২.৫.২.১.৩ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার- ২০১৯ সালের মধ্যে ভারতকে স্বচ্ছ করে তুলতে স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) শুরু হয়েছে। এই মিশনকেই গতি দিতে প্রতি ঘরে শৌচাগার বানানোর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের অধীনে ইন্দিরা আবাস যোজনা, অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে গড়ে তোলা বাড়গুলিতে যেমন বিড়ি কর্মীদের জন্য গৃহ প্রকল্প, নির্মাণ কর্মী কল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে নির্মাণ কর্মীদের জন্য তৈরি বাড়িগুলিতে শৌচাগার বানানো হচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে প্রতিটি শৌচাগার তৈরির খরচ হল ১২ হাজার টাকা এবং এর নকশা স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) অনুমোদিত হতে হবে। একই উদ্দেশ্যে দুটি উৎস থেকে অর্থের যোগানের ব্যবহার বন্ধ করতে, যেখানে ব্যক্তিগত শৌচাগার (IHHL) তৈরিতে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অর্থ ব্যয় হয়েছে, সেখানে স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) তহবিল ব্যবহার করা হবে না। এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে গ্রামীণ যে সকল বাড়িতে শৌচাগার নেই সেখানেও শৌচাগার তৈরি করা যাবে কিন্তু এরসঙ্গে স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) বা অন্য কোনও প্রকল্পের কোনও যোগ থাকবে না।

২.৫.২.১.৪. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের অধীনে ইন্দিরা আবাস যোজনা কিংবা কিংবা অন্যে কোনও প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহনির্মাণ- ২০ স্কোয়ার মিটার স্প্লিন্থ এরিয়ার একটি বাড়ি তৈরি করতে উত্ত-পূর্ব ভারত, কোনো পাহাড়ি এলাকা বা আইএপি জেলায় ৯৫ দিন অদক্ষ শ্রমদিবস লাগবে এবং এর বাইরে অন্য যে কোনো এলাকায় এই শ্রমদিবসের সংখ্যা হবে ৯০ দিন। এই মজুরি আইএওয়াই বা অন্য কোনও প্রকল্পের প্রতি বাড়ির খরচের ওপর মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের তহবিল থেকে দেওয়া হবে। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা

প্রকল্পের অধীনে বাড়ি তৈরির যে উপাদান উৎপাদন করা হয়, অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিরা নিখরচায় তা বাড়ি তৈরি করতে ব্যবহার করতে পারেন।

২.৫.২.১.৫. প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা- ২৮টি রাজ্যের ১০২৩টি পিছিয়ে পড়া ব্লক যারা ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামকে বাস্তবায়িত করছে এবং এর সঙ্গে নিবিড় সহভাগী পরিকল্পনা প্রক্রিয়া (২)র অধীনে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করছে, তারা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প এবং ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের সমন্বয় সাধন করে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনার (কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষক্ কল্যাণ মন্ত্রকের একটি প্রকল্প) বাস্তবায়ন করবে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনার অধীনে যে জেলা সেচ পরিকল্পনাগুলির কথা ভাবা হয়েছে, তা এই প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের ভিত্তিপ্রস্তর হবে।

২.৫.২.১.৬ কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রকল্পগুলির সমন্বয় ঘটিয়ে ২০০৯-১০ অর্থবর্ষে প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনার সূত্রপাত ঘটে সেই সব গ্রামগুলির উন্নয়নের জন্য যেখানে ৫০ শতাংশের বেশি তফশিলী জাতির মানুষ থাকেন। “গ্রাম থেকে গ্রাম” পদ্ধতিতে তহবিল বন্টন করা হয়। রাজস্থান, তামিলনাড়ু, আসাম, হিমাচল প্রদেশ, বিহার এই পাঁচটি রাজ্যের ১০০০টি গ্রামে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই রাজ্যগুলিকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে এই তফসিলী পরিবারগুলির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র ভূমি উন্নয়ন কাজ করতে বলা হয়। কাজের চাহিদা নথিভুক্ত করতে এবং এই তফশিলী পরিবারগুলিকে কাজ দেওয়ার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

২.৫.২.৩ জলবিভাজিকা উন্নয়ন

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে জলাভূমি উন্নয়নের কাজ স্বাধীনভাবে করা যেতে পারে, যেখানে কোনও ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের কোনও কাজ অনুমোদিত হয়নি। এই বিভাগে সর্বাঙ্গীণ জলবিভাজিকা পরিকল্পনা ছাড়া কোনও স্বতন্ত্র কাজ করা যাবে না।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনার কাজ আইডব্লুএমপির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে এমন জায়গায় করা যাবে যেখানে ইতিমধ্যেই আইডব্লুএমপি-র কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে।তবে কাজগুলি কখনই যেন দুবার নথিভুক্ত না হয়।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে জলসেচের জন্য বোরি বাঁধের পরিবর্তে নিকাশী নালার উপর এবং মধ্যভাগে মাটির প্লাগ এবং গ্যাবিয়ন দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং নিকাশী নালার মধ্য এবং নিম্ন ভাগে ড্রপ স্পিলওযে এবং মাটির বাঁধ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে বানানো যেতে পারে।

গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নতুন মাত্রা দেওয়ার জন্য চাষ পুকুর, কূপখনন, কেঁচোসার, নাডেপ সার আরও বেশি মাত্রায় তৈরি করা উচিত।

বিকল্প চিরস্থায়ী জলসেচ ব্যবস্থা তৈরি করলে তা খরা কমাতে সাহায্য করে এবং খরাপ্রবণ এলাকায় এই কাজ বেশিমাত্রায় করা যায়। পানীয় জল সহ ভূপৃষ্ঠের জলস্তর আবার ঠিক করা, ছাদে জল ধরে রাখার কাঠামো তৈরি করতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

যেখানে পানীয় জলের জন্য বোর ওয়েলের ওপর ভরসা করতে হয়, সেখানে একুইফার স্ট্রাকচার তৈরি করা যেতে পারে। রাজ্যগুলি প্রত্যেক পঞ্চায়েত এলাকার প্রথাগত জলাশয়গুলিকে সংস্কার এবং সারিয়ে তোলার কথা ভাবতে পারে।

২.৫.২.৪. কমান্ড এলাকা উন্নয়ন- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের তফশিল ১ এর অনুচ্ছেদ ৪ এর ১, ৩, ৬ এবং ২ এর ১ অনুযায়ী যে কাজগুলির অনুমোদন দেওয়া দেওয়া হয়েছে, সেগুলি কমান্ড এলাকার উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করে সেখানকার বসবাসকারীদের জীবিকা উন্নয়ন করা যায়।

২.৫.২.৫ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পেরর অধীনে খাল ও নালাগুলির পরিচর্যা ও সংস্কার- গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ধরণের কাজের প্রস্তাব (ব্লক এবং জেলা পর্যায়ে নথিভুক্ত করার পর)সেচ দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে তবেই ভাবা উচিত। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে করা সম্ভব হয়নি সেগুলিকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন, জমে থাকা মাটি ও বালি সরানো, খাল বাঁধের দেখাশোনা এবং নালা মেরামত ইত্যাদি। এরজন্য বিস্তারিত সমীক্ষা, বর্তমান এল সেকশন, এল সেকশনের নকশা সম্পন্ন করতে হবে।

২.৫.২.৬. বনসৃজন, বৃক্ষরোপণ এবং উদ্যানপালন

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে উপরোক্ত কাজগুলি করা যেতে পারে,

১. বনভূমিতে,

২. পতিত জমিতে,

৩. সরকারি এবং সামুদায়িক জমি, চারণভূমিতে,

৪. নদীর ধারে, খালের পাশে, তীরবর্তী এলাকায়

৫. পি.এম.জি.এস.ওয়াই রাস্তায় বা অন্যান্য রাস্তার ধারে

৬. ব্যক্তিগত জমিতে (গুচ্ছ বৃক্ষরোপণ বা চাষজমির আলে বৃক্ষরোপণ)

জায়গার আয়তনের ওপর নির্ভর করে বৃক্ষরোপণ সরলরেখায় বা গুচ্ছাকারে করা যায়-

বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত কাজের বরাদ্দকৃত অর্থ- বৃক্ষরোপণের উপাদান, রোপণ এবং গর্ত খোঁড়ার জন্য শ্রম, সার (জৈব সারই প্রথম পছন্দ), জল দেওয়ার জন্য সরঞ্জাম, ৩ থেকে ৫ বছরের জন্য গাছের পরিচর্যা (গাছের প্রজাতির ওপর নির্ভর করে)নির্ভর করে। জমিতে বৃক্ষরোপণের আগে জমির মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

ফল ভোগের অধিকার- সামুদায়িক জমিতে বৃক্ষরোপণ করা হলে, এই গাছগুলির ফলভোগের অধিকার, ২০০টি গাছ পর্যন্ত, অনুচ্ছেদ ৫ এ উল্লেখিত পরিবারগুলি পেতে পারে।

রোপণ উপাদানগুলির ক্রয়- চারা নেওয়া হবে-

১. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে গঠন হওয়া নার্সারি থেকে

২. বন দফতরের অধীনে নার্সারি অথবা সরকারি নার্সারি থেকে

৩. সরকার অনুমোদিত বেসরকারি নার্সারি থেকে জেলা প্রকল্প আধিকারিক কর্তৃক পরিচালিত কমিটি দ্বারা নির্ধারিত দরে।

গুচ্ছ রোপণের সুরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক বেড়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যেমন, পরিখা বা আল দ্বারা, একেকটি বৃক্ষের সুরক্ষার জন্য স্থানীয় ভাবে পাওয়া যায় এমন গাছ যেমন বাঁশ দিয়ে বেড়ার বন্দোবস্ত করা হয়।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে চারণভূমির উন্নয়নের জন্য এবং খরার মোকাবিলার জন্য দেশীয় প্রজাতির গো-খাদ্যের গাছ এবং বহুবর্ষজীবী ঘাস রোপণ করা হয়ে থাকে যা স্থানীয় মাটি এবং আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাবে। তবে এর জন্য গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদ এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ আবশ্যক। বীজের ভালোভাবে অঙ্কুরিত হওয়ার জন্য মাটি ও আর্দ্রতার সংরক্ষণের পর গোবর এবং কালো মাটির বটিকার মধ্যে বপন করার পরামর্শ দেওয়া হল।

দুর্বলতর শ্রেণির জীবিকার উন্নয়নের জন্য ১১টি বিশেষ তৈলবীজ বপন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তাগুলির ধারে বৃক্ষরোপণ- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে পি.এম.জি.এস.ওয়াই-রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এই কাজের দ্বারা অনুচ্ছেদ ৫ এ উল্লেখিত পরিবারগুলিকে ২০০টি পর্যন্ত গাছের দায়িত্ব দেওয়া হয় পরিচর্যার সময়ের ওপর নির্ভর করে (গাছের প্রজাতির ওপর নির্ভর করে)। এই পরিচর্যার সময়ের পর থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিবারগুলি ওই গাছগুলির ফলভোগের অধিকার লাভ করে। কতগুলি গাছ বেঁচে আছে এবং প্রদত্ত কতগুলি দায়িত্ব পালন করা হয়েছে তার ওপর মাসিক মজুরি নির্ভর করে।

বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে কাজের মাসিক সময়সূচি-

বৃক্ষরোপণের স্থায়িত্ব এবং সঠিক ফললাভের জন্য রাজ্যগুলির এ সম্বন্বিত কাজের মাসিক সময় সূচি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া উচিত, যা প্রত্যেকটি রাজ্যের জন্য আলাদা হবে। বৃক্ষরোপণের এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ০ থেকে ১ বছরের একটি মাসিক সময়সূচির নমুনা নিচে দেওয়া হল। এই সময়সূচি গাছের প্রজাতির ওপর নির্ভর করে পাল্টে যায় এবং রাজ্য দ্বারা রচিত এই সূচি কঠোর ভাবে পালন করতে হবে।

সাল	মাস	বৃক্ষরোপণের কাজের সূচি	দায়িত্বপ্রাপ্ত অংশীদার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০ বছর	এপ্রিল থেকে জুলাই	মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের নির্দেশাবলী, পরিকল্পনা পদ্ধতি, সমন্বয় নির্দেশাবলী, সার্কুলার সম্বন্ধে রূপায়ণকারী সংস্থার আধিকারক, স্বেচ্ছাসেবী, রিসোর্স পার্সন, স্বত্বভোগীদের প্রশিক্ষণ যাতে তাঁরা সঠিক পরিকল্পনা পদ্ধতির মাধ্যমে একটি কর্ম পরিকল্পনা এবং শ্রম বাজেট তৌরি করতে পারেন।	গ্রামোন্নয়ন বিভাগের আধিকারিক, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, দায়িত্বপ্রাপ্ত সহযোগী বিভাগের আধিকারিক

	আগস্ট	গ্রাম সভার মাধ্যমে পরিকল্পনা রূপদানের আরম্ভ (আইপিপিই), বিভিন্ন ধরণের বৃক্ষরোপণ করার জন্য যেমন রাস্তার ধারে, খালের পাশে, জলাধারের অগ্রতটে, প্রাতিষ্ঠানিক জমিতে, পতিত জমিতে, বন্ধ্যা জমিতে, নিম্নমানের জমিতে বৃক্ষরোপণের জন্য উপযুক্ত জমির চিহ্নিতকরণ যেমন ব্যক্তিগত, সাধারণ বা বনভূমি। ফলভোগের অধিকার দেওয়ার জন্য স্বত্বভোগীর চিহ্নিতকরণ স্বত্বভোগীদের মধ্যে কোন কোন প্রজাতির চাহিদা রয়েছে (কৃষি ও জলবায়ু পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে যে সমস্ত প্রজাতির সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে থেকে) তার আগাম হিসাব করা, নার্সারি তৈরির জন্য কাজ এবং অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয়ের সম্ভাবনার কথা ভাবা	গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচিত প্রতিনিধি, গ্রামোন্নয়নে বিভাগের আধিকারিক, দায়িত্বপ্রাপ্ত সহযোগী বিভাগের আধিকারিক
	সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর	গ্রাম সভার সমর্থন, আনুমানিক হিসাব তৈরি এবং প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক অনুমোদন আদায়	গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এবং আধিকারিক, প্রকল্প আধিকারিক ও জেলা প্রকল্প আধিকারিক
১ম বছর	জানুয়ারী	ওয়ার্ক অর্ডার জারি	প্রোগ্রাম অফিসার
		এলাকা সমীক্ষা এবং এলাকা সাফাই	গ্রাম রোজগার সেবক (ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট) দের সাহায্যে স্বত্বভোগীরা এবং মজুরি প্রার্থীরা
	ফেব্রুয়ারী	বৃক্ষরোপণ এলাকার ভূমি পরীক্ষ, ভূমির উন্নয়ন, পাথর সরানো (যদি থাকে), আল তৈরি, গঃত খোঁড়া, পরিখা কাটা	গ্রাম রোজগার সেবক (ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট) দের সাহায্যে স্বত্বভোগীরা এবং মজুরি প্রার্থীরা
	মার্চ	গর্ত খোঁড়া, গর্তে কীটনাশক দেওয়া, বেড়া দেওয়ার জন্য স্থানীয় ভাবে পাওয়া যায় এমন পরিবেশ বান্ধব বস্তুর ক্রয়, প্রাকৃতিক বেড়া কিংবা সামাজিক বেড়াও দেওয়া যেতে পারে	গ্রাম রোজগার সেবক (ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট) দের সাহায্যে স্বত্বভোগীরা এবং মজুরি প্রার্থীরা

	এপ্রিল	খামার সার ক্রয়	গ্রাম রোজগার সেবকদের সাহায্যে স্বত্বভোগীরা এবং মজুরি প্রার্থীরা
	মে	মাটি ও খামার সার দ্বারা গর্ত ভরাট করা, কিভাবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে সেই বিষয়ে কাজের জায়গায় স্বত্বভোগীদের প্রশিক্ষণ	গ্রামোন্নয়ন বিভাগের আধিকারিক, দায়িত্বপ্রাপ্ত সহযোগী বিভাগের আধিকারিক
	জুন	চারাগুলিকে স্বস্থানে নিয়ে যাওয়া, চারারোপণ, প্রাকৃতিক বেড়া, জল দেওয়া, আগাছা কাটা, নিড়ানো	গ্রাম রোজগার সেবক (ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট)দের সাহায্যে স্বত্বভোগীরা এবং মজুরি প্রার্থীরা
	জুলাই	চারাগুলিকে স্বস্থানে নিয়ে যাওয়া, চারারোপণ, প্রাকৃতিক বেড়া, জল দেওয়া, আগাছা কাটা, নিড়ানো	গ্রাম রোজগার সেবক (ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট)দের সাহায্যে স্বত্বভোগীরা এবং মজুরি প্রার্থীরা
	অগস্ট	চারাগুলিকে স্বস্থানে নিয়ে যাওয়া, চারারোপণ, প্রাকৃতিক বেড়া, জল দেওয়া, আগাছা কাটা, নিড়ানো	গ্রাম রোজগার সেবক (ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট)দের সাহায্যে স্বত্বভোগীরা এবং মজুরি প্রার্থীরা
	সেপ্টেম্বর	আগাছা কাটা, নিড়ানো, চারবার জল দেওয়া	গ্রাম রোজগার সেবক (ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট)দের সাহায্যে স্বত্বভোগীরা এবং মজুরি প্রার্থীরা
	অক্টোবর	আগাছা কাটা, নিড়ানো, চারবার জল দেওয়া	গ্রাম রোজগার সেবক (ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট)দের সাহায্যে স্বত্বভোগীরা এবং মজুরি প্রার্থীরা
	নভেম্বর	আগাছা কাটা, নিড়ানো, চারবার জল দেওয়া	গ্রাম রোজগার সেবক (ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট)দের সাহায্যে স্বত্বভোগীরা এবং মজুরি প্রার্থীরা
	ডিসেম্বর	আগাছা কাটা, নিড়ানো, পরিচর্যা	গ্রাম রোজগার সেবক (ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট)দের

			সাহায্যে স্বত্বভোগীরা এবং মজুরি প্রার্থীরা

২.৫.২.৭. বনসৃজন, বৃক্ষরোপণ ও উদ্যানপালনের ক্ষেত্রে সমন্বয়–

ক. নারকেল গাছের বাগান– মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের আওতায় সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রথম ২ বছরে নারকেল বাগান তৈরির শ্রমঘন কাজগুলি করা যায়। নারকেল উন্নয়ন বোর্ড বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের উদ্যোগ প্রকল্পের মাধ্যমে উপাদান সরবরাহ ও প্রযুক্তিগত সাহায্য করা যায়। বাকী কাজগুলি স্বত্বভোগীদের করতে হয়, নিজেদের অবদানস্বরূপ।

পুরনো নারকেল বাগান সরিয়ে সেই জায়গায় নতুন নারকেল বাগান করা যেতে পারে। কিন্তু পুরনো নারকেল গাছগুলি সরানোর জন্য মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের আওতায় কোনও টাকা পাওয়া যাবে না।

খ. রাবার গাছ রোপণ– মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প এবং অন্যান্য কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে রাবার বৃক্ষরোপণের কাজ করা যায়। বৃক্ষরোপণের কাজ মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের তহবিল থেকে করা যায়। সমন্বয়ের অংশীদারেরা কৃষকদের বৃক্ষরোপণ এবং উন্নয়নের প্রাথমিক বছরগুলিতে কিছু বাহ্যিক সাহায্য করতে পারেন যেমন– কৃষিকাজের আগে ও পরে কৃষকদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করা যাতে তারা কাজটা সঠিকভাবে করতে পারেন, মূল্য সংযোজন সহায়তা করা, ফসল বাজারজাত করার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করা।

গ. বনসৃজনের সঙ্গে সম্বন্ধিত সমন্বয়ের কাজ রাষ্ট্রীয় বনসৃজন প্রকল্প, পরিবেশ, বন এবং আবহাওয়া পরিবর্তন মন্ত্রকের সবুজ ভারত মিশন বা অন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের প্রকল্পের অধীনে করা যায়। যেখানে সাধারণ জমিতে বৃক্ষরোপণ করা হয়, সেখানে ফলভোগের অধিকার পুরোপুরিভাবে দুর্বলতর শ্রেণিকে দেওয়া হবে।

২.৫.২.৮ গ্রামীণ পরিকাঠামো–

নিম্নলিখিত তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশাবলী মনে রাখতে হবে

ক. সঠিক প্রযুক্তির ব্যবহার– মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা আইনের তফশিল ১ এর অনুচ্ছেদ ১৩ (এ) শ্রমঘন কাজ, সাশ্রয়ী প্রযুক্তি এবং স্থানীয় উপাদানের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। সেইভাবেই মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের আওতায় বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে স্থানীয় বাড়ি তৈরির ওইতিহ্য বা অন্যান্য যথাযথ প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়, যাতে কাঠামোর স্থায়িত্ব কোনওভাবে ক্ষতি না হয় আবার সিমেন্ট, বালি, স্টিলের ব্যবহারও কমিয়ে দেওয়া যায়। প্রত্যেক বাড়ির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বাছাই করে তা মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের আওতায় কাজের জায়গা বা তার কাছেই তৈরি করা হতে পারে। রাজ্যগুলি একটি সেন্টার তৈরি করার কথা ভাবতে পারে, যেখানে নকশা তৈরির জন্য যথাযথ প্রযুক্তি, পরিবেশ বান্ধব বাড়ি তৈরির প্রযুক্তি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, এর প্রচারের জন্য রাজ্য তথ্য, শিক্ষা ও ভাবনিবিময় (IEC) বিষয়বস্তু তৈরি করে বিলি করতে পারে।

খ. ভারত নির্মাণ সেবা কেন্দ্র (বিএনএসকে)– মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের এক দক্ষ বাস্তবায়ন হল বিএনএসকে। জ্ঞান সম্পদ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে হলে এটি গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্লক পর্যায়ে নির্মাণ করতে হবে।

গ. মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প এবং মানব সম্পদ মন্ত্রকের রাষ্ট্রীয় মিড ডে মিল প্রকল্পের সমন্বয় সাধন করে রান্নাঘর চালা তৈরির কাজ করা যায়। এরসঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের খাওয়ার জন্য যে জায়গা প্রয়োজন তাও মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের আওতায় তৈরি করা যায়।

ঘ. খেলার মাঠ নির্মাণ- মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের আওতায় একটি গ্রামে একটি খেলার মাঠ নির্মাণ করা যায়। মাঠটি খেলার প্রয়োজন অনুযায়ী বানানো হবে এবং এর বিশেষত্ব ঠিক করা হবে যুব কল্যাণ ও খেল মন্ত্রকের একটি প্রকল্প রাজীব গান্ধী খেল অভিযান অনুসারে। রাজ্য সরকার তাদের সুবিধা মতো রাজীব গান্ধী খেল অভিযান বা অন্য কোনও কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে পারে। ঘরের বাইরের খেলার জন্য মাঠ তৈরি করতে ব্লক পর্যায়ে রাজীব গান্ধী খেল অভিযান মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে পারে।

ঙ. সর্ব ঋতু উপযোগী গ্রামীণ সংযোগ- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের তফশিল ১ এ বলা রয়েছে, রাস্তা বিহীন গ্রামগুলিতে সর্ব ঋতু উপযোগী রাস্তা গঠন করে দিতে হবে এবং চিহ্নিত গ্রামীণ পণ্য উৎপাদনকারী কেন্দ্রগুলির সঙ্গে পাকা রাস্তার সংযোগ করে দিতে হবে আর গ্রামের ভিতরেও নিকাশী ব্যবস্থা এবং কালভার্টযুক্ত পাকা রাস্তা করে দিতে হবে। প্রতি মরসুমে ব্যবহার উপযোগী রাস্তাটি তখনই ব্যবহার যোগ্য হবে যখন রাস্তাটিতে সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত ও কারিগরী কৌশলপ্রয়োগ ও পাওয়ার রোলার দিয়ে সর্বোত্তম আর্দ্রতার সাহায্যে নিশ্ছিদ্রকরণ করতে হবে।

২.৫.২.৯ কাজের ক্রমাগত উপস্থিতি- যাতে ক্রমাগত ভাবে কাজ পাওয়া যায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। চালু ও অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। এটি নিশ্চিত করতে হবে, কাজটি কবে শেষ হতে পারে সে সম্পর্কে কোনও আগাম হিসাব না জানিয়ে কোনও প্রকল্পের কোনওরকম প্রযুক্তিগত অনুমোদন পাওয়া যাবে না।

২.৫.৩ মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের আওতায় কাজগুলির মান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচর্যা

২.৫.৩.১ মান নিয়ন্ত্রণ- মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের আওতায় বিরল সম্পদগুলির সর্বোত্তম ব্যবহার করে সবথেকে ভালো ফল তখনই পাওয়া যাবে যখন প্রয়োজনীয় উপাদানের মান নিয়ন্ত্রণ সময়মতো এবং সুষ্ঠুভাবে করা যাবে। তখনই এর থেকে সৃষ্ট সম্পদ মিতব্যয়ী, স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ হবে। এসব নিশ্চিত করতে খেয়াল রাখা উচিত যাতে কাজের বাছাই, কাজের জায়গা, সমীক্ষা, পরিকল্পনা, কাজের নকশা, লে আউট, কর্মপদ্ধতি, কাজের পর্যবেক্ষণ এবং অনুসারী কার্য প্রযুক্তিগত নিয়মানুযায়ী হয়।

২.৫.৩.২ ফলপ্রসূতা বা ফলাফল- কোনও কাজ গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদর সামনে অনুমোদনের জন্য পেশ করার আগে কাজের ফলাফল কি হতে পারে তা প্রত্যাশিত ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করে নেওয়া উচিত এবং প্রকৃত ফলাফল কি দাঁড়াল তা যাচাই না করে কাজটি বন্ধ করা যাবে না।

রাজ্যগুলি তাদের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীদের সুবিধার জন্য প্রত্যেক কাজের কি ফলাফল হতে পারে, তার একটি একক তৈরি করে দেবেন এবং তাদের সেটি ব্যবহার করার প্রশিক্ষণও দেবেন।

মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের আওতায় কাজগুলির অর্থনৈতিক দিক, স্থায়িত্ব, ফলপ্রসূতা সব মিলিয়ে একটি এককের নমুনা নিচে দেওয়া হল–

ক্রমিক সংখ্যা	মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.জি.এর কাজ	অর্থনীতি	স্থায়িত্ব	ফলাফল বা ফলপ্রসূতা
১	২	৩	৪	৫
১.	জল সংরক্ষণ এবং জলসেচের কাজ	জল সঞ্চয়ের প্রতিটি ইউনিট তৈরির খরচ বা উপকৃত এলাকার ইউনিট	১) ১৫ থেকে ২৫ বছর পাকা কাজ ২) ৫ থেকে ১০ বছর কাঁচা কাজ	কতগুলি কূপ নতুন প্রাণ পেল বা সেচের জন্য কতটা এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা বা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ভূপৃষ্ঠের জলস্তর বৃদ্ধি
২	বনসৃজন এবং বৃক্ষরোপণ	প্রতি ইউনিট এলাকার খরচ বা প্রতিটি গাছের খরচ যতক্ষণ না সেই গাছটি পুরোপুরি বড় হয় (৩–৪ বছর)	১৫–২৫ বছরের জন্য বনসৃজন	মোট বয়স পর্যন্ত গাছ প্রতি সুবিধা যা হল ২০ থেকে ২৫ বছর
৩	অতিক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র সেচ সহ সেচখাল	সেচ ব্যস্থার আওতায় যে এলাকা আনা হল সেই প্রতি ইউনিট এলাকার খরচ	১৫ থেকে ২৫ বছর	এক বছরে বেশ কয়েকবার ফসল ফলিয়ে ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি
৪	ক) সেচ ব্যবস্থা বা উদ্যানপালন বা বৃক্ষরোপণ খ) খেতের আল দেওয়া বা ভূমির উন্নয়ন করা	সেচ ব্যস্থার আওতায় যে এলাকা আনা হল সেই প্রতি ইউনিট এলাকার খরচ বা ফল দেওয়ার বয়স পর্যন্ত গাঠ প্রতি খরচ বা প্রতি ইউনিট উন্নয়নশীল ভূমির খরচ	ক) ১৫ থেকে ২৫ বছর খ)১০ থেকে ১৫ বছর	যে সকল এলাকা সেচ বা বৃক্ষরোপণ এবং উন্নয়নের আওতায় আনা হল বা যে জমিতে বছরে বেশ কয়েকবার ফসল ফলিয়ে তার ফলন বাড়ানো হল
৫	ওইতিহ্যগত জলাশয়গুলির নবীকরণ বা মেরামত জলাধারের জমে থাকা মাটি বা বালি সরানো সহ	জলধারণের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রতি ইউনিট খরচ বা প্রতি ইউনিট পলি মুক্তি	১০ থেকে ১৫ বছর	জলধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভূপৃষ্ঠের জলস্তর বৃদ্ধি

৬	ভূমির উন্নয়ন	প্রতি ইউনিট এলাকা উন্নয়নের খরচ	১৫ থেকে ২৫ বছর	এলাকা উন্নয়ন বা প্রতি বছর ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি
৭.	বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বন্যা থেকে সুরক্ষার কাজ	প্রতি ইউনিট এলাকা উন্নয়নের খরচ	১০-১৫ বছর	এলাকা উন্নয়ন বা প্রতি বছর ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি
৮	গ্রামীণ সংযোগ ব্যবস্থা ক) কংক্রিটের রাস্তা খ)নুড়ি বা ডব্লু বিএম রাস্তা	প্রতি কিলোমিটার রাস্তার খরচ	ক) ১০-১৫ বছর খ) ৫-১০ বছর	কতসংখ্যক গ্রাম এবং গ্রামবাসীর সুবিধা হবে
৯	বাড়ি তৈরির কাজ	প্রতি ইউনিট আবৃত এলাকার খরচ	৪৫ থেকে ৬০ বছর	কতসংখ্যক গ্রাম এবং গ্রামবাসীর সুবিধা হবে
১০	কৃষি সম্বন্ধিত কাজ(জৈব সার)	এক সময়ে কতটা পরিমাণ সার তৈরি করতে পারে তা প্রতি ইউনিটের খরচ	৫ থেকে ১০ বছর	কত কেজি সার প্রতিবছর উৎপাদন করতে পারে
১১	গবাদি পশু সংক্রান্ত কাজ (খামার)	প্রতি ইউনিট আবৃত এলাকার খরচ	১০ থেকে ১৫ বছর	কতসংখ্যক হাঁস, মুরগি বা ছাগল বা অন্যান্য গবাদি পশু উপকৃত হল
১২	মাছ চাষ সংক্রান্ত কাজ	প্রতি বছর উৎপাদিত মাছের প্রতি ইউনিটের খরচ	৫ থেকে ১০ বছর	প্রতি বছর কত কুইন্টাল মাছ চাষ করা হল
১৩	উপকূলবর্তী এলাকায় কাজ ক) মাছ শুকনোর জায়গা, খ) উপকূলের ধার দিয়ে সবজি উৎপাদন (বেল্ট ভেজিটেশন)	ক) প্রতি ইউনিট আবৃত এলাকার খরচ খ) প্রতি ইউনিট আবৃত এলাকার খরচ বা প্রতি ইউনিট চারার খরচ	ক) ১০ থেকে ১৫ বছর খ) ১৫ থেকে ২৫ বছর	ক) কত কুইন্টাল মাছ প্রতিবছর শুকনো হল খ) উপকৃত এলাকা
১৪	গ্রামীণ পানীয় জল সংক্রান্ত কাজ যেমন শোষক গর্ত, রিচার্জ গর্ত	প্রতি ইউনিট রিচার্জড জলের খরচ বা প্রতি ইউনিট মাটি খননের খরচ	৩ থেকে ৫ বছর	উপকৃত এলাকা বা কত জল রিচার্জ হল তার পরিমাণ
১৫	গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা সংক্রান্ত কাজ	প্রতি ইউনিট শৌচাগারের খরচ বা প্রতি ইউনিট কঠিন তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার খরচ	১০ থেকে ১৫ বছর	উপকৃত মানুষের সংখ্যা

২.৫.৩.৩ পরিচর্যা- সম্পদ সৃষ্টির পর তা তখনই স্থায়ী হবে এবং গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলির জীবিকার সংস্থান সর্বোচ্চ হবে যখন সেই সম্পদগুলি সঠিক সূচি অনুযায়ী পরিচর্যা করা হবে। গ্রামের মানুষের সম্পদের পরিচর্যা করা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের স্বীকৃত। যদি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ছাড়া অন্য কোনও প্রকল্প সৃষ্ট সম্পদের পুনর্বাসনের জন্য এই তহবিল ব্যবহার করতে হয়, যেমন খাল, নালা, বা জলসেচ ব্যবস্থা একবারের জন্য নবীকরণ বা পুনর্বাসন তাহলে প্রশাসনিক অনুমোদনের আগে পুরনো কাজের সম্পূর্ণ বিবরণ তথা তারিখ, আগাম হিসাবের কপি, পরিমাপক বই কাজের রেকর্ড হিসাবে পেশ করা উচিত। এই পরিচর্যার কাজটির পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মাপজোক সহ নতুন কাজ হিসাবে ধরা হবে এবং নতুন কাজের সমস্ত বিধি মেনে করতে হবে।

২.৫.৪ কাজের মাপজোক

কাজের মাপজোকের সমস্ত তথ্য পরিমাপক বই নথিবদ্ধ করতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃত্ব দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি এন.আর.ই.জি.এ.সফ্ট-এ লিপিবদ্ধ করতে হবে যাতে কাজের মাননির্ণয় করা যায়।

কাজের মানের পরিমাপ করেই সব টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু টাকা দেওয়ার আগে রাজ্যসরকারের নিয়মাবলীতে যেভাবে বলা আছে সেভাবে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রযুক্তি বিশারদকে দিয়ে পুনরায় পরিমাপ করাতে হবে।

২.৫.৫ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের অনুযায়ী কাজের মান নিশ্চিত করার জন্য প্রধান কর্মীর বিধান।

কাজের পরিকল্পনা, আগাম হিসেব করা, কাজের জায়গায় হাতে কলমে কাজ দেখানো, কাজের পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কিছু কর্মী আবশ্যক। রাজ্যসরকার এই উল্লেখিত উদ্দশ্যে নিয়োজিত কর্মীরা যাতে কাজের জায়গায় থাকেন তা সুনিশ্চিত করবেন।

ক. কাজের জায়গায় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি ২৫ শ্রমিকের জন্য একজন সুপারভাইজার থাকবেন। কাজের খরচের থেকে তাঁদের টাকা দেওয়া হবে এবং তাঁদের কাজগুলি হল- কাজ নির্দিষ্ট করা, পরিমাপ নেওয়া, পরিমাপক বইয়ের দায়িত্ব রাখা, কত পরিমাণ কাজ হয়েছে এবং কত মজুরি দেওয়া হয়েছে তা নথিবদ্ধ জব কার্ড হালনাগাদ রাখা।

খ. প্রত্যেক ৫ গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য বা ২৫০০ চালু জব কার্ডের জন্য একজন টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট থাকবেন। তিনি কাজের পরিমাপ করবেন এবং পরিমাপক বইয়ে সেই পরিমাপ লিপিবদ্ধ করে রাখবেন প্রতি সপ্তাহে বা মাস্টার রোল বন্ধ হওয়ার পর, যেটা আগে হবে।

গ. যদি উপযুক্ত কর্মী না পাওয়া যায় বা যদি রাজ্য সরকার স্থির করেন তাহলে শ্রমিক পরিবার থেকে কোনও বেয়ারফুট টেকনিশিয়ান নিযুক্ত করা যেতে পারে। এই বেয়ারফুট টেকনিশিয়ানদের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টান্টদের দায়িত্ব পালন করার কর্তৃত্ব দেওয়া থাকে।

ঘ. সুপাইভাইজার এবং টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এ বা বেয়ারফুট টেকনিশিয়ানের মজুরি উপাদানের খরচ থেকে দেওয়া হবে।

ঙ. ব্লক বা গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে একজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার থাকবেন যিনি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের কাজগুলির প্রযুক্তিগত অনুমোদনের দায়িত্বে থাকবেন এবং পরিমাপক বইয়ের পরিমাপগুলি নজরে রাখবেন।

২.৫.৫.২ এই মূল বা প্রধান কর্মীদের নিয়োগ টাকা না থাকার অজুহাতে বন্ধ করা যাবে না।

২.৫.৫.৩ কাজের মানের পরিমাপ করেই সব টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু টাকা দেওয়ার আগে রাজ্য সরকারের নিয়মাবলীতে যেভাবে বলা আছে সেভাবে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে পুনরায় পরিমাপ করাতে হবে।

২.৫.৬ বেয়ারফুট টেকনিশিয়ান

বেয়ারফুট টেকনিশিয়ান চিহ্নিতকরণ, প্রশিক্ষণ, নিয়োগ এবং মজুরি প্রদানের নিয়মাবলী

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের জবকার্ড ধারী কোনও পরিবার থেকে শিক্ষিত কোনও ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তাকে বেয়ারফুট টেকনিশিয়ান করা হয় অথবা মেট বা সুপারভাইজারের মধ্যে থেকেও কাউকে বেয়ারফুট টেকনিশিয়ান করা হয়, একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ মডিউল দ্বারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের মতো তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা এম.জি.এন.আর.ই.জি.এর কাজগুলি যেমন কাজ চিহ্নিতকরণ, আগাম হিসেব করা, কোথায় কাজ হবে তা নিশিচত করা, পরিমাপক খাতায় কাজের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করতে পারায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। প্রতি ২৫০০ সচল জবকার্ডের ক্ষেত্রে একজন বেয়ারফুট টেকনিশিয়ান নিয়োগ করা যেতে পারে।

২.৫.৬.২ নির্বাচনের যোগ্যতা-বিএফটি নির্বাচনের যোগ্যতাসম্বন্ধে নিচে বর্ণনা করা হল

ক. সক্রিয় শ্রমিক পরিবারের হওয়া উচিত, শেষ দুবছর কাজ করেছে এমন, সুপারভাইজার

খ. কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে।

গ. স্থানীয় বাসিন্দা হলে ভালো হয়।

ঘ. তফসিলী জাতি উপজাতির ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হবে

ঙ. কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক বেয়ারফুট টেকনিশিয়ান মহিলা হতে হবে।

চিহ্নিতকরণ- উপরোক্ত পরিস্থিতিগুলি বিচার করে প্রোগ্রাম অফিসার নির্ণয় করবেন যে কোন এলাকায় বেয়ারফুট টেকনিশিয়ান প্রয়োজন রয়েছে।

২.৫.৬.৪ নির্দিষ্ট মডিউল- বেয়ারফুট টেকনিশিয়ান মডিউলে ১২টি শিক্ষণীয় ইউনিট এবং ১টি প্রশিক্ষণ নিয়মাবলী রয়েছে। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে এই মডিউল সবসময় পাওয়া যায়।

২.৫.৬.৫ প্রশিক্ষণ- বাছাই করা প্রার্থীদের মধ্যে থেকে যারা ৩ মাসের প্রশিক্ষণপর্ব সাফল্যের সঙ্গে পার করবেন রাজ্য সরকার থেকে তাঁদের বেয়ারফুট টেকনিশিয়ান পদে নিয়োগ করা হবে। এই প্রশিক্ষণ পর্বটি সরকার দ্বারা চিহ্নিত কোনও প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট মডিউল অনুসরণ করে করানো হবে। এন.আই.আর.ডি এই প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করবে এবং এস.আই.আর.ডি বা অন্য কোনও সরকার নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান মন্ত্রকের সাহায্যে এই প্রশিক্ষণ দেবে। নিম্নে পদক্ষেপগুলি বর্ণনা করা হল-

ক. রাজ্যসরকার উক্ত নির্ণায়ক বিষয়গুলির দ্বারা প্রশিক্ষক বাছাই করবেন- এম.জি.এন. আর.ই.জি.এ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রশিক্ষণ দেওয়ার ধারণাও থাকতে হবে এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি থাকতে হবে। এস.আই.আর.ডি বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ বিচার করা হবে।

খ. সুনির্দিষ্ট মডিউল দ্বারা প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সহায়তা করবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক।

গ. প্রার্থী বাছাইয়ের পরীক্ষার দায়িত্ব এস.আই.আর.ডি নাকি অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের হবে তা ঠিক করবে রাজ্যসরকার।

ঘ. সুনির্দিষ্ট মডিউল অনুসরণ করে ৯০ দিনের প্রশিক্ষণ পর্বটি এস.আই.আর.ডি নাকি অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে হবে, তা ঠিক করবে রাজ্য সরকার।

ঙ. দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনার নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রশিক্ষণের খরচ বহন করবে এবং এস.আই.আর.ডিকে সেই টাকা পাঠাবে।

২.৫.৬.৬ সার্টিফিকেশন- প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করার পর দক্ষতার মাপকাঠিতে বিচার করে দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনার সার্টিফিকেট প্রদান করবে।

২.৫.৬.৭ কর্মে নিয়োগ- সাফল্যের সঙ্গে প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট পাওয়ার পর প্রার্থীরা প্রোগ্রাম অফিসার দ্বারা নির্ধারিত এলাকায় বি.এফ.টি হিসাবে নিয়োগ করা হবে।

২.৫.৬.৮ কাজের দায়িত্ব- একজন বি.এফ.টিকে এম.জি.এন.আর.ই.জি.এর কাজ চিহ্নিতকরণ, আগাম হিসেব করা, প্রযুক্তিগত সমীক্ষা করা, পরিকল্পনা পদ্ধতিতে সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের লেআউট দেওয়া, কোথায় কিরকম কাজ হচ্ছে তার নজরদারি করা, পরিমাপক খাতায় কাজের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দেওয়া হবে। একজন বি.এফ.টি মেট বা রাজমিস্ত্রীদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজ করার কৌশল শেখাতে পারেন।

২.৫.৬.৯ কাজের টাকা প্রদান- বেয়ারফুট টেকনিশিয়ানকে একজন দক্ষ শ্রমিকের মজুরির পরিমাণ টাকা দেওয়া হয় এবং এই খরচটিও 'উপাদান খরচ' থেকেই করা হয়।

২.৫.৭ রাজ্যস্তরে প্রযুক্তিসম্পদ দল (এস.টি.আর.টি), জেলাস্তরে প্রযুক্তি সম্পদ দল (ডি.টি.আর.টি), এবং ব্লকস্তরে প্রযুক্তিসম্পদ দল (বি.টি.আর.টি)

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে-র এস.টি.আর.টি, ডি.টি.আর.টি এবং বি.টি.আর.টি-র প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটি এন.আই.আর.ডি থেকে সংগঠিত করা হয়। এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হল রাজ্যগুলিতে এক বাছাই করা প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে বিশেষ একটি দলগঠন করা । রাজ্যগুলি তাদের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এস.টি.আর.টিদের থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ডি.টি.আর.টি এবং বি.টি.আর.টি গঠন করবে।

২.৫.৮ ক্লাস্টার সহযোগী দল স্ট্র্যাটেজির আওতায় জাতীয় গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের সঙ্গে সমন্বয় সাধন

২.৫.৮.১ লক্ষ্য- এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে এবং এন.আর.এল.এম এই দুটি আলাদা কর্মকাণ্ডকে একত্রিত করে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমনিশ্চয়তা

প্রকল্পের অধীনে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তার মান আরও উন্নত করা। এই কাজে সুশীল সামাজিক সংস্থা বা সমাজ নির্ভর সংস্থার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে এবং এর দ্বারা আরও মনোযোগ দিয়ে গ্রামের মানুষদের জীবিকার মানোন্নয়ন করা সম্ভব।

২.৫.৮.২. ব্লক বাছাই- উক্ত নির্ণায়কগুলি অনুসরণ করে বাছাই করা পিছিয়ে পড়া ব্লকগুলিতে রাজ্য সরকার সিএফটি গঠন করবে। সেগুলি হল- খারাপ মানবোন্নয়ন নির্দেশক, আদিবাসী এলাকা, তফসিলী জাতির বেশি মাত্রায় উপস্থিতি, খারাপ সংযোগ ব্যবস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠনগুলির (সি.এস.ও এবং সি.বি.ও) সক্রিয় উপস্থিতি। রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আগেই অনুমোদন নিয়ে পিছিয়ে পড়া ব্লকগুলিতে এই প্রকল্প শুরু করতে পারে।

২.৫.৮.৩ সি.এস.ও বাছাই- রাজ্য সরকার সি.এস.ও ও সি.বি.ওকে এম.জি.এন.আর.ই.জি.এর কাজের ওপর প্রদর্শিত তাঁদের অভিজ্ঞতার দ্বারা বিচার করে পিছিয়ে পড়া ব্লকগুলির জন্য বাছাই করবেন। আই.ডব্লু.এম.পি এবং মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনার সঙ্গে যারা বর্তমানে কাজ করেছে তাদের গুরুত্ব দেওয়া হবে। রাজ্যসরকার সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রয়োজনে কাজ শুরুর আগে পারস্পরিক সহমতের ভিত্তিতে তৈরি চুক্তি সাক্ষর করতে পারেন।

২.৫.৮.৪ গঠন এবং এলাকা মোতায়েন-

ক. প্রত্যেক ব্লককে একটি করে সি.এস.ও বা সি.বি.ও দেওয়া হবে।

খ. সি.এস.ও বা সি.বি.ও প্রত্যেক ব্লকে ৩টি করে সি.এফ.টি কাজে লাগাতে পারেন।

গ. নির্বাচিত ব্লকগুলির প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে সি.এফ.টি নিয়োগ করতে হবে।

ঘ. প্রত্যেক সি.এফ.টিতে কমপক্ষে ৩ জন করে সদস্য থকবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে ব্লকের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের দায়িত্ব নেবেন।

ঙ. প্রত্যেক সি.এফ.টির মাটি এবং আর্দ্রতা সংরক্ষণ, কৃষি এবং কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য কাজ, সাম্প্রদায়িক সংহতির ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকতে হবে এবং তাঁদের আগাম হিসেব, কাজের পরিমাপ এবং সম্পদের গুণমান পর্যবেক্ষণের দক্ষতাও থাকতে হবে।

২.৫.৮.৫ কাজ- সি.এফ.টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রযুক্তি সচিব এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সংযোগস্থল হিসাবে কাজ করবে। সি.এফ.টি সম্প্রদায়গুলিকে সংহত করবে, গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য কর্ম পরিকল্পনা এবং আগাম হিসাব করা কাজ করবে এবং কাজের জায়গায় প্রযুক্তিগত সাহায্য দান করবে কিন্তু আসল কাজের দায়িত্ব থাকবে এম.জিএন.আর.ই.জি.এ-র কর্মীদের হাতেই। সি.এফ.টির কাজের পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল-

২.৫.৮.৬- দায়িত্ব- সি.এফ.টিকে তিন বছরে চারটি কাজ করে দেখাতে হবে।

ক. সম্প্রদায়ের সকলের যোগদানের দ্বারা পুরো গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য আই.ডব্লু.এম.পি-র একটি পরিকল্পনা তৈরি করা। রাজ্য সরকার এই পরিকল্পনাকে আইনের বিধান অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে-র প্রকল্পগুচ্ছের মধ্যে সামিল করবেন।

খ. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে এবং এন.আর.এল.এম কর্মকর্তাদের, এন.আর.ই.জি.এ কর্মীদের এহং পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের তাদের ভূমিকা এবং অধিকার সম্বন্ধে ভালোভাবে অবগত করা। রাজ্যসরকারের সাহায্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের দ্বারাই এটা সম্ভব।

গ. প্রোগ্রাম অফিসারের সাহায্যে তৃতীয় বছরে তফসিলী জাতি উপজাতির শ্রমিকরা একটি অর্থবর্ষে যাতে কমপক্ষে ৭৫ দিন কাজ পান তা নিশ্চিত করা।

ঘ. রাজ্যসরকারের মজুরি প্রদানের পদ্ধতি আরও সহায়তা করে এটা নিশ্চিত করতে হবে যাতে মাস্টার রোল বন্ধ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যেই শ্রমিকরা তাঁদের প্রাপ্য বরাদ্দ পেয়ে যান।

২.৫.৮.৭. এন.আর.এল.এম-এর ভূমিকা- এন.আর.এল.এম রাজ্য গ্রামীণ আজীবিকা মিশন এবং যে সমস্ত সি.এস.ও ইতিমধ্যেই মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনার সঙ্গে কাজ করছেন তাদের সাহায্যে সমন্বয়ের কাজটি আরও সহজ করে তোলা। সি.এফ.টি-কে নিম্নলিখিত কাজগুলির দ্বারা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে সমন্বয়ের কাজ সহজ করে তোলা।

ক. স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সাপ্তাহিক সভায় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা।

খ. পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে পাশে নেওয়া এবং গ্রাম সভায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ. যে সকল স্বনির্ভর গোষ্ঠী সদস্যদের জব কার্ড নেই তাঁদের চিহ্নিত করা এবং তাঁদের জবকার্ডের আবেদন এবং একশো দিনের কাজ করতে চাইলে সেই প্রক্রিয়া সহজ করে দেওয়া।

ঘ. স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে একশো দিনের কাজ চাইতে প্রেরণা দেওয়া।

২.৫.৮.৮ কাজের সময়সীমা এবং তহবিল-

ক. কাজের সময়সীমা ২০১৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ২০১৭ সালের ৩১শে মার্চ

খ. কেন্দ্রীয় মন্ত্রক তিন বছর ধরে প্রতি বছর প্রতি ব্লকের জন্য ২৮ লাখ টাকা আর্থিক সাহায্য করবে। খরচের ভাগগুলি হল- মজুরি ২১.৬ লাখ, অন্যান্য খরচ যেমন যাতায়াতের খরচ ৪.৩ লাখ এবং ২.১ লাখ টাকা বিভিন্ন আলাদা খরচের জন্য। এই বাজেট তালিকার মধ্যে কোন খাতে কত টাকা খরচ করা হবে তার দায়িত্ব সি.এস.ও বা সি.বি.ও-গুলির ওপর দেওয়া থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে দায়িত্ব পাওয়ার আগে এটা দেখতে হবে যে সি.এস.ও বা সি.বি.ও গুলি যেন প্রতি ব্লকে কমপক্ষে ৯জনকে নিয়োগ করে ।

গ. প্রতি বছর দুটি কিস্তিতে টাকা দেওয়া হবে। প্রাথমিক ৫০ শতাংশ টাকা প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উপযুক্ত ব্যবহারিক শংসাপত্র, সাল ও তারিখ সহ সিএফটির প্রতিবেদন এবং প্রদত্ত কাজের কতটা করা হয়েছে তার প্রতিবেদন দেখে কেন্দ্র থেকে ছাড়া হয়। বাকি টাকা তখনই পাওয়া যায় যখন সেই বছরের আর্থিক ব্যবহারিক শংসাপত্র (UC) তে তহবিলের ৬০ শতাংশ টাকা খরচ হয়েছে বলে দেখানো হয় এবং সাল ও তারিখ সহ সি.এফ.টির প্রতিবেদন এবং প্রদত্ত কাজের কতটা করা হয়েছে তার প্রতিবেদন কেন্দ্রের কাছে জমা দেওয়া হয়।

ঘ. অনুমোদিত সব টাকা রাজ্য পেয়েছে কিনা এবং তা সি.এস.ও-র কাছে পৌঁছেছে কিনা তার নথি এন.আর.ই.জি.এ-র ওয়েবসাইটে সি.এফ.টির পাতায় সকলের জ্ঞাতার্থে রাখতে হবে।

২.৫.৮.৯ পর্যবেক্ষণ কাঠামো-

ক. সি.এস.ও বা সি.বি.ও প্রোগ্রাম অফিসারের সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিবছর প্রতি ব্লকের জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে এবং সেটি প্রতি অর্থবর্ষের শুরুতে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রের কাছে পাঠাতে হবে।

খ. সি.এস.ও প্রতিনিধি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা ব্লক কোঅর্ডিনেশন কমিটি, জেলা ও রাজ্য পর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করবে।

গ. কেন্দ্র থেকে প্রতি চার মাসে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা এবং প্রদেয় কাজের ফল দেখে প্রকল্পটির পর্যালোচনা করবেন।

২.৫.৮.১০. সম্প্রসারণ- রাজ্যসরকার উপরোক্ত বিধান অনুযায়ী দুটি যোগ করে সিএফটির সম্প্রসারণ করতে পারেন। এই ব্লকগুলি সবথেকে পিছিয়ে পড়া ব্লকগুলির মধ্যে থেকে বেছে নিতে হবে এবং যে সমস্ত রাজ্যে ২০টির বেশি এধরণের ব্লক রয়েছে সেখানে রাজ্য সি.এফ.টি সেলের জন্য নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি পালন করলে প্রতি বছর ৫ লাখ টাকা দেওয়া হবে।

ক. প্রকল্পের বহু অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে।

খ. প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ এবং মাননির্ণয়ের জন্য রাজ্যসরকারকে সাহায্য করতে হবে।

গ. সি.এফ.টির কার্যক্ষমতা আরও সহজ করতে হবে।

ঘ. মসৃণ সমন্বয়ের জন্য সি.এফ.টি ব্লকগুলিতে বারবার ঘুরতে হবে।

২.৬ অধিকার৬- কাজের জায়গার সুবিধার অধিকার

২.৬ অধিকার৬- কাজের জায়গার সুবিধার অধিকার

তফশিল ২ এর অনুচ্ছেদ ২৩- সুরক্ষিত পানীয় জলের সুবিধা, শিশুদের জন্য ছাউনি, বিশ্রামের জন্য সময়, প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম যাতে যে কাজ করা হচ্ছে তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছোট খাটো চোট বা অন্য কোনও শারীরিক সংস্যার তৎক্ষণাৎ মোকাবিলা করা যায়, কাজের জায়গায় এইধরণের সুবিধাগুলি দিতে হবে।

২.৬.১. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইনের অধীনে কাজের জায়গায় কর্মীদের নিম্নিলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়ার অধিকার রয়েছে

২.৬.১.১ ওষুধের ব্যবস্থা

২.৬.১.২ পানীয় জল

২.৬.১.৩ ছাউনি

২.৬.১.৪ বাচ্চাদের থাকার জায়গা

২.৬.১.৫ যদি কাজের জায়গায় ৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা থাকে থাকে একজন ব্যক্তিকে তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব দিতে হবে।

২.৬.১.৬ তফশিল ২ এর অনুচ্ছেদ ২৫ থেকে ২৮ এ কাজ করার সময় কর্মীদের আঘাত, দুর্ঘটনা বা মৃত্যু হলে তাদের অধিকার সম্বন্ধে বলা রয়েছে।

১. তফশিল ২, অনুচ্ছেদ ২৫- যদি প্রকল্পের কাজ করার সময় কোনও ব্যক্তির কোনও আঘাত লাগে তাহলে তাঁর নিখরচায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

২. তফশিল ২, অনুচ্ছেদ ২৬, যদি কাজ করার সময় কোনও চোট আঘাতের ফলে কোনও কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করার দরকার হয়, তাহলে রাজ্যসরকার হাসপাতালে থাকা, চিকিৎসা, ওষুধ, এসবের দায়িত্ব নেবে এবং তার দৈনিক মজুরির অর্ধেক তাকে দিতে হবে।

৩. তফশিল ২, অনুচ্ছেদ ২৭- যদি প্রকল্পের আওতায় কর্মরত কোনও শ্রমিক কাজের সময় মারা যায় বা চিরদিনের জন্য অক্ষম হয়ে যায় তাহলে রূপায়ণকারী সংস্থা তাঁকে তার আম আদমি বিমা যোজনার অধিকার স্বরূপ বা কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী এককালীন অনুদান প্রদান করবে। টাকাটি সেই মৃত বা অক্ষম ব্যক্তির আইনত উত্তরাধিকারীকে দিতে হবে।

৪. তফশিল ২, অনুচ্ছেদ ২৮- যদি কাজের সময় কোনও কর্মীর সঙ্গে থাকা কোনও শিশুর আঘাত লাগে তাহলে শিশুটির জন্য নিখরচায় চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার তাঁর রয়েছে। যদি শিশুটির মৃত্যু হয় বা অক্ষম হয়ে যায় তাহলে রাজ্যসরকার তাঁকে এককালীন অনুদান দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন।

উপরোক্ত কোনও বিধানের অমান্য হলে তা অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে এবং আইনের ২৫ তম ধারা অনুযায়ী শাস্তি পেতে হতে পারে।

২.৭ অধিকার৭ এবং ৮- বিজ্ঞাপিত মজুরির পাওয়া এবং ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি পাওয়ার অধিকার

২.৭ অধিকার ৭ এবং ৮- বিজ্ঞাপিত মজুরির পাওয়া এবং ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি পাওয়ার অধিকার

কর্মীর স্বত্বাধিকার

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইন, ধারা ৬ (১)- ১৯৪৮ সালের নিম্নতম মজুরি আইনে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মজুরির হার প্রকাশ করতে পারেন। তবে বিভিন্ন মজুরির হার বিভিন্ন এলাকার জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে।

আরও বলা হয়েছে যে, সময় সময় বিজ্ঞাপনের দ্বারা মজুরির হার পরিবর্তন করা হলেও তা কখনওই দিনে ৬০ টাকার কম হবে না।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইনের ৩(২) ধারায় বলা হয়েছে যে, কাজের মজুরি প্রতি সপ্তাহে করতে হবে অথবা কিছু ক্ষেত্রে কাজ শেষ হওয়ার তারিখের ১৫ দিনের মধ্যে দিতেই হবে।

মজুরি দিতে মাস্টার রোল বন্ধ হওয়ার পর থেকে ১৫ দিনের বেশি হয়ে গেলে তা আইনের ২ নম্বর তফসিলের অনুচ্ছেদ ২৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হবে।

২.৭.১ কেন্দ্রীয় সরকার আইনের ৬(১) ধারাকে অনুসরণ করবেন এবং প্রতি অর্থবর্ষের মজুরির হার বিজ্ঞাপিত করবেন। রাজ্যগুলি কেন্দ্রের থেকে বেশি মজুরি ঘোষণা করতে পারে এবং তাদের কাছে থাকা তহবিল থেকে সেই অতিরিক্ত অর্থ দিতে পারেন।

২.৭.২ একশো দিনের কাজের কর্মীদের সুবিধা অনুযায়ী তাঁরা ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসে নিজস্ব অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। কাজের মজুরি তাদের ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে।

২.৭.৩. ভারত সরকারের বিশেষ নির্দেশ ছাড়া হাতে হাতে মজুরি দেওয়া যাবে না।

২.৭.৪. যেখানে ব্যাঙ্কের থেকে কোনও কর্মী বা বিজনেস করেসপন্ডেন্স নিয়োগ করা হয়ে থাকে সেখানে এই বিসি দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কিং নেটওয়ার্ক মজুরি প্রদান করবে।

২.৭.৫. রাজ্য সরকার মজুরিগুলিকে কত পরিমাণ কাজ হয়েছে তার সঙ্গে জুড়ে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে গ্রামীণ মজুরির হারের সূচি অনুযায়ী আলাদা কাজের জন্য এবং আলাদা মরসুমের জন্য মজুরি দেওয়া হবে। সময়ের সঙ্গে সেটির পরিবর্নও হতে পারে। মহিলা, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দুর্বল শরীরে মানুষদের জন্য আলাদা নজুরির সূচি থাকতে হবে যাতে তাঁরা কাজে অংশগ্রহণের উৎসাহ পান এবং ভালো কাজ করতে পারেন।

২.৭.৬. অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য কাজের মজুরি বেঁধে দেওয়া আছে যাতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক যে একঘন্টা বিশ্রামের সময় ধরে আট ঘন্টা কাজ করেছে সে যাতে নির্দিষ্ট হারে মজুরি পায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকের কাজের সময় নমনীয় হতে পারে, কিন্তু একদিনে তা কখনওই ১২ ঘন্টার থেকে বেশি হবে না। সুপারভাইজার এবং দক্ষ শ্রমিকদের কাজ ছাড়াও প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অর্ধদক্ষ শ্রমিকদেরও কাজে লাগাতে পারে। এই শ্রমিকদের কত টাকা মজুরি দেওয়া হবে তাও প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থাই ঠিক করবে।

২.৭.৭ সক্রিয় কাঠামো- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের টাকা দেওয়ার পদ্ধতি- ই-এফ.এম.এস, পি.এফ.এম.এস, এন.ই.এফ.এম.এস

২.৭.৭.১. ইলেকট্রনিক ফান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-ই.এফ.এম.এস –এর দ্বারা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের শ্রমিক, কর্মী এবং বিক্রেতাদের (মজুরি, উপাদান এবং প্রশাসনিক খরচ) অনলাইন টাকা দেওয়া যায়। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পেমেন্ট নেটওয়ার্ক যেমন এন.ই.এফ.টি, আর.টি.জি.এস, ইলেকট্রনিক ক্যাশ ট্রান্সফার, আধার ভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম দ্বারা টাকা দেওয়া যায়। সবজায়গায় ই.এফ.এম.এস-এর সুবিধা চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেকটি রাজ্য তাদের বাকী থাকা জায়গা গুলিতে কেন ই.এফ.এম.এস প্রচলন করেননি তার কারণ ভাবার পরমার্শ দেওয়া হচ্ছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেসব স্থানে ই.এফ.এম.এস ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

২.৭.৭.২ পাবলিক ফান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সব টাকা ২০১৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে পি.এফ.এম.এস-এর মারফৎ দেওয়া হচ্ছে। যদিও পোস্ট অফিসের মাধ্যমে যে টাকা গুলি দেওয়া হচ্ছে সেখানে পি.এফ.এমএস-এর ব্যবস্থা করা এখনও বাকী রয়েছে।

২.৭.৩- ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক ফান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম- তহবিলের গতিবিধি আরও সুনির্দিষ্ট করার জন্য এবং রাজ্যগুলি যাতে আইন মেনে কর্মীদের স্বত্বাধিকারগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন এবং টাকা যেন কোনও জায়গায় আটকে না থাকে, এই বিষয়গুলি সুনিশ্চিত করার জন্যই এনই-এফএমএস পদ্ধতি শুরু করা হয়। ২০১৬ সালের ১লা জানুয়ারী কিছু জায়গায় পাইলট মোডে এটি চালু করা যায়। দফায় দফায় এটি বাড়ানো হবে। এনই এফএমএস-এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল-

ক. মজুরি খাত- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের মজুরি খাতটি পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প হিসাবেই কাজ করবে। এই খাতের তহবিলের টাকা সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (DBT)প্রোটোকল মেনে ছাড়া হবে। এই টাকাটি রাষ্ট্রীয়ভাবে স্টেট এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি ফান্ড থেকে মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসরণ করে রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি যে পরিমাণ এফটিও জেনারেট করবে তার ওপর ভিত্তি করে সরাসরি শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে।

খ. উপাদান এবং প্রশাসনিক খাত- এটি ক্রমাগত ভাবে কেন্দ্রের স্পনসর্ড প্রকল্প হিসাবেই চলবে এবং এর টাকা স্টেট কনসোলিডেটেড তহবিলে জমা হবে।

২.৮ অধিকার ৯- মজুরি দিতে দেরি হলে তার ক্ষতিপূরণ

২.৮ অধিকার ৯- মজুরি দিতে দেরি হলে তার ক্ষতিপূরণ

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের ৩(৩) ধারা অনুযায়ী কর্মীদের প্রতি সপ্তাহে মজুরি পেয়ে যাওয়ার কথা আর যে কোনও ক্ষেত্রেই মাস্টার রোল বন্ধ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই মজুরি দিয়ে দিতে হবে। মাস্টার রোল বন্ধ হওয়ার তারিখের থেকে ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি না দিতে পারলে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের তফশিল ২ এবং ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শ্রমিকেরা ১৬ নম্বর দিনের পর থেকে তাদের প্রতিদিনের মজুরির ০.০৫ শতাংশ দেরির ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাওয়ার অধিকারী।

২.৮.১. এই তফসিলে রাজ্যকে মজুরি দানের প্রক্রিয়া ও নিরূপণকে বিভিন্ন বিভাগে হয়েছে।

ক. কাজের পরিমাপণ

খ. মাস্টার রোলের কম্পিউটারাইজেশন

গ. পরিমাপগুলি কম্পিউটারে তোলা

ঘ. মজুরি তালিকা প্রকাশ

ঙ. তহবিল হস্তান্তর অর্ডার আপলোড করা

২.৮.২. রাজ্যকে সেই বিশেষ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা এজেন্সি সহ প্রতিক্ষেত্রে সর্বাধিক সময়সীমা জানিয়ে রাখতে হবে।

২.৮.৩. রাজ্যগুলি এই প্রক্রিয়াটিকে আরও ছোট ছোট প্রক্রিয়ায় ভাগ করে কয়েকজন কর্মকর্তা বা এজেন্সিকে সময় বেঁধে দিতে পারে। মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং বিভিন্ন কর্মকর্তা বা এজেন্সিগুলির অপারগতার হিসেব রাখা সুনিশ্চিত করার জন্য এই মজুরিদানের প্রক্রিয়াটিকে বিজ্ঞাপিত করতে হবে।

২.৮.৪. এন.আর.ই.জি.এ সফ্টে নিজে থেকেই মাস্টার রোল বন্ধ হওয়ার দিন আর পে অর্ডার (তহবিল হস্তান্তর অর্ডার)বের হওয়ার তারিখটি দেখে কত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তার হিসাব করার পদ্ধতি রয়েছে।

ক. মজুরি প্রাপকদের মজুরি দেওয়ার জন্য এফটিও আপলোড করার তারিখ।

খ. মাস্টার রোল বন্ধ হওয়ার তারিখ।

গ. কতটা দেরি হল তার খতিয়ান।

ঘ. মোট কত মজুরি দিতে তার খতিয়ান।

ঙ. ক্ষতিপূরণের হার (প্রতিদিন .০৫ শতাংশ)

২.৮.৫. ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিজে থেকেই এন.আর.ই.জি.এর ওয়েবসাইটে দেখা যায় এবং তা প্রতিদিন হালনাগাদও হয়।

২.৮.৬. সঠিকভাবে যাচাই করার পর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিপূরণ পাওনা হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যেক প্রোগ্রাম অফিসার কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এন.আর.ই.জি.এ.সফ্ট-এ যে হিসাব করা হয়েছে সেই অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেবেন কি না। এস.ই.জি.এফ তহবিল থেকে এই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দেরি করানোর জন্য যে সমস্ত কর্মকর্তা বা এজেন্সি দায়ী তাদের কাছ থেকেও এই ক্ষতিপূরণ নেওয়া যেতে পারে।

২.৮.৭. ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার ব্যতিক্রম

ক. যে কর্তৃত্ব টাকা দেবেন তাদের কাছে তহবিল না থাকলে।

খ. ক্ষতিপূরণ প্রয়োজন না থাকলে।

গ. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দ্বারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ জারি করা হলে।

২.৮.৮. উপযুক্ত সময়সীমার মধ্যে অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ পাওনা হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে যাতে তা মিটিয়ে দেওয়া যায়, প্রোগ্রাম অফিসার কে তা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং এই দাবিগুলি স্বীকার বা অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত না করা হলে তা সংগ্রহ করা যাবে না। দাবি অস্বীকার করার প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন দাবি অস্বীকার করা হল তার উপযুক্ত কারণ এন.আর.ই.জি.এ সফ্টে লিপিবদ্ধ করবেন প্রোগ্রাম অফিসার এবং পরবর্তীকালে যাচাইয়ের সুবিধার জন্য নিজেদের অফিসেও এই নথি রাখবেন। অনুমোদিত ক্ষেত্রগুলিতে ক্ষতিপূরণের টাকা মজুরির মতোই ই-এফ.এম.এস পদ্ধতির মাধ্যমে দিতে হবে। জেলা প্রকল্প আধিকারিক এই প্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

২.৮.৯. প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে দাবি না মেটানো গেলে তা এন.আর.ই.জি.এসফ্টের হিসেব অনুযায়ী নিজে থেকেই কর্মীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে।মন্ত্রকে যে আলাদা অ্যাকাউন্টটি রাখা হয়, তার থেকেই এই টাকা দেওয়া হবে। একে কেন্দ্রীয় অংশীদারির আগাম ভাগ হিসাবে ধরা হবে এবং পরবর্তীকালে রাজ্যের জন্য কেন্দ্র থেকে যে টাকা পাঠানো হবে তার থেকে কেটে নেওয়া হবে। এমআইএস-এ একটি আলাদা প্রতিবেদনে এধরণের টাকা দেওয়ার হিসেব রাখতে হবে। এই ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশাবলী মন্ত্রক থেকে দেওয়া হবে।

২.৮.১০. দেরি হওয়ার ক্ষতিপূরণ কিভাবে দেওয়া হবে তার দায়িত্ব থাকবে রাজ্য সরকার বিশেষ করে জেলা প্রকল্প আধিকারিক এবং প্রোগ্রাম অফিসার-র ওপরে। এন.আর.ই.জি.এসক্টে এর বিবরণ দেওয়া থাকবে যাতে মজুরি দিতে দেরি হওয়ার পিছনে কর্মকর্তা বা এজেন্সির দায় রয়েছে কিনা তা বোঝা যায়।

২.৮.১১. প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের হিসাবরক্ষণ- কত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল তার হিসাব রাখার জন্য এস.ই.জি.এফ (SEGF)-এ একটি আলাদা অ্যাকাউন্ট রাখতে হবে। এমআইএস-এ ইএফএমএস-এর মাধ্যমে নিজে থেকেই কত টাকা দেওয়া হল তার সঙ্গে দেখাতে হবে। জেলা প্রকল্প আধিকারিক এবং প্রোগ্রাম অফিসার যে কর্মকর্তা বা এজেন্সি মজুরি দিতে দেরি হওয়ার জন্য দায়ী তাদের থেকে টাকা আদায়ের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে টাকা আদায় করবেন। আদায়কৃত টাকা পুনরায় অ্যাকাউন্টে ফিরে যাবে।

২.৮.১২. সময়মতো মজুরি প্রদানের জন্য ব্যবস্থা- একশো দিনের কাজের মজুরি সঠিক সময়ে প্রদান করাই গত কিছু বছরে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এজন্য সঠিক সময়ে মজুরি দিতে কিছু পদ্ধতিগত সমাধানের প্রয়োজন। রাজ্যের জন্য যাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সার্ভারের ব্বস্থা করা যায় কেন্দ্র তা সুনিশ্চিত করবে। রাজ্যগুলি দেখবে যাতে-

ক. সময়মতো শ্রম বাজেট জমা দেওয়া যায় যা সময় মতো রাজ্য বা জেলাকে টাকা পেতে সাহায্য করবে।

খ. ই-এফ.এম.এস পদ্ধতিটিকে সর্বজনীন করতে হবে।

গ. সংযোগ সংক্রান্ত এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত সমস্যার চিহ্নিতকরণ যাতে সেগুলি ভিস্যাট ইত্যাদি পদ্ধতি দ্বারা অপসারণ করা যায়।

ঘ. মোবাইল ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (এম.এম.এস) চালু।

ঙ. পর্যাপ্ত প্রযুক্তিবিশারদ বা বেয়ারফুট টেকনিশিয়ান নিয়োগ যাতে তারা মাস্টার রোল বন্ধ হওয়ার তিন দিনের মধ্যে কাজের জায়গার পরিমাপণ করতে পারেন।

২.৮.১৩ উপরোক্ত কোনও বিধান অমান্য করা হলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং আইনের ২৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হবে।

২.৯ অধিকার ১০- সময়ের মধ্যে অভিযোগের প্রতিকারের অধিকার, সহঘটিত সামাজিক নিরীক্ষা চালানোর অধিকার এবং মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.জি.এ-র সমস্ত খরচ নিয়ে সামাজিক নিরীক্ষার অধিকার

২.৯ অধিকার ১০- সময়ের মধ্যে অভিযোগের প্রতিকারের অধিকার, সহঘটিত সামাজিক নিরীক্ষা চালানোর অধিকার এবং মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.জি.এ-র সমস্ত খরচ নিয়ে সামাজিক নিরীক্ষার অধিকার।

কর্মীদের একশো দিনের কাজের বাস্তবায়ন সম্পর্কে কোনও অভিযোগ থাকলে তাঁরা সেগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক বা জেলা পর্যায়ে নথিভুক্ত করতে পারেন এবং তার পরিবর্তে তারিখ দেওয়া রসিদ

সংগ্রহ করতে পারেন।১৫দিনের মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃত্ব দ্বারা তাদের করা অভিযোগের প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে কর্মীদের।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন প্রত্যেক ভারতবাসীকে প্রকল্পের সমস্ত কাজ এবং খরচের সামাজিক নিরীক্ষা করার অধিকার দেয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিটি নথি দেখার সম্পূর্ণ অধিকার, একটি এমআইএস যা অনলাইন সমস্ত সঠিক তথ্য নথিবদ্ধ করে রাখে, দেওয়াল লিখনের দ্বারা অতি সক্রিয়ভবে তা জানানো এবং স্বতন্ত্র সামাজিক নিরীক্ষা দলের সাহায্যে সমাজিক নিরীক্ষা সহায়তা করা।

কর্মীদের স্বত্বাধিকার

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আই, ২০০৫ এর ১৭ (১) ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম সভার দ্বারা কাজগুলির নিয়মিত পর্যবেক্ষণ আবশ্যিক করা হয়েছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা অধিগৃহীত প্রকল্পের সমস্ত কাজের সামাজিক নিরীক্ষা করাও আবশ্যিক করা হয়েছে। আইনে বলা রয়ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্ত উপযুক্ত নথি যেমন মাস্টার রোল, বিল, ভাউচার, পরিমাপক বই, অনুমোদনের কপি, অ্যাকাউন্ট সম্বন্ধিত অন্যান্য বই এবং কাগজ সামাজিক নিরীক্ষার জন্য গ্রামসভার কাছে পেশ করবে।

নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি প্রকল্প নিরীক্ষা নিয়মাবলী, ২০১১ অনুযায়ী বর্ণনা করা হল–

২.৯.১ একটি স্বতন্ত্র সামাজিক নিরীক্ষা একক গঠন করা।

২.৯.১.১. গ্রাম পঞ্চায়েতে করা একশো দিনের কাজের প্রকল্পের সমস্ত কাজ নিরীক্ষা করার জন্য এবং গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদর সামাজিক নিরীক্ষা পদ্ধতি আরও সহজ করে তোলার জন্য রাজ্য সরকারকে স্বতন্ত্র সামাজিক নিরীক্ষা একক চিহ্নিত করতে হবে বা গঠন করতে হবে। এরফলে রাজ্য সরকারের শুধুমাত্র একশো দিনের কাজ প্রকল্পের নিরীক্ষা করার জন্য স্বতন্ত্র দল গঠন করা বাধ্যতামূলক।

২.৯.১.২. প্রতিটি স্বতন্ত্র সামাজিক নিরীক্ষা দল একটি গভর্নিং বডি দ্বারা পরিচালিত হবে, যারা দলটির কাজ কিছু সময় পর পর বিচার করবে এবং প্রয়োজনে দলটিকে দরকারি পরামর্শ এবং দিকনির্দেশ প্রদান করবে। এই পরিচালনা পর্ষদের নূন্যতম গঠন সম্বন্ধে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল–

ক. প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল (সিএজি)

খ. প্রধান সচিব, গ্রামোন্নয়ন বিভাগ বা পঞ্চায়েতিরাজ

গ. ডিরেক্টর, সামাজিক নিরীক্ষা একক

ঘ. সিএসও, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে ৩ জন প্রতিনিধি যাদের রাজ্যে বা রাজ্যের বাইরে কাজের স্বচ্ছতা বজায় রাখা সংক্রান্ত এবং জনতার কাছে জবাবদিহি সংক্রান্ত কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

ঙ. অন্যান্য বিভাগ যারা তাঁদের প্রকল্পে সামাজিক নিরীক্ষা করছেন, সেই সমস্ত বিভাগ থেকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা। রূপায়ণকারী সংস্থার থেকে সামাজিক নিরীক্ষা এককের স্বাতন্ত্র্য বজায়

রাখতে গেলে এটি সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে এই পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির স্থানে যেন গ্রামোন্নয়ন বিভাগ বা পঞ্চায়েতি রাজের প্রধান সচিব না থাকেন।

২.৯.১.৩ বিশেষ সামাজিক নিরীক্ষা- যে সমস্ত এলাকায় বিধি মেনে সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা যাচ্ছে না কারণ সামাজিক নিরীক্ষা সেবক দলকে আধিকারিক বা অনাধিকারিকদের কাছ থেকে হুমকি, মারধোর বা অনাস্থা দেওয়া হচ্ছে এবং এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে, সেসব গ্রাম পঞ্চায়েতে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও নাম করা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বিশেষ সামাজিক নিরীক্ষা করানো যেতে পারে।

২.৯.১.৪ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা- যে সমস্ত রাজ্যে মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের কাজগুলির সামাজিক নিরীক্ষা করা হয় সেই সমস্ত রাজ্যের সরকারকে এই প্রকল্পের মোট বার্ষিক খরচের খাত থেকে ০.৫ শতাংশ এই কাজের জন্য মঞ্জুর করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যসরকার এই পরিমাণ অর্থ সামাজিক নিরীক্ষা এককের স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে।

২.৯.১.৫ রাজ্য এবং জেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরীক্ষা এককের জন্য নূন্যতম প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ করার খরচ বিশেষ অর্থনৈতিক সহায়তা থেকে (২০১৭ সাল পর্যন্ত)কেন্দ্রীয় সরকার বহন করতে পারেন। কিন্তু এই পরিমাণ খরচটি সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য এন.আর.ই.জি.এ খাতের ০.৫ শতাংশ খরচ করার যে বিধান রয়েছে তার বাইরে করতে হবে।

২.৯.১.৬ যে নিয়ম মেনে বিশেষ অর্থনৈতিক সহায়তা থেকে সামাজিক নিরীক্ষা দলের নূন্যতম প্রয়োজনীয় কর্মীদের নিয়োগের খরচ মেটাতে হবে, সেগুলি হল-

সামাজিক নিরীক্ষা একক- রাজ্য পর্যায়

প্রধান পদনাম	পারিশ্রমিক বা মাসিক ভাতা
ডিরেক্টর	৬০০০০ টাকা
সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ	৪০০০০ টাকা
সামাজিক নিরীক্ষা বিশারদ	২০০০০ টাকা
অফিসের খরচ	১০০০০ টাকা
প্রশিক্ষণ	১০০০ টাকা প্রতি মাসে (এক বছরে ১২ দিন)

সামাজিক সুরক্ষা একক- জেলা পর্যায়

প্রধান পদনাম	পারিশ্রমিক বা মাসিক ভাতা
পরিবহণ ভাতা	মাসিক ৫০০০ টাকা
প্রশিক্ষণ	মাসিক ৫০০ টাকা (১ বছরে ১২ দিন)

বিশেষ অর্থনৈতিক সহায়তা দ্বারা নিযুক্ত নূন্যতম কর্মী সংখ্যা

রাজ্যের নাম	অনুমোদিত সামাজিক নিরীক্ষা ডিরেক্টরের সংখ্যা	অনুমোদিত সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞের সংখ্যা	অনুমোদিত সামাজিক নিরীক্ষা বিশারদের সংখ্যা
অন্ধ্রপ্রদেশ	১	॥	৪ (২২টি জেলার জন্য)
আসাম	১	১	৫ (২৭টি জেলার জন্য)
বিহার	১	১	৭ (৩৮টি জেলার জন্য)
ছত্তিশগড়	১	১	৫(২৭টি জেলার জন্য)
গুজরাত	১	–	৫(২৬টি জেলার জন্য)
হরিয়ানা	১–	–	৪ (২১টি জেলার জন্য)
হিমাচল প্রদেশ	১	–	২(১২টি জেলার জন্য)
জম্মু ও কাশ্মীর	১	–	৪ (২৪টি জেলার জন্য)
ঝাড়খণ্ড	১	১	৪ (২৪টি জেলার জন্য)
কর্ণাটক	১	১	৬(৩০টি জেলার জন্য)
কেরালা	১	১	২ (১৪টি জেলার জন্য)
মধ্যপ্রদেশ	১	–	১০ (৫১ টি জেলার জন্য)
মহারাষ্ট্র	১	–	৬ (৩৩টি জেলার জন্য)
মণিপুর	১	–	২ (৯টি জেলার জন্য)
মেঘালয়	১	–	১(৭টি জেলার জন্য)
মিজোরাম	১	–	১(৮টি জেলার জন্য)
নাগাল্যান্ড	১	–	২ (১১টি জেলার জন্য)
ওড়িশা	১	–	৬ (৩০টি জেলার জন্য)
পাঞ্জাব	১	–	৪(২২টি জেলার জন্য)
রাজস্থান	১	১	৬ (৩৩টি জেলার জন্য)
সিকিম	১	–	১ (৪টি জেলার জন্য)
তামিলনাড়ু	১	১	৬ (৩১টি জেলার জন্য)

ত্রিপুরা	১	–	১ (৮টি জেলার জন্য)
উত্তর প্রদেশ	১	১	১৫ (৭৫টি জেলার জন্য)
উত্তরাখণ্ড	১	–	২ (১৩টি জেলার জন্য)
পশ্চিমবঙ্গ	১	১	৪(১৯ টি জেলার জন্য)

বিশেষ অর্থনৈতিক সহায়তা জেলার প্রতি ৩০ কোটি খরচের ওপর ১ জন জেলা রিসোর্স পার্সন নিয়োগের খরচা পরিশোধ করবে। বিশেষ অর্থনৈতিক সহায়তা রাজ্যে ও জেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরীক্ষা এককে ন্যূনতম কত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা যাবে এবং তাঁদের কত পারিশ্রমিক দেওয়া হবে তা ঠিক করবে। তবে রাজ্য সরকার চাইলে অতিরিক্ত কর্মী বেশি পারিশ্রমিকে নিয়োগ করে তাঁদের খরচ প্রশাসনিক খরচের খাত থেকে করতে পারেন।

২.৯.১.৭ নির্বাচন– রাজ্য এবং জেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরীক্ষা রিসোর্স পার্সন হিসাবে তাঁদেরই নিয়োগ করা হয় যাঁদের সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সামাজিক নিরীক্ষা একক একটি সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা তৈরি করে নিম্নলিখিত কমিটিকে বিজ্ঞাপিত করতে হবে

ক. মুখ্য সচিব বা তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তি

খ. মহাত্মা গান্ধী এনআইরজিএ দফতরের প্রধান সচিব

গ. কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের প্রতিনিধি, ডাইরেক্টর বা ডেপুটি সচিবের থেকে নিম্ন স্থানীয় ব্যাক্তি নয়।

ঘ. সিএসও-র একজন প্রতিনিধি যার গ্রামের মানুষদের অধিকার এবং স্বত্ব সম্বন্ধে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। রাজ্যগুলি সিএসও প্রতিনিধিকে লোকপাল নির্বাচন কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য মনোনীত করতে পারেন।

২.৯.১.৮ সামাজিক নিরীক্ষা রিসোর্স পার্সনদের টাকা প্রদান– রাজ্য সামাজিক নিরীক্ষা একক রাজ্য, জেলা, ব্লক এবং গ্রাম পর্যায়ে রিসোর্স পার্সনদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা দেওয়ার কর্তৃত্ব রাখেন। কোনও পর্যায়ে সামাজিক নিরীক্ষা রিসোর্স পার্সনদের পারিশ্রমিক প্রদান রূপায়ণকারী সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের অনুমোদনের ওপর নিভর করে না।

২.৯.১.৯ ক্যালেন্ডার– সামাজিক নিরীক্ষা একক প্রতি বছরেরর শুরুতে একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করবে যা অনুসরণ করে তাঁরা প্রতি বছর বিধি মেনে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে সামাজিক নিরীক্ষা চালাবেন। একবার সামাজিক নিরীক্ষা ক্যালেন্ডার তৈরি হয়ে গেলে তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এবং জেলা প্রকল্প আধিকারিকদের আগাম জানিয়ে রাখতে হবে। এই ক্যালেন্ডারটি অতি সক্রিয় ভাবে জনতার সামনে রাখতে হবে।

২.৯.১.১০ গ্রামীণ সামাজিক নিরীক্ষা রিসোর্স পার্সন নিয়োগ- গ্রামের কোনও একটি পঞ্চায়েতের সামাজিক নিরীক্ষা করার জন্য যে গ্রামীণ সামাজিক নিরীক্ষা রিসোর্স পার্সন নিয়োগ করা হয়, তাকে সেই পঞ্চায়েতের বাসিন্দা হলে চলবে না। গ্রামীণ সামাজিক নিরীক্ষা রিসোর্স পার্সন নিয়োগের সমস্ত নির্ণায়ক এবং তাঁদের মূল কাজগুলি সামাজিক নিরীক্ষার রাষ্ট্রীয় ম্যানুয়ালে বাধ্যতামূলক করা আছে।

২.৯.১.১১ নথি প্রদান- রূপায়ণকারী সংস্থার ওপর নিম্নলিখিত প্রতিটি জরুরি নথি যা সামাজিক নিরীক্ষার অতিআবশ্যক প্রোগ্রাম অফিসারকে সুনিষ্টত করতে হবে, তার প্রত্যেকটি যেন দরকারি আকারে ফোটোকপি সহ সামাজিক নিরীক্ষা সেবক দলকে তুলে দেওয়া হয়। আরও দেখতে হবে যাতে এই নথিগুলি গ্রাম সভার তারিখের ১৫দিন আগে সামাজিক নিরীক্ষা সেবক দলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যে নথিগুলি দিতে হবে সেগুলি হল- জবকার্ড, মাস্টার রোল রিসিপ্ট রেজিস্টার, জব কার্ড ইস্যু রেজিস্টার, কাজের রেজিস্টার, অভিযোগ রেজিস্টার, টেন্ডার বা কন্ট্র্যাক্ট রেজিস্টার, উপাদান ক্রয় রেজিস্টার, ভাউচার ফোল্ডার, কোযাশবুক ও লেজার, স্টক রেজিস্টার, ব্যাঙ্ক রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট ফোল্ডার, প্রশাসনিক অনুমোদন, কাজের আগাম হিসেব, প্রযুক্তগত অনুমোদন, গ্রাম সভা বা ওয়ার্ড সভার সমাধান, কাজ শুরুর আদেশ, পরিমাপক বই, মজুরির তালিকা, কাজ শেষ হওয়ার সার্টিফিকেট, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, শ্রম বাজেট।

২.৯.১.১২ একশো দিনের কাজ সম্বন্ধিত যে কোনও প্রতিবেদন বা নথি চাওয়া হলে তা ৩ দিনের মধ্যে দিতে হবে।

২.৯.১.১৩. যাচাই করা- সামাজিক নিরীক্ষা একক থেকে যাদের গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদে সামাজিক নিরীক্ষা সহায়তা করার জন্য পাঠানো হয়, তাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং এন.আর.ই.জি.এর কাজের জায়গাগুলিতে জব কার্ড ধারীদের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য ১০০ ভাগ যাচাই করে নিতে হবে।

২.৯.১.১৪- গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদ- সামাজিক নিরীক্ষা থেকে উঠে আসা তথ্যগুলি যাচাই করতে গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদ ডাকা হয় এবং এর সঙ্গেই স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে, পুরোপুরি অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে, শ্রমিকদের স্বত্বাধিকারের ক্ষেত্রে এবং তহবিলের সঠিক ব্যবহার হয়েছে কিনা সেটাই যাচাই করা হয়।

২,৯.১.১৫- সামাজিক নিরীক্ষার প্রতিবেদন- সামাজিক নিরীক্ষার প্রতিবেদনটি স্থানীয় ভাষায় করতে হবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশ বোর্ডে লাগাতে হবে। সামাজিক নিরীক্ষা শেষ হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জনতার সামনে এই রিপোর্টি পেশ করতে হবে। রাজ্য সামাজিক নিরীক্ষা একককে নির্দেশ দেওয়া আছে যাতে তারা যাচাই করার জন্য প্রয়োজনীয় নথি সামাজিক নিরীক্ষার রাষ্ট্রীয় এমআইএস থেকে যা ন্যাশনাল ইনফর্মেটিকস সেন্টার দ্বরা গঠিত হয়েছে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবে এবং নিরীক্ষার পর যা পাওয়া গেল তাও সেখানেই নথিবদ্ধ করতে পারবে।

২.৯.১.১৬. সামাজিক নিরীক্ষা থেকে পাওয়া অভিযোগের নথিভুক্তি- সামাজিক নিরীক্ষা থেকে যদি উঠে আসে যে একশো দিনের কাজের কোনও কর্মীর কোনও অধিকার ভঙ্গ হয়েছে, তাহলে সামাজিক নিরীক্ষা একক প্রোগ্রাম অফিসার বা লোকপালের কাছে সে সম্বন্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং জমা দেওয়ার পরিবর্তে যাতে একটি তারিখ দেওয়া রসিদ পান সেটিও সুনিশ্চিত করতে হবে। কোনও অর্থনৈতিক দুর্নীতি দেখলে সামাজিক নিরীক্ষা একক সে সম্বন্ধে জেলা প্রকল্প আধিকারিকর কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে এফআইআর করার কথা বলতে পারেন। যদি নথি রক্ষণাবেক্ষণ বিধিতে কোনও গলদ পাওয়া যায় বা স্বচ্ছতার অভাব ধরা পড়ে তাহলে সামাজিক

নিরীক্ষা একক সে সম্বন্ধে জেলা প্রকল্প আধিকারিক বা প্রোগ্রাম অফিসারকে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে তার একটি তারিখ লেখা রসিদ সংগ্রহ করবেন।

২.৯.১.১৭ অনুসারী কার্যস্বরূপ- প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি সামাজিক নিরীক্ষা থেকে যে তথ্য গুলি উঠে আসে বাঁধা সময়ের মধ্যে তার অনুসারী কার্য করার দায়িত্বে থাকেন।

২.৯.১.১৮ গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদে সামাজিক নিরীক্ষার প্রতিবেদনটি অনুমোদন পাওয়া হয়ে গেলে তা গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদ শেষ হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে জেলা প্রকল্প আধিকারিক এবং রাজ্য সামাজিক নিরীক্ষা এককের কাছে পাঠাতে হবে।

২.৯.১.১৯ গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদ শেষ হওয়ার ১ মাসের মধ্যে সে সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হল তার প্রতিবেদন(ATR) প্রোগ্রাম অফিসার সামাজিক নিরীক্ষা এককের কাছে জানাবে। পরবর্তী সামাজিক নিরীক্ষা হোয়ার ১৫ দিন আগে রিসোর্স পার্সনদের কাছে রূপায়ণকারী সংস্থার এটিআর এবং আগের বার যিনি সামাজিক নিরীক্ষা করেছেন তার প্রতিবেদন পৌঁছতে হবে। মাঠে ঘোরার সময় সামাজিক নিরীক্ষা একককে যাচাই করতে হবে যে এটিআর-এ লেখা সমস্ত কাজ আদৌ করা হয়েছে কিনা। সামাজিক নিরীক্ষা গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদর শুরুতে এবারের প্রতিবেদনের আগে গতবারের প্রতিবেদনের এটিআর এবং মাঠের সত্যতার প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।

২.৯.১.২০ অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বা গ্রামোন্নয়ন বিভাগ বা পঞ্চায়েতি রাজের প্রধান সচিব বা সচিব, সামাজিক নিরীক্ষা পদ্ধতির মাসিক পর্যালোচনা সভার আয়োজন করবেন। এই সভায় সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কোনও অনিয়ম হলে বা রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি কী ব্যবস্থা নিল সেই নিয়ে বা এর প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হবে।

২.৯.১.২১. রিপোর্টিং- রাজ্য সামাজিক নিরীক্ষা একক প্রতি চারমাস অন্তর একটি প্রতিবেদন উপযুক্ত বিন্যাসে তৈরি করে প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের কাছে পেশ করবে। এই বিন্যাসে রাজ্য সামাজিক নিরীক্ষা একক এবং এর কর্মকর্তাদের অবস্থা, এই চারমাস সময়ে সামাজিক নিরীক্ষা একক কত টাকা খরচ করেছে এবং সামাজিক নিরীক্ষাটি এর ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই চার মাসে কোন পর্যায়ে রয়েছে তা নথিবদ্ধ থাকবে।

২.৯.২ সহঘটিত সামাজিক নিরীক্ষা-

প্রত্যেক মাসে প্রতিটি কাজের জন্য সহঘটিত সামাজিক নিরীক্ষা করতে হবে। এর জন্য স্বনিঃভর গোষ্ঠী, গ্রামের সামাজিক নিরীক্ষক, গ্রাম পর্যবেক্ষণ কমিটি (ভিএমসি) এবং অন্যান্য গ্রামীণ সংস্থাগুলির প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে কাজের সমস্ত নথিঘেঁটে দেখার এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কত খরচ হয়েছে তা জানার সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে। যেখানে নথির কপি লাগবে প্রোগ্রাম অফিসার সেখানে নূন্যতম খরচে তা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

প্রত্যেক গ্রাম সভা ৫ জন মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে কর্মী দ্বারা গঠিত একটি ভিএমসি বেছে নেবে। ভিএমসিতে মহিলা কর্মী, তফসিলী জাতি বা উপজাতির কর্মী এবং এসইসিসি অনুযায়ী বঞ্চিত কর্মীরা থাকবেন। যেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নির্বাচিত হওয়ার জন্য যোগ্য প্রমাণিত হবেন সেখানে গ্রাম সভার অনুমোদনের দ্বারা তাঁদের ভিএমসির সদস্য হিসাবে ঘোষণা করা হবে।ভিএমসি সবকটি কাজের জায়গায় প্রতি মাসে একবার করে ঘুরবেন।

পরিদর্শনের কাজ করার জন্য ভিএমসি সদস্যেদের একদিনের মজুরি দেওয়া হবে, প্রতি সপ্তাহে একদিনের মজুরি পর্যন্ত দেওয়া হবে। ভিএমসি গ্রাম পঞ্চায়েতে সচল থাকা প্রতিটি কাজের সামাজিক নিরীক্ষা করবেন এবং দেখবেন যাতে কাজের জায়গায় প্রতিটি বিধি মেনে কাজ করা হয় কিংবা সমস্ত নথি যেন সঠিক ভাবে নিপিবদ্ধ করা হয়। তারা দেখবেন যেন কর্মীদের স্বত্বাধিকারগুলি আইনানুযায়ী দেওয়া হয়। ভিএমসি তাঁদের প্রতিবেদন সাক্ষর করে প্রোগ্রাম অফিসার-র কাছে জমা দেবে।

২.৯.৩. লোকপাল-

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের তফশিল ১ এবং ধারা ৩০ অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় একজন করে লোকপাল থাকবেন যাঁরা অভিযোগ গ্রহণ করবেন, সে সম্বন্ধে খোঁজখবর করবেন এবং নিয়মাবলী অনুযায়ী অভিযোগের নিষ্পত্তি করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী লোকপালদের নিয়োগ, তাঁদের দায়িত্ব, কাজের সময়, কাজ থেকে বরখাস্ত করার নিয়ম, স্বায়ত্বশাসন, ক্ষমতা , অভিযোগের প্রতিকারের পদ্ধতি এবং লোকপালের প্রতিবেদনের ওপর নেওয়া ব্যবস্থা সব সম্বন্ধেই লোকপাল সম্বন্ধে মন্ত্রকের গাইডলাইনে ১৬.১.২০১৪ অনুযায়ী বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া রয়েছে। সেগুলি হল-

সামাজিক নিরীক্ষা দ্বারা কর্মীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনাগুলি সামাজিক নিরীক্ষা একক দ্বারা লোকপালের কাছে জানানো হবে। লোকপাল সেই ঘটনাগুলি সুয়ো মোটো হিসাবে নথিভুক্ত করার দায়িত্বে থাকবেন এবং অভিযোগ রেজিস্টারের ৩০ দিনের মধ্যে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তাও জানানোর দায়িত্ব নিয়মানুযায়ী লোকপালেরই।

২.৯.৪ অভিযোগের প্রতিকার-

রাজ্য সরকারকে অভিযোগ দায়ের করা, তার স্বীকৃতি স্বরূপ রসিদ দেওয়া এবং ১৫ দিনের মধ্যে তার প্রতিকারের প্রক্রিয়া রাখতে হবে। এই ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের তফশিল ১ এর ২৯ ধারার বিধান মেনে কাজ করতে হবে।

২.৯.৫ তদারকি-

প্রত্যেকটি রাজ্যকে একটি ত্রি-স্তরীয় তদারকি পদ্ধতি বাধ্যতামূলক ভাবে রাখতে হবে যাতে আইনের অনিয়মগুলি ধরা যায়। যে অনিয়ম ও অসৎকর্মগুলি ধরা পড়বে, এমনকি সামাজিক নিরীক্ষা থেকে উঠে আসা অনিয়মগুলিরও অনুসারী কার্য করতে হবে এবং দেখতে হবে যাতে অপরাধীরা শাস্তি পায় এবং ভুলভাবে খরচা করা টাকা উদ্ধার করা যায়।

২.৯.৫.১ রাজ্য সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি রাজ্য তদারকি সেল তৈরি করতে হবে যাতে থাকবেন একজন মুখ্য তদারকি আধিকারিক যিনি অভিযোগ গ্রহণ করবেন, সেগুলি যাচাই করবেন এবং নিয়মিত কাজের জায়গা পরিদর্শন করবেন। এই রাজ্য তদারকি সেলের হাতে আধিকারিকদের ক্ষেত্রে পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট আইন অনুযায়ী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজস্ব উদ্ধার আইন অনুযায়ী টাকা উদ্ধার করার ক্ষমতা রয়েছে। এই সেল অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া আধিকারিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করতে পারে এবং যেখানে ফৌজদারি মামলার প্রয়োজন সেখানে এফআইআর করার সুপারিশ দিতে পারে। মুখ্য তদারকি আধিকারিক এস.ই.জি.সির কাছে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠাবেন যাতে অনিয়ম এবং কুকর্ম বন্ধ করার জন্য কিছু পরামর্শ থাকতে পারে।

২.৯.৫.২ একটি জেলা তদারকি সেল গঠন করতে হবে এবং এর দায়িত্বে থাকবেন একজন জেলা পর্যায়ের অফিসার যাকে রাজ্য তদারকি সেলের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে সাহায্য করবেন একজন ইঞ্জিনায়ার এবং একজন নিরীক্ষক। এই জেলা তদারকি সেল নিজেই পরিদর্শন করবে, উদ্ধার করার জন্য অনুসারী কার্য করবে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও ফৌজদারি মামলা করবে সেই সমস্ত আধিকারিক এবং অনাধিকারিকদের বিরুদ্ধে যাদের শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ জেলা পর্যায়ে থাকে।

২.৯.৫.৩ প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে তদারকি ও নজরদারি কমিটি থাকবে , যার পাঁচ জন সদস্যেদের মধ্যে তফসিলী জাতি উপজাতির প্রতিনিধি থাকতে হবে এবং যে কমিটির অর্ধেক সদস্য সংখ্যা হবে মহিলা। শিক্ষক, অঙ্গনওয়ারি কর্মী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, সামাজিক নিরীক্ষা রিসোর্স পার্সন, ইউজার গ্রুপ, যুব ক্লাব, সি.এস.ও-র সদস্যদের মধ্যে থেকে গ্রাম স্তরে পর্যবেক্ষক দল (VMC) -র সদস্যদের নির্বাচন করা যায়। ভি.এম.সিকে কমপক্ষে ৬ মাসের জন্য গ্রাম সভা দ্বারা নিযুক্ত, মনোনীত কিংবা নির্বাচিত হতে হবে। ভি.এম.সির কাজ হল, কাজের জায়গাগুলিতে ঘোরা, কর্মীদের সঙ্গে কথা বলা, নথিগুলি যাচাই করা, কাজের জায়গায় যেসব সুবিধা থাকার দরকার সেগুলি পরীক্ষা করা, কাজের গুণমান পরীক্ষা করা, খরচ পরীক্ষা করা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাজের প্রতিবেদন বানানো এবং কাজের ধরণের গুণগত মান পরীক্ষা করা। গ্রাম স্তরে পর্যবেক্ষক দল (VMC) সবকাজের পরীক্ষা করতে পারে এবং এর মূল্যায়নের প্রতিবেদন কাজের রেজিস্টারে নথিবদ্ধ করে সামাজিক নিরীক্ষার সময় গ্রাম সভার কাছে পেশ করতে পারে। ভিএমসির প্রতিবেদনটিকে জনতার নথি হিসাবে দেখতে হবে এবং দরকার পড়লে গ্রাম পঞ্চায়েতে সহজলভ্য করতে হবে।

২.৯.৬ বাধ্যতামূলক সক্রিয় প্রচার

রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে তাঁরা জনতা তথ্য পদ্ধতি মেনে জনতা এবং অংশীদারদের কাছে সমস্ত তথ্য ও নথির সক্রিয় প্রচার করার ব্যবস্থা রাখেন। কাজের জায়গায় প্রচার, দেওয়াল চিত্র, গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশ বোর্ড, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে-র ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিন্যাসের দ্বারা এই পদ্ধতি কাজ করতে পারে।

২.৯.৬.১ প্রত্যেক রাজস্ব গ্রামের জন্য একটি অর্থবর্ষের একশো দিনের কাজের অবস্থা-

ক্রমিক সংখ্যা	কাজের নাম	কাজের আইডি	অনুমোদিত খরচ			টাকা করচ			সময়	কাজের অবস্থা সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ
			শ্রম	উপাদান	মোট	শ্রম	উপাদান	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

২.৯.৬.২ প্রত্যেক রাজস্ব গ্রামের জন্য একটি অর্থবর্ষের একশো দিনের কাজের উপাদানের খরচ

œ²¢jL pwMÉ¡	L¡-SI e¡j	-L¡X ew	EfLI-ZI ¢hoc ¢hhle											
			¢p-j¾V			h¡S¡¢I			-ØV¡e¢Qfp			AeÉ¡eÉ EfLI		
			CE¢eV pwMÉ¡	-IV	AbÑ	CE¢eV pwMÉ¡	-IV	AbÑ	VÊ¢ml pwMÉ¡	-IV	AbÑ	CE¢eV pwMÉ¡	-IV	AbÑ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

২.৯.৬.৩ প্রত্যেক ওয়ার্ডের জবকার্ডের বিবরণ

œ²¢jL pwMÉ¡	ShL¡XÑd¡l£l e¡j	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
		¢c-el pwMÉ¡	V¡L¡	¢c-el pwMÉ¡	V¡L¡	¢c-el pwMÉ¡	V¡L¡	¢c-el pwMÉ¡	V¡L¡

২.৯.৭ স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতার নূন্যতম নীতি

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করতে গেলে এর প্রতি পদে মন্ত্রক দ্বারা বিজ্ঞাপিত স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার কিছু নূন্যতম নীতি পালন করতে হবে।

নাগরিকদের ব্যক্তিগত বা একসাথে সক্ষম এবং সশক্ত করার জন্য, তাদের নাম দিয়ে কাজগুলির যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেটি পর্যবেক্ষণ করতে বিভিন্ন শর্তপূরণ করতে হবে। এর মধ্যে পড়ছে নিজেদের স্বত্বাধিকারগুলি বোঝা, কত সময় দেওয়া হয়েছে তার ধারণা করা, কে কোন কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তা জানা, সঠিক মান এবং হার সম্বন্ধে জানা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া, আবেদন করার সম্ভাবনা, অভিযোগ এবং তার প্রতিকার এবং প্রত্যাশিত ফলাফল সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখা।

২.৯.৭.১ স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতার ধারণাগুলি এমন ভাবে বিন্যাস করা উচিত যাতে সেগুলি সর্বজনীন এবং আভ্যন্তরীণ পদ্ধতি দ্বারা চালিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রত্যেক দলকে প্রকল্প পর্যবেক্ষণের অধিকার দান করে সশক্ত করতে হবে এবং উপভোক্তাদের সাহায্য করতে হবে যাতে তাঁরা তাঁদের অধিকার দাবি করেন।

২.৯.৭.২ প্রত্যেক নাগরিকদের কাছে তথ্য পাওয়ার সমান এবং সবরকম সুযোগ থাকা উচিত। এরকম যে কোনও কাজের প্রতিরোধ করা উচিত যেখানে কোনও নাগরিককে তথ্য ব্যবহার করতে বা তাঁদের লোকাস স্ট্যান্ডি প্রমাণ করতে বাধা দেওয়া হয়।

২.৯.৭.৩ বিশেষ কিছু পিছিয়ে পড়া দলকে সশক্ত করার কাজ এবং তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করার কাজটিকে সহায়তা করে তুলতে হবে।

২.৯.৭.৪ প্রতি ক্ষেত্রে অতিসক্রিয় উন্মোচন এবং সমষ্টিগত পর্যবেক্ষণের জন্য বাইরের এজেন্সি বা দল বা কোনও ব্যক্তির দরকার পড়ে।

২.৯.৭.৫ প্রকল্প এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সমস্ত দরকারি তথ্য বাধ্যমূলকভাবে অতিসক্রিয়তার সঙ্গে প্রদর্শন করতে পারে। বিভিন্ন মোড এবং মাধ্যমের ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে সুলভ করতে হবে, স্থানীয় ভাষায় থাকা নিশ্চিত করতে হবে, এবং অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ও অক্ষম ব্যক্তিদের কথা মাথায় রেখে করতে হবে।

২.৯.৭.৬ তথ্যগুলি প্রমাণিত হতে হবে এবং সঠিক সময় অন্তর হালনাগাদ করতে হবে এবং এবং এমন বিন্যাসে আয়োজন করতে হবে যাতে তা বোধগম্য হয়। এর জন্য বিশেষ ছক এবং বিন্যাস তৈরি করতে হবে।

২.৯.৭.৭. প্রাসঙ্গিক তত্যগুলি গ্রাম, গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক বা অন্তবর্তী পঞ্চায়েত এবং জেলা পর্যায়ে সঠিকভাবে প্রদর্শিত করতে হবে।

২.৯.৭.৭ এটা মাথায় রাখতে হবে যে যতটা সম্ভব সিদ্ধান্তগুলো জনতার সামনে এবং উৎসাহী উপভোক্তাদের কথা শুনে নিতে হবে। এটা সবথেকে ভালো পদ্ধতি এটা সুনিশ্চত করার যাতে এগুলো শুধু ন্যায্য সিদ্ধান্ত নয়, দেখতেও ন্যায্যই মনে হয়।

২.৯.৭.৯ দারুণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তথ্য প্রদান এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর পন্থাগুলি দুর্নীতিগ্রস্থ বা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এটা বুঝে মানুষের জন্য ও মানুষের থেকে তথ্যের স্বাধীন প্রবহমানতা নষ্ট করা যাতে কঠিন হয়ে যায় সেজন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হবে।

২.৯.৭.১০ যদিও তথাকথিত পুরনো উপায়গুলির ওপরেই বেশি করে মনোযোগ দিতে হবে। কারণ এই ওইতিহ্যশীল উপায়গুলির সম্বন্ধে স্থানীয় বাসিন্দারা বেশি মাত্রায় পরিচিত থাকেন কিন্তু নতুন যে প্রযুক্তিগুলি আবিষ্কার হচ্ছে সেগুলির সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হওয়া উচিত না। এর মধ্যে অন্যতম প্রাসঙ্গিক উপায় হল মোবাইল ফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়া। বর্তমানে এগুলি গ্রামের প্রতি বাড়িতেই ঢুকে পড়েছে এবং এর মাধ্যমে অতিদ্রুত একসঙ্গে অনেক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।

২.৯.৮ উপরোক্ত কোনও বিধানের অবমাননা হলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং আইনের ২৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাস্তিও পেতে হতে পারে।

৩. তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগের (তথ্য, শিক্ষা ও ভাবনিবিময় (IEC)) কাজ

৩.১ একশো দিনের কাজের প্রকল্পের সমস্ত স্বত্বাধিকারগুলি দ্বারা মানুষকে সক্ষম করতে তথ্য, শিক্ষা ও ভাবনিবিময় (IEC) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসন এবং রূপায়ণকারী সংস্থাগুলিকে কর্মীদের তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে জানাতে এবং সেই অধিকারে প্রবেশাধিকার দিতে সচেতন করে তুলতে হবে এবং এই সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করতে হবে।

৩.২ রাজ্য বা জেলার তথ্য, শিক্ষা ও ভাবনিবিময়ের (IEC) কাজের খরচ প্রশাসনিক খরচের খাত থেকে করতে হবে (রাজ্য তহবিলের ৬ শতাংশ)।

৩.৩ ন্যাশনাল তথ্য, শিক্ষা ও ভাবনিবিময় (IEC)স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.জি.এ-র যে প্রধান বার্তাগুলি বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে, সেগুল হল-

৩.৩.১ একশো দিনের কাজের প্রকল্পে একটি গ্রামীণ পরিবারের কাজ করতে ইচ্ছুক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য একটি অর্থবর্ষে ১০০ দিনের কাজ এবং তার মজুরি নিশ্চিত করা রয়েছে।

৩.৩.২ ব্যক্তিগত উপভোক্তামূলক কাজগুলি তফসিলী জাতি উপাজাতির মানুষের জমিতে, ছোট এবং সংখ্যালঘু কৃষকের জমিতে, ভূমি সংস্কার উপভোক্তাদের জমিতে বা ভারত সরকারের ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তাদের জমিতে করা যায়।

৩.৩.৩ কাজের আবেদন জানানের ১৫ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে কাজ দেওয়া হবে।

৩.৩.৪ কাজের আবেদন জমা দেওয়ার কাজ চাওয়ার ১৫দিনের মধ্যে কাজ না পেলে কর্মীদের বেকারভাতা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

৩.৩.৫ কাজ শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি পাওয়া যাবে।

৩.৩.৬ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অনুমোদিত কাজের তালিকা।

৩.৩.৭ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে মহিলাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সশক্তিকরণের দিকে বিশেষ মনোযোগী।

৩.৩.৮ একশো দিনের কাজের প্রকল্পে পরিবেশ বান্ধব এবং ভদ্রোচিত কাজ দেওয়া হয়।

৩.৩.৯ একশো দিনের কাজের প্রকল্পের স্বচ্ছতা এবং জনতার কাছে জবাবদিহি করার জন্য সামাজিক নিরীক্ষা করা বাধ্যাতামূলক।

৩.৩.১০ একশো দিনের কাজে আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত দুর্বল পরিস্থিতির প্রতি নজর দেওয়া হয় এবং কৃষকদের রক্ষার্থে প্রাকৃতিক সংস্থানগুলি সংরক্ষণ করার দিকে নজর দেওয়া হয়।

৩.৩.১১. গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদ কর্মীদের অভিযোগ জানানোর জন্য এবং চাহিদা জানানোর জন্য প্রধান স্থান। গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতই প্রকল্পগুচ্ছের অনুমোদন দেয় এবং কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করে।

৩.৪ রাজ্যগুলিকে প্রতি বছর তাদের আই.ই.সি পরিকল্পনা করতে হয় এবং নিয়মিত ভাবে মন্ত্রকের কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে হয়।

৩.৫ ভালো ফলাফলের জন্য বক্তব্যে সামান্যতা বজায় রাখতে হবে। রাষ্ট্র, রাজ্য বা গ্রামীণ পর্যায়ে প্রকল্পের মূল আধারের ওপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট বক্তব্য প্রচার করতে হবে।

৩.৬ রাজ্য তথ্য, শিক্ষা ও ভাবনিবিময় (IEC) নোডাল অফিসার রাজ্যের তথ্য, শিক্ষা ও ভাবনিবিময় (IEC) কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে থাকবেন। রাজ্য তথ্য, শিক্ষা ও ভাবনিবিময়ের (IEC) মুখ্য অফিসারের নাম এবং বিবরণ মন্ত্রকের কাছে জানাতে হবে। তথ্য, শিক্ষা ও ভাবনিবিময়

(IEC) কর্মকাণ্ডের আরও পেশাদারি বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকার যোগাযোগ উন্নয়নে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন যোগাযোগ আধিকারিক নিয়োগ করতে পারেন।

৩.৭ গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে বিভাগ তাঁদের বিভিন্ন কাজের সম্বন্ধে মানুষকে জানাতে এবং অংশীদারদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে একটি ফেসবুক পেজ তৈরি করেছে। ডব্লুডব্লুডব্লু.ফেসবুক.কম/ইন্ডিয়া মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.জি.এ –তে ক্লিক করলে এই পেজটি দেখা যায়। রাজ্যগুলিও এরকম ফেসবুক পেজ তৈরি করার কথা ভাবতে পারে। এই পেজে তারা একশো দিনের প্রকল্পে মাঠে কি ধরণের কাজ হয় তার বিবরণ ও ছবি দিতে পারেন। এর লিঙ্ক রাজ্যের এন.আর.ই.জি.এর ওয়েবসাইটে দিয়ে দিতে পারেন।

৩.৮ রাজ্যগুলিকে তাদের প্রচার উপাদান, প্রেস বিবৃতি, প্রতিবেদন জনসমক্ষে আনার জন্য এই ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজের ব্যবহার করতে হবে।

৩.৯ রোজগার দিবস এবং সামাজিক নিরীক্ষাকে তথ্য, শিক্ষা ও ভাবনিবিময় (IEC) কর্মকাণ্ডের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসাবে ধরা হয়। এর দ্বারা গ্রামীণ সম্প্রদায়কে তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে জানানো যায়, তাদের পর্যবেক্ষণের অংশীদার করা যায় এবং অভিযোগের প্রতিকারও করা যায়। প্রকল্পের প্রধান বক্তব্যগুলি বোঝানোর জন্যও এগুলি খুব ভালো উপায়। রাজ্যগুলিকে মন্ত্রকের গাইডলাইন মেনে রোজগার দিবস সম্বন্ধে ঘোষণা করতে হবে এবং পরিচালনা করতে হবে।

৩.১০ প্রকল্পের ভালো অনুশীলন এবং তথ্য সম্বন্ধে সকলকে অবগত করতে সংবাদ মাধ্যমকে ব্যবহার করার দিকে এখন কেন্দ্রীয় সরকারের নজর রয়েছে। একশো দিনের কাজের প্রকল্পের ন্যাশনাল তথ্য, শিক্ষা ও ভাবনিবিময় (IEC) স্ট্র্যাটেজির মধ্যে এখন একটি মিডিয়া অ্যাডভোকেসি স্ট্র্যাটেজিও ঢোকানো হয়েছে। রাজ্যগুলি রাজ্য এবং জেলা পর্যায়ে সাংবাদিকদের এই বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত করাবে।

৩.১১ কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা প্রদত্ত বিন্যাস অনুযায়ী রাজ্যগুলিকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের চিত্র সহ তথ্যসঙ্কলন রাখতে হবে এবং কেন্দ্রের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে।

৪. এমআইএস (এন.আর.ই.জি.এসফ্ট)

স্বচ্ছতা এবং জনতার কাছে জবাবদিহি করা একশো দিনের কাজের প্রকল্পের মূল আধার। এই আইনের বাস্তবায়নের সমস্ত তথ্য জনতার দরবারে তুলে ধরা বাধ্যতামূলক। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক কাজের প্রবহমানতা এবং ইন্টারনেটের শক্তির উপর ভিত্তি করে এন.আর.ই.জি.এসফ্ট নামক একটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছে।এর পোর্টালের ঠিকানা হল এইচটিটিপি://এনআরইজিএ.এনআইসি.ইন এই পোর্টালটি এন.আর.ই.জি.এ–র সমস্ত লেনদেনের বিবরণ নিপিবদ্ধ করে রাখে এবং সেগুলি মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তোলে। এই পোর্টালের এই বিশেষত্বের জন্য রাজ্যগুলির জন্য এই পোর্টালকে হালনাগাদ করা রাখা খুব জরুরি। রাজ্যগুলিকে একটি অর্থবর্ষের এমআইএস এন্ট্রি সেই বছরের শেষে (৩১শে মার্চ) বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

৪.২ ই–মাস্টার রোল

৪.২.১ মাস্টার সার্কুলারের ২.২.৬ বিভাগে এই সম্বন্ধিত নির্দেশ দেওয়া আছে। ই–মাস্টার সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুসরণ করতে হবে–

৪.২.২. ই-মাস্টার রোল হল একটি কম্পিউটার পরিচালিত মাস্টার রোল যা এন.আর.ই.জি.এ.সফ্ট থেকে পাওয়া যায় এবং এতে যে সমস্ত কর্মীরা কাজের জায়গায় কাজ করছেন তাঁদের নাম আগে থেকেই ফুটে ওঠে। তাদের একটি অনন্য এম.আই.এস সৃষ্ট মাস্টার রোল নম্বর থাকে।

৪.২.৩ কোনও কাজ শুরু করার আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের উচিত প্রোগ্রাম অফিসারকে জানানো , যাতে তিনি ই-মাস্টার রোল চালু্ করতে পারেন।

৪.২.৪. যদি প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা গ্রাম পঞ্চায়েত না হয়ে অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলেও গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রোগ্রাম অফিসারকে জানাতে হবে যাতে প্রোগ্রাম অফিসার সেই রূপায়ণকারী সংস্থাকে মাস্টার রোলের সঙ্গে কাজের আদেশ দিতে পারেন।

৪.২.৫ যদি কোনও সহযোগী বিভাগ কোনও প্রোগ্রাম অফিসারকে দায়িত্ব দেন যেমন প্রোগ্রাম অফিসার(এলডি) তখন সেই আধিকারিককেও একই কাজ করতে হবে।

৪.২.৬. রাজ্য সরকার আদেশ দিতে পারেন যে প্রোগ্রাম অফিসারর সমস্ত কাজ গ্রাম পঞ্চায়েত বা অন্য কোনও স্থানীয় কর্তৃত্ব পরিচালনা করবে।

৪.২.৭. এই ই-মাস্টাররোলগুলি প্রোগ্রাম অফিসার বা প্রোগ্রাম অফিসার(এল.ডি)দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত বা অন্য রূপায়ণকারী সংস্থাকে জারি করতে হবে। রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি যবে থেকে কাজ করবে বলে ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে তার ৩ দিনের মধ্যে এই ই-মাস্টার রোল জারি করতে হবে।যে মাস্টারগুলি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা সাক্ষরিত এবং অনুমোদিত হবে শুধুমাত্র সেগুলিই এফটিও ছাড়ার জন্য প্রমাণিত ধরা হবে। নকল মাস্টার থেকে সাবধান হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ করতে হবে।যে মাস্টার রোলগুলি জারি করা হয়েছে তার নথিগুলিকে ভালো ভাবে সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ই-মাস্টার রোলের ক্ষেত্রে কম্পিউটার থেকেই এর নম্বর গুলি দেওয়া যায় তাই নতুন করে এন্ট্রি করার দরকার হয় না।

৪.২.৮. ই-মাস্টার জেনারেট করার জন্য নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানাতে হবে-

১. পঞ্চায়েতের নাম

২. কাজের কোড

৩. শুরু ও শেষের তারিখ

৪. কর্মীদের বিভাগ (অদক্ষ, অর্ধদক্ষ বা দক্ষ)

৫. একটি মাস্টার রোলে কর্মীর সংখ্যা

৪.২.৯ এমআইএস-এর বর্তমান সুবিধা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এন.আর.ই.জি.এসফ্ট থেকে উপযুক্ত লগ-ইন পাসওয়ার্ড দিয়ে জারি করা বা অনুমোদিত ই-মাস্টার রোল প্রিন্ট করিয়ে প্রোগ্রাম অফিসার-র কাছ থেকে সাক্ষর করিয়ে নিতে পারেন।

৪.২.১০ ২.২.৬ বিভাগ অনুযায়ী কাগজের মাস্টার রোলগুলি উপযুক্ত কর্তৃত্বের পূর্ব অনুমোদনের দ্বারাও জারি করা যায়।

৪.৩ এমআইএস পরিমাপক বই

কাজের সম্স্ত পরিমাপ পরিমাপক বইয়ে নথিবদ্ধ করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদন করিয়ে রাখতে হবে। পরিমাপক বইয়ে নথিবদ্ধ পরিমাপগুলি কাজের মাননির্ণয় করার জন্য এন.আর.ই.জি.এসস্টে এন্ট্রি করতে হবে।

৪.৩.১. এই কাজের জন্য নিম্নলিখিত এন্ট্রিগুলি করতে হবে-

৪.৩.১.১ কাজের উপাদান

ক. কাজের বিবরণ

খ. দৈর্ঘ্য

গ. প্রস্থ

ঘ. উচ্চতা

ঙ. একক মূল্য

মোট খরচটি কম্পিউটার নিজেই করে নেবে।

৪.৩.১.২. শ্রমের উপাদান

৪.৩.১.৩. উপকরণের উপাদান

ক. উপকরণের নাম

খ. পরিমাণ

গ. এককের দাম

ঘ. মোট (নিজে থেকেই হিসাব হয়ে যাবে)

ঙ. সুপারভাইজারের নাম, ইঞ্জিনিয়ারের নাম, ইঞ্জিনিয়ারের পদনাম

এরপর কম্পিউটার পরিমাণের হিসাব করে নেবে।

৪.৩.২. এম.আই.এস-এ পরিমাপক বইয়ের এন্ট্রি রাজ্যগুলিকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৫. তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি-

৫.১ মোবাইল মনিটরিং সিস্টেম (এমএমএস)

এন.আর.ই.জি.এসস্ট যাতে মোবাইলের মাধ্যমেও ব্যবহার করা যায় সেজন্য একটি প্রকল্প শুরু হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতকে যাতে কাজের জায়গার সজীব তথ্যের সাহায্যে সশক্ত করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। এছাড়াও ডাটাবেস খুব দ্রুত হালনাগাদ করা, সম্পদ যাচাই করার সুবিধার জন্য জিও ট্যাগিং দ্বারা সম্পদের অবস্থান বোঝানো এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা এই প্রকল্পের লক্ষ্য।কাজের চাহিদা, উপস্থিতি, কাজের পরিমাপ এবং মাস্টার বা মেজারমেন্টের যাচাই করার জন্য অনুমোদিত রূপায়ণকারী সংস্থা বা কর্মকর্তারা এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারেন। মন্ত্রক থেকে ৩৫০০০ হাজার মোবাইল অনুমোদন করা হয়েছে। রাজ্যগুলিকে এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে।

৫.১ রোল বেসড মডেল

৫.১.১. গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তারা যাঁরা কাজের চাহিদা সংগ্রহ করেন, কাজ দেন, কাজের জায়গার উপিস্থিতি দেখেন তাঁদের প্রয়োজন মাফিক এই এমএমএস অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়।সাধারণত এগুলি গ্রাম রোজগার সহায়কের কাজ।

৫.১.২. এর সঙ্গে প্রযুক্তি কর্মীরা (টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট) পরিমাপ সম্বন্ধীয় ডাটা এন্ট্রির জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

৫.১.৩. রাজ্যগুলি মডিউলের সঙ্গে মিলিয়ে কর্মকর্তাদের ভূমিকা ঠিক করবে।

৫.২. এম.এম.এস মডিউল

৫.২.১ এম.এম.এস প্রকল্প অনুযায়ী, রাজ্যগুলির জন্য ৮টি মডিউল থাকবে-

ক. কাজের ছবি তোলা

খ. কাজের চাহিদা নথিভুক্তি

গ. কাজ দেওয়া

ঘ. ই-মাস্টার তৈরি করা

ঙ. প্রতিদিনের উপস্থিতি

চ. পরিমাপ

ছ. পরিমাপ পরীক্ষা করা

জ. আধার সিডিং

৫.২.২ রাজ্যগুলিকে প্রথম পর্যায়ে নিম্নলিখিত ৪টি মূল মডিউল বাস্তবায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে-

ক. কাজের চাহিদা নথিভুক্তি

খ. কাজ দেওয়া

গ. প্রতিদিনের উপস্থিতি

ঘ. কাজের বা সম্পদের ছবি তোলা

কাজের চাহিদা এবং ছবিগুলি বর্তমানে ব্যবহার হওয়া সমস্ত পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করা হবে।

৫.৩ কাজের জায়গা চিহ্নিতকরণ

৫.৩.১ স্ট্র্যাটেজি হল গ্রাম পঞ্চায়েত চিহ্নিত করা যাতে বাধ্যতামূলক মডিউলগুলি, রাজ্য দ্বারা নির্বাচিত অতিরিক্ত মডিউলের সঙ্গে পুরোপুরি এবং কার্যকরীভাবে এম.এম.এস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে। এরকম সব গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এম.এম.এস মডিউলের জন্য এন.আর.ই.জি.এ সফ্টে অনলাইন এন্ট্রি বন্ধ থাকবে।

৫.৩.২. যদি এরকম কোনও জায়গা থাকে অর্থাৎ কোনও ব্লক বা গ্রাম পঞ্চায়েত (নন আই.পি.পি.ই ব্লক সহ) যেখানে এম.এম.এস পদ্ধতিটি ইন্টারনেট সংযোগ পূরণ করার জন্য প্রয়োজন সেই জায়গাগুলি স্টেট ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এন.আর.ই.জি.এসক্টের সাহায্যে একবার পরিমাপ করা জায়গায় পরিবর্তিত হয়।

৫.৩.৩ রাজ্য ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে বিকল্প দেওয়া আছে যে এন.আর.ই.জি.এসক্ট-এর মাধ্যমে মোবাইল মনিটরিং সিস্টেমটি নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী কোন স্থানে চালু করা যাবে।

৫.৩.৪ একবার জায়গাটি এম.এম.এস জায়গা হিসাবে ঘোষিত হয়ে গেলে কাজের বাস্তবায়নের দিনটি এন.আর.ই.জি.এসক্টে এন্ট্রি করে দেওয়া হয়। ওয়েবসাইটের অনলাইন ভার্সানের ডাটা এন্ট্রি চারটি মূল মডিউল বা অতিরিক্ত আরও মডিউলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৫.৩.৫. রাজ্যগুলি যে অতিরিক্ত মডিউল বাস্তবায়িত করতে চায় সেগুলি এন.আর.ই.জি.এসক্টে উল্লেখ করতে হবে। এরপর সেই সময় মডিউল সেই রাজ্যের নির্বাচিত এলাকায় চালু হয়ে যাবে।

৫.৪. ভিস্যাটের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ

মন্ত্রক থেকে ৪৬৮টি জায়গায় ভিস্যাটের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়াকে অনুমোদন করা হয়েছে।যদি কোনও অনিবার্য কারণ বশত পূর্ব নির্ধারিত কোনও ভিস্যাট-এর জায়গা পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে রাজ্য তখনই সেই স্থান পরিবর্তন করতে পারে যদি ভিস্যাট সেই জায়গায় লাগানো না হয়ে গিয়ে থাকে এবং ইন্টারনেট সংযোগ শুরু না হয়ে গিয়ে থাকে। সেই ক্ষেত্রে নতুন জায়গায় স্থানান্তরের খরচ একবারের জন্য মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে-র প্রশাসনিক খরচের খাত থেকে করা যেতে পারে।

৬. সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (ডিবিটি) এবং আধার প্ল্যাটফর্ম

৬.১ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের মাধ্যমে কর্মীদের প্রাপ্য টাকা সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্টে পাঠাতে হয়, যদি না কোনও বিশেষ অবস্থায় মন্ত্রক থেকে ছাড় দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্টের বিবরণের মাধ্যমে বা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্ট যে আধার নম্বরের সঙ্গে যোগ করা রয়েছে তার মাধ্যমে টাকা দেওয়া যায়।

৬.২ কর্মীদের অ্যাকাউন্টের সম্পূর্ণ বিবরণ রাজ্যগুলি এম.আই.এস-এ হালনাগাদ করবে। কিন্তু আধারের মাধ্যমে টাকা দিতে হলে আধার সিডিং করা প্রয়োজন এবং ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার ম্যাপারের মাধ্যমে এর ম্যাপিং করতে হবে। আধারের ব্যবহার মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী করতে হবে।

৬.৩ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন অনুযায়ী উপভোক্তাদের কাজ পাওয়ার জন্য আধার নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক নয়।উপভোক্তাদের সম্মতি জানানোর আগে এবং তাদের আধার নম্বর মাঠের কর্মকতাদের জানানোর আগে তাদের ১) আধারে নিয়োগ, ২) প্রকল্প এবং ব্যাঙ্কের ডাটাবেসে সিডিং এবং ৩) আধারের মাধ্যমে প্রাপ্য পাওয়ার বিষয়গুলি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৬.৪ সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (DBT) কৌশল-

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রামগুলিতে ডিবিটি বাস্তবায়িত করার জন্য নিম্নলিখিত ডিবিটি কৌশলগুলি প্রত্যেকটি রাজ্যকে অনুসরণ করতে হবে।

৬.৪.১ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের গ্রামগুলির প্রত্যেক সক্রিয় কর্মীর আধার নম্বর সিডিং।

৬.৪.২ সে সমস্ত আধার নম্বরের কায়িক যাচাইকরণ যেগুলি প্রোগ্রাম অফিসার দ্বারা ইউআইডি তথ্যের সঙ্গে জনতাত্ত্বিক প্রমাণপত্র দেওয়া যায়নি।

৬.৪.৩ সক্রিয় কর্মীদের অ্যাকাউন্টগুলিকে প্রযোজ্য ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসে উল্লেখ করে সেগুলির যাচাইকরণ এবং অনুমোদন।

৬.৪.৪. যাচাই করা আধার নম্বরগুলি ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সিডিং করা এবং এন.সি.পি.আই ম্যাপারে ঢোকানো যারপর আধার ভিত্তিক পেমেন্ট করা যাবে।

৬.৫ অ্যাকাউন্টগুলিকে ধাপে ধাপে আধার ভিত্তিক পেমেন্টে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া-

৬.৫.১ এন.আর.ই.জি.এসক্ট ডাটাবেসে আধার সিডিং- সব কর্মীদের স্বেচ্ছায় আধারে নথিভুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। সব কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা , তাদের অনুমতি নিয়ে আধারে নথিভুক্ত করার (যদি না করা হয়ে গিয়ে থাকে) জন্য একটি অভিযান চালানো হয়। সক্রিয় কর্মীদের নথিভুক্ত হওয়া আধার নম্বরগুলি ডাটাবেসে সিডিং করাতে হবে। ব্লক বা গ্রাম পঞ্চায়েতের কম্পিউটার চালকরা তথ্যের সম্পূর্ণ যাচাইকরণের পর বাধ্যতামূলকভাবে তথ্যগুলি কম্পিউটারে তুলবেন। ডাটাএন্ট্রির এই অগ্রগতি নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে দেখা যাবে এবং জেলা প্রকল্প আধিকারিকদের জানানো হবে।

৬.৫.২ জেলা পর্যায়ে এই কর্মসূচি পরিচালনা করবেন জেলা প্রকল্প আধিকারিকরা। রাজ্যসরকার সকল জেলা প্রকল্প আধিকারিকদের নিয়ে বসে তাদের কাছ থেকে কি কাজ চাওয়া হচ্ছে সে সম্বন্ধে তাদের ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।

৬.৫.৩ ব্লক পর্যায়ে বিডিও বা প্রোগ্রাম অফিসাররা এই অভিযানের দায়িত্বে থাকবেন। জেলা প্রকল্প আধিকারিকরা বিডিওদের এই অভিযান চালানোর প্রশিক্ষণপ্রদানের দায়িত্বে থাকবেন।

৬.৫.৪. বিডিও বা প্রোগ্রাম অফিসার রা আধার নম্বর সংগ্রহ করার কাজ তাদের গ্রাম রোজগার সেবকদের দিয়ে করাবেন।

৬.৫.৫ এন.আর.ই.জি.এসক্টে গ্রাম ধরে ধরে সেই সমস্ত সক্রিয় কর্মীর নাম দেওয়া থাকবে যাদের আধার নম্বর এখনও ডাটাবেসে তোলা হয়নি। বিডিও রা দেখবেন যেন এই তালিকাটি প্রিন্ট করে গ্রাম রোজগার সেবকদের সঙ্গে থাকে। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে স্বেচ্ছায় এবং মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী করতে হবে।

৬.৫.৬ গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে গ্রাম রোজগার সেবকরাই সক্রিয় কর্মী যারা অনুমতি দিয়েছেন তাদের কাছ থেকে আধার নম্বর সংগ্রহ করবেন।

ক. এই কাজটি করার জন্য গ্রাম রোজগার সেবকদের ব্লক পর্যায়ে একটি প্রশিক্ষণ পর্ব সম্পন্ন হবে। এই এই ওয়ার্কশপে গ্রাম রোজগার সেবকদের কি কাজ করতে হবে তা বোঝানো হবে এবং যাদের আধার নম্বর ডাটাবেসে নেই তাদের নামের তালিকা দেওয়া হবে।

খ. গ্রাম রোজগার সেবকরা আধার নম্বরের সঙ্গে আধার পত্র বা আধার কার্ডের একটি ফোটোকপি প্রোগ্রাম অফিসারকে দেবেন যাতে ডাটাএন্ট্রির আগে ব্লকে থাকা নথির সাথে মিলিয়ে দেখে নেওয়া যায়।

গ. গ্রাম রোজগার সেবকদের এই কাজ বাধ্যতামূলকভাবে সন্তোষজনকভাবে করতে হবে।

ঘ. প্রতি সপ্তাহান্তে গ্রাম রোজগার সেবকরা গোটা সপ্তাহে সংগ্রহিত আধার নম্বরের তালিকা নিয়ে ব্লক অফিসে প্রতিবেদন করবেন। যতদিন না পর্যন্ত পুরো কাজ শেষ হচ্ছে ততদিন এই মিটিংগুলি প্রতি সপ্তাহে করা হবে।

৬.৫.৭ কায়িক যাচাইকরণ যদি প্রোগ্রাম অফিসার প্রমাণীকরণে অসফল হন- এন.আর.ই.জি.এসক্টে যে আধার তথ্য তোলা হয় মন্ত্রক থেকে তার জনতাত্বিক যাচাই করানো হয়। আই.আই.ডি.এ.আই দ্বারা নিযুক্ত অথেন্টিকেশন ইউজার এজেন্সি বা অথেন্টিকেশন সার্ভিস এজেন্সি দ্বারা মন্ত্রক দেখেন যে এই আধার নম্বর গুলি সঠিক কিনা। যেখানে এই জনতাত্বিক যাচাই করা সম্ভব হয়না সেখানে প্রোগ্রাম অফিসার বা আরও কোনও উচ্চস্থানীয় কর্মকর্তা এই তথ্যগুলিতে কোনও গলদ রয়েছে কিনা তা হাতে হাতে পরীক্ষা করেন। এমআইএস-এ সে সমস্ত ঘটনাগুলির বিবরণ থাকে, যেগুলি এখনও যাচাইকরণের অপেক্ষায় রয়েছে। কর্মীদের আধার পত্রগুলি হাতে হাতে পরীক্ষা করেও এই কাজটি করা যায়। এমআইএস -এ যাচাইয়ের জন্য অপেক্ষারত বা জমে থাকা ঘটনাগুলির একটি প্রতিবেদন করার একটি জায়গা থাকে। প্রোগ্রাম অফিসার-র লগ-ইন এ এই তালিকাটি দেওয়া থাকে। সক্রিয় কর্মীদের আধার যাচাইকরণের প্রক্রিয়াটি শেষ করা প্রোগ্রাম অফিসার-দের জন্য বাধ্যতামূলক। এই কাজটি নিয়মিতভাবে করা যায়।

৬.৬ অ্যাকাউন্ট নিশ্চিতকরণ অভিযান- যে সম্স্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেওয়া হয় সেই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের সঙ্গে যাচাই করে নিতে হবে এবং প্রোগ্রাম অফিসার অনলাইন ডাটাবেসে সেটি নিশ্চিত করবেন। নাহলে কোনও টাকা জমা দেওয়া যাবে না। যে সমস্ত অ্যাকাউন্টগুলি নিশ্চিত (ফ্রোজেন) করার দরকার রয়েছে তার একটি তালিকা প্রোগ্রাম অফিসার-র লগ-ইন এ দেওয়া থাকবে এবং ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিস অনুযায়ী সেগুলিকে প্রিন্ট করিয়ে নেওয়া যাবে।

৬.৭ ব্লক পর্যায়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সিডিং- প্রত্যেক প্রোগ্রাম অফিসার-কে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসকে সেই যাচাই করা তালিকাটি দিয়ে আধার তাঁদের রেকর্ডে আধার নম্বর সিডিং করতে রাজী করতে হবে। ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিস অনুযায়ী এই তালিকাটি প্রোগ্রাম অফিসার-র লগ-ইনএ দেওয়া থাকে। প্রোগ্রাম অফিসার এই তালিকাটিকে স্বাক্ষর করবেন এবং ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসে সেই তালিকাটি দেবে আর দেখবেন যেন ব্যাঙ্কের কোর ব্যাঙ্কিং সিস্টেম এবং এন.সি.পি.আই ম্যাপারে রেকর্ডের আধার সিডিং করা হয়।

৬.৮ আধার পেমেন্ট ব্রিজ সিস্টেম- (এ.বি.পি.এস)- এ.বি.পি.এস পদ্ধতিটি শুধুমাত্র সেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট গুলোর জন্যই কাজ করে যেগুলি কোর ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের মধ্যে রাখা আছে। এই পদ্ধতিতে কোনও টাকা জমা দেওয়া হলে তা বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে এবং তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। যখন পে

অর্ডার বেরোয় , এনসিপিআই তখন বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে সেই টাকা জমা দেওয়ার কাজ শুরু করে এবং প্রেরকের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে জমা করে এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে তার উত্তর দেয়। টাকা জমা করতে দেরি হওয়া রোধ করতে এবং টাকা জমা দেওয়ার পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা আনতে এই প্রক্রিয়াটি খুবই কার্যকরী।

৬.৯ মন্ত্রক থেকে সেন্ট্রাল সার্ভারের মধ্যে দিয়ে এ.বি.পি.এস পদ্ধতিটি চালু করে নিম্নলিখিত কাজগুলি করার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

৬.৯.১ একবার ডাটাবেসের সঙ্গে আধার নম্বর যোগ করা হয়ে গেলে সার্ভারটি নিজে থেকেই ৭ দিনের মধ্যে ইউ.আই.ডি (UID) ডাটাবেসের সঙ্গে সেটি মিলিয়ে দেখে নেয় এবং অনুমোদিত রেকর্ড এবং খারিজ রেকর্ডগুলি আলাদা করে রাখে।

৬.৯.২ খারিজ হয়ে যাওয়া রেকর্ডগুলি নিজে থেকেই প্রোগ্রাম অফিসার-র কাছে চলে যায়, যাতে তিনি কাজের জায়গায় গিয়ে এই তথ্যগুলি আবার যাচাই করে দেখতে পারেন।

৬.৯.৩ সব অনুমোদিত তথ্যগুলি ডিজিটাল যাচাইয়ের পরে ব্যাঙ্কের কাছে তাদের রেকর্ডের সঙ্গে সিডিং করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

৬.৯.৪ ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত করে এবং এনসিপিআই মানচিত্রে সেগুলি তুলে দেওয়া হয়।

৬.৯.৫ মানচিত্র পরীক্ষা করার পর যে অ্যাকাউন্টগুলি আধারের সঙ্গে ম্যাপিং করা হয়েছে সেগুলি এবিপি পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

৬.১০. প্রধানমন্ত্রী জন ধণ যোজনা অ্যাকাউন্ট- একশো দিনের কাজের প্রকল্পে সব টাকা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়, যদি না কোনও ছাড় থাকে। রাজ্যগুলিকে যে সমস্ত কর্মীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই তাদের অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ব্যাঙ্কের সাথে কথা বলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এবং যে সকল কর্মীর ব্যাঙ্কে খাতা খোলা রয়েছে তাদের অগ্রাধিকার অনুসারে পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্টে রূপান্তর করতে বলা হয়েছে।

৭. মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.জি.এ-র অর্থের যোগান-

৭.১ অর্থ বরাদ্দ

এই আইন ও প্রকল্প রূপায়ণের জন্য অর্থ যোগানের কাঠামোটি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের ২২ ধারায় উল্লেখ করা আছে।

৭.১.১ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্রীয় অর্থ সাধারণভাবে দুটি কিস্তিতে দেওয়া হয়ে থাকে। তবে কোনও রাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এন.ই.এফ.এম.এস লাগু হলে এই অর্থ যোগানের বিষয়টি ভিন্নতর কাঠামোয় হবে। এই কিস্তির অর্থ রাজ্যের বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য প্রেরণ করার ক্ষেত্রে অনুমোদিত লেবার বাজেটকে মূল ভিত্তি হসাবে ধরতে হবে।

৭.১.২ প্রথম কিস্তির টাকা এপ্রিল মাসে দেওয়া হয়। এই অর্থ ছাড়ার জন্য বছরের প্রথম ছ মাসের লেবার বাজেটকে হিসাব করে নিতে হবে। প্রথম ৬ মাসের লেবার বাজেটে যে শ্রমদিবসের প্রস্তাব আছে অথবা সারা বছরের লেবার বাজেটের ৫০ শতাংশ (যেটা কম)তার থেকে গত আর্থিক

বছরের উদ্বৃত্ত অর্থ বাদ দিয়ে অথবা তার সঙ্গে গত আর্থিক বছরের না মেটাতে পারা খরচের যোগ করে রাজ্যের প্রথম কিস্তির প্রাপ্য অর্থের হিসাব করা হয়।

৭.১.৩ প্রথম কিস্তি

৭.১.৩.১ রাজ্যের বাৎসরিক শ্রম বাজেট কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দ্বারা পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হলে পরে রাজ্য সরকার সেই শ্রম বাজেটকে জেলা পিছু ও মাস পিছু ভাগ করে কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারে তুলে দেবে। ঐ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সফটওয়্যার (এনআরইজিএসফট) ব্যবহার করে অর্থের প্রয়োজন নির্ধারণ করা হবে।

৭.১.৩.২ প্রথম কিস্তির অর্থের হিসাব হবে নিম্নরূপঃ

ক) প্রারম্ভিক স্থিতি-

খ) প্রথম ছ মাসের শ্রম বাজেটের হিসাবে প্রাপ্য অর্থ বা সারা বছরের শ্রম বাজেটের হিসাবে প্রাপ্য অর্থের ৫০ শতাংশ- যেটা কম

গ) পূর্ববর্তী বছরের দায় যা ঐ বছরে মেটানো যায়নি।

(খ) (গ)-(ক) প্রথম কিস্তির অর্থ

৭.১.৩.৩ যখন এম.আই.এস প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে টাকা ছাড়ার ভিত গঠন হয় তখন খরচের হিসাবগুলি এন.আর.ই.জি.এসস্টে এন্ট্রি করে রাখা জরুরি। এন.আর.ই.জি.এসস্টে খরচগুলি তোলা না থাকলে প্রারম্ভিক স্থিতি যা রয়েছে তার থেকে অনেক বেশই দেখাবে এবং প্রথম কিস্তি যতটা পাওয়ার দরকার তার থেকে কম পাওয়া যাবে।

৭.১.৩.৪ শ্রম বাজেটের প্রস্তাবিত কাজগুলি কম্পিউটারে তুলতে হবে এবং সেগুলি প্রকল্পগুচ্ছ থেকেই নিতে হবে।

৭.১.৩.৫ প্রথম কিস্তি ছাড়ার আগে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট এবং নথিগুলি পেশ করতে হবে-

ক. একটি সার্টিফিকেট যাতে লেখা থাকবে রাজ্যের প্রতিটি জেলার অ্যাকাউন্ট ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষ পর্যন্ত পরীক্ষিত এবং মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

খ. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনে উল্লখিত সমস্ত নিরীক্ষাগুলি সম্পাদন করার সার্টিফিকেট।

গ. রাজ্যগুলিকে যে অভিযোগ জানানো হয়েছে সে সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার বিস্তারিত প্রতিবেদন।

ঘ. কেন্দ্র থেকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প সম্বন্ধে রাজ্যগুলিকে যে সকল সংশোধন বা পরামর্শ বা সুপারিশ বা মন্তব্য করা হয়েছে বা চাওয়া হয়েছে তার সন্তোষজনক ভাবে পূর্ণ করার সার্টিফিকেট।

ঙ. সেই বছরের টাকা নিয়ে কোনও ভুল ব্যবহার বা ভুল খরচ করা হয়নি তার প্রতিবেদন।

চ. কেন্দ্রীয় অংশীদারির প্রথম কিস্তি এসইজিএফ-এ(অপারেশনাল গাইডলাইনস, ২০১৩, সংযোজন ২৩) দেওয়ার আগে আগাম দরকার বা দলিলের বিস্তারিত তালিকা।

৭.১.৩.৬ কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ও পরিপূরক রাজ্যবরাদ্দের অর্থ স্টেট এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি ফান্ডের ইএফএমএস তহবিলে জমা পড়বে, যেখান থেকে সকল প্রকল্প রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষ এফটিও-র মাধ্যমে অর্থ তুলতে পারবে।

৭.১.৩.৭ যদি জেলা বা পঞ্চায়েতে টাকা পাঠাতে হয় তাহলে দেখে নিতে হবে জেলায় বা পঞ্চায়েতে অতিরিক্ত অর্থ জমে না থাকে কারণ সেক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির ৬০ শতাংশ অর্থ ব্যবহার করে দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ পাওয়া কঠিনহয়ে যাবে (তবে পশ্চিমবঙ্গের যেহেতু সমস্ত অর্থ প্রদানই একটি মাত্র রাজ্যস্তরের ইএফএমএস অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হয়, এখানে এই অনুচ্ছেদটি প্রযোজ্য নয়)

৭.১.৪ দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ- দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ পেতে গেলে রাজ্যকে মোট অর্থের অন্ততপক্ষে ৬০ শতাংশ খরচ করে নির্দিষ্ট ফর্মে প্রস্তাব পাঠাতে হবে। এজন্য নির্দিষ্ট শর্তাবলী পূরণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ১লা অক্টোবরের পরে প্রস্তাব পাঠানো হলে সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী বছরের অডিট রিপোর্ট জমা দিতে হবে। দ্বিতীয় কিস্তিতে কত অর্থ পাওয়া যাবে তা নির্ভর করবে সেই সময় পর্যন্ত যখন রাজ্যগুলি যথাবিহিত বিন্যাসে তাদের প্রস্তাব রাখেন এবং সব ধরণের যথাবিহিত শর্তপূরণ করে। জেলা বা রাজ্য যদি উপস্থিত মোট তহবিলের ৬০ শতাংশ টাকা খরচ করতে পারেন তাহলেই তারা দ্বিতীয় কিস্তির প্রস্তাব পেশ করতে পারবে। যদি দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ছাড়ার প্রস্তাব ১লা অক্টোবরের পর দেওয়া হয়, তাহলে তার আগের বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনটিরও দরকার পড়বে। দ্বিতীয় কিস্তির পরিমাণ কত হবে তা নির্ভর করবে রাজ্যগুলির কাজের ওপর।

৭.১.৫ দ্বিতীয় কিস্তি-

৭.১.৫.১ উপস্থিত তহবিলের ৬০ শতাংশ ব্যবহার করার পরেই রাজ্যগুলি দ্বিতীয় কিস্তির জন্য একত্রিত প্রস্তাব রাখতে পারেন। এরজন্য মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সমস্ত শর্তও মানতে হবে।

৭.১.৫.২ প্রকল্পের কোনও টাকা অন্য কোথাও দেওয়া হয়নি, এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট দিতে হবে। কোনও টাকা তছরুপ বা ভুল খাতে খরচ করা হয়নি এরকম সার্টিফিকেটও দিতে হবে। যদি এরকম কোনও ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে দোষীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এবং টাকা উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে।

৭.১.৫.৩ যদি রাজ্য অর্থবর্ষটির ৩০শে সেপ্টেম্বরের পর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ার জন্য যোগ্য হয়, তাহলে একটি সার্টিফিকেট দিতে হবে যাতে লেখা থাকবে সমস্ত জেলা থেকে অডিট প্রতিবেদন এবং আর্থিক ব্যবহারিক শংসাপত্র (UC) নির্দিষ্ট বিন্যাসে পাওয়া গিয়েছে। একত্রিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনটিও প্রস্তাবের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

৭.১.৫.৪. যদি আগের অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার সময় কোনও রকম জমা থাকা দায় রয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সেটিও আগের বছরের অডিট প্রতিবেদনের ব্যালেন্স শিটে ঋণ বা দায় হিসাবে লেখা থাকবে।

৭.১.৫.৫ অগ্রিম রাজ্য শেয়ার বা রাজ্যের নেওয়া ঋণকেও জমা থাকা দায় হিসাবে আর্থিক ব্যবহারিক শংসাপত্র (UC)-তে নথিবদ্ধ প্রস্তাবের সঙ্গে দিতে হবে।

৭.১.৫.৬ প্রস্তাবের সঙ্গে আরও একটি সার্টিফিকেট যাবে যেখানে লেখা থাকবে নিরীক্ষার পর নিরীক্ষক যে মন্তব্যগুলি করেছেন সেগুলি শুধরে নেওয়া হয়েছে।

৭.১.৫.৭ কেন্দ্রীয় অংশীদারির দ্বিতীয় কিস্তি এস.ই.জি.এফ-এ (অপারেশনাল গাইডলাইনস, ২০১৩, সংযোজন ২৩) দেওয়ার আগে আগাম দরকার বা দলিলের বিস্তারিত তালিকা।

৭.১.৬. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের একটি অর্থবর্ষের মোট খরচের ৬ শতাংশ প্রশাসনিক খরচ হিসাবে ব্যবহার করাযায়।

৭.২ অভিযোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যবহারিক পদ্ধতি

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের ২৭ (২) ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একশো দিনের কাজ প্রকল্প সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার বা আইনে যে টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে তা ভুল ব্যবহার করার কোনও অভিযোগ আসে তাহলে কেন্দ্র থেকে তদন্ত করার আদেশ দেওয়া হয় এবং যদি কেন্দ্রের দেওয়া সময়ের মধ্যে কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে প্রকল্পের টাকা ছাড়া বন্ধ করে দেওয়ারও নির্দেশ দিতে পারেন।

২৭ (২) ধারায় যে বিধানগুলি লেখা আছে সেগুলি কার্যকর করতে একটি নির্দিষ্ট অপারেটিং পদ্ধতির সঙ্গে ২৩ ধারায় উল্লেখিত দায়বদ্ধতার বিধানটিও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে নিম্নে বর্ণনা করা হল-

মন্ত্রকের মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প বিভাগ সবধরণের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখবেন এবং নিম্নলিখিত বিভাগে বিভক্ত করবেন-

৭.২.১ দরখাস্ত- প্রকল্প বাস্তবায়নের ওপর সাধারণ বক্তব্য বা মন্তব্য বা প্রকল্পের উন্নতির জন্য পরামর্শকে এই বিভাগে ফেলা হবে, যার মধ্যে রয়েছে

ক. কাজের দিনের সংখ্যা বাড়ানো

খ. মজুরি বৃদ্ধি

গ. নতুন ধরণের কাজের অন্তর্ভুক্তি

৭.২.২ নির্দেশাবলী অবমাননার অভিযোগ- অনিয়ম যা অভাব থেকে আসে , যেমন দক্ষতাবৃদ্ধির অভাব, কর্মীসংখ্যা কম, পরিকল্পনার অভাব ইত্যাদি এই বিভাগের মধ্যে পড়ে। এরমধ্যে এমন অভিযোগও পড়ে যা ফৌজদারি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত নয় যেমন কাজ শেষ করতে দেরি হওয়া ইত্যাদি।

৭.২.৩ আইনের বাস্তবায়নের প্রভাব না পড়ার সম্বন্ধে অভিযোগ- আইনের মূল বক্তব্য এবং লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাওয়া বা না মানার অভিযোগ। যেমন-

ক. কাজ বাছাই করতে গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদর জড়িত না থাকা।

খ. সামাজিক নিরীক্ষা না করা।

গ. মজুরি দিতে দেরি করা।

৭.২.৪ টাকার অনিয়ম সম্বন্ধিত অভিযোগ- সরকারী রাজস্ব বিভাগের হওয়া সম্ভাব্য বা সত্যি ক্ষতি এবং যেখানে ফৌজদারি বিষয় জড়িত এমন অভিযোগ এই বিভাগে পড়বে। যেমন-

ক. বৈধ অর্থনৈতিক পদ্ধতি না মেনে উপকরণ ক্রয় যার সঙ্গে প্রকল্পের ক্ষতির ভাবনা বা অন্য কোনও ব্যক্তির লাভের ভাবনা জড়িত আছে

খ. টাকা তছরুপ বা টাকার ভুল খরচ, অর্থনৈতিক তথ্যগুলিতে গোলমাল যেমন মাস্টার রোল নকল করা, মিথ্যে এন্ট্রি ইত্যাদি।

৭.২.৫ ১ নম্বর বিভাগে যে ঘটনাগুলি পড়ছে সেগুলি রাজ্যসরকারের কাছে পাঠানো নাও হতে পারে এবং মন্ত্রক থেকেই আইনের বিধান, নিয়ম এবং স্বীকৃত সরকারি চুক্তিপত্র মেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৭.২.৬. বিভাগ ২ এবং ৩ এর ঘটনাগুলি অভিযোগ পাওয়ার ৩ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে। রাজ্য সরকারকে নির্দিষ্ট স্থানে খোঁজ খবর নিয়ে কি ব্যবস্থা নেওয়া হল তার বিস্তারিত প্রতিবেদন অভিযোগ পাঠানোর ৩ মাসের মধ্যে ভারত সরকারকে পাঠাতে হবে।

৭.২.৭ বিভাগ ৪ এর অভিযোগগুলিও ১৫দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাতে হবে এবং অভিযোগ পাওয়ার ৩ মাসের মধ্যে কি ব্যবস্থা নেওয়া হল তার বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠাতে হবে। যদিও অভিযোগের গুরুত্ব বিচার করে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময়সীমা ৩ মাসের থেকে কমিয়ে তার যতটা দরকারী মনে হবে তত সময় দিতে পারেন। এর পরিবর্তে কোনও কেন্দ্রীয় দল, আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ সেল, রাষ্ট্র পর্যায়ের পর্যবেক্ষক বা কোনো তৃতীয় পক্ষের দ্বারাও অভিযোগের খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অনিয়ম প্রমাণিত হয়, সেখানে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নিতে হবে।

৭.২.৭.১ তছরুপের বা ভুল জায়গায় খরচ করা অর্থ উদ্ধার।

৭.২.৭.২ অপরাধীদের বিরুদ্ধে এফআইআর

৭.২.৭.৩ অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা

৭.২.৭.৪ নির্বাচিত আধিকারিকদের জন্য- ১. রাজ্য পঞ্চায়েতি রাজ আইন বা অন্য কোনও উপযুক্ত রাজ্য আইন অনুযায়ী বাতিল বা খারিজ বা উদ্ধার করার প্রক্রিয়া শুরু করা ২) একটি ফর্ম্যাল রিকভারি সার্টিফিকেট বা লিখিত আদেশ দিয়ে উদ্ধার করা।

৭.২.৮. বিভাগ ৪ যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ভারত সরকারের নির্দেশ মানতে অসফল হয় সেখানে ভারত সরকার গ্রামোন্নয়ন সচিবের সম্মতি নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন এমনকি আইনের ২৭(২) ধারা অনুযায়ী টাকা ছাড়া বন্ধ করে দিতে পারে।

৭.২.৯. রাজ্যে অভিযোগ সেল গঠন করা

৭.২.৯.১ একশো দিনের কাজের প্রকল্প সম্বন্ধিত সমস্ত অভিযোগের তদারকি করার জন্য রাজ্য সরকার একটি অভিযোগ সেল গঠন করতে পারেন।

৭.২.৯.২ যদি অভিযোগকারী বা যারা অনিয়মগুলি দেখিয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর বলপ্রয়োগ , ভীতিপ্রদর্শন এরকম কোনও অভিযোগ ওঠে বা অনুসন্ধানকারী দলের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ঠিকভাবে কাজ না করার অভিযোগ ওঠে তাহলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে-

ক. বলপ্রয়োগ, ভীতিপ্রদর্শনের বিরুদ্ধে দ্রুত ফৌজদারি ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সরকারের টাকা নয়ছয় ও অন্যান্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে আলাদা ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে হবে।

খ. অভিযোগকারী এবং তাঁদের পরিবার ও বিশেষ নিরীক্ষা বা সামাজিক নিরীক্ষা দলের সদস্যদের জন্য উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা দিতে হবে।

গ. রাজ্য সরকার দ্বারা গঠিত একটি বিশেষ দলকে দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্লকে বিশেষ সামাজিক নিরীক্ষা করাতে হবে এবং তার থেকে যা উঠে আসবে তা নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে হবে এবং টাকা উদ্ধারের তৎক্ষণাৎ চেষ্টা করতে হবে।

৭.২.১০ উপরোক্ত পদ্ধতিগুলিতে মন্ত্রকে আসা অভিযোগগুলির মন্ত্রকই তদারক করে এবং রাজ্যের কাছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য পাঠানো হয়, এর বাইরে আইনের তফশিল ১ এবর ২৯ ধারার বিধান সেক্ষেত্রে খাটবে যখন অভিযোগগুলি সরাসরি প্রোগ্রাম অফিসার বা ডি.পি.সি বা রাজ্যসরকারের কাছে আসবে।

৮. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের আওতায় দক্ষতাবৃদ্ধি- সম্পূর্ণ কাজের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন প্রকল্প (প্রজেক্ট লাইফ- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে)

৮.১ একশো দিনের কাজের প্রক্লেপর লক্ষ্য হল গ্রামীণ পরিবারগুলির স্থায়ী জীবিকার ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্যপূরণ করার জন্য প্রজেক্ট লাইফ তৈরি করা হয়ছে। দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনার সাফল্য, এন.আর.এল.এম-এর জীবিকা গঠনের কাজ এবং আর.সে.টির (RSETI) উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্পের সাফল্য দেখে এই প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে।

৮.২ এই প্রকল্পে একশো দিনের কাজের কর্মীদের আত্মবিশ্বাস এ দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভর এবং উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলাই লক্ষ্য।

৮.৩. নিম্নিলিখিত পদ্ধতির দ্বারা এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হবে-

৮.৩.১ যে সম্স্ত পরিবারের সদস্যরা জীবিকা নির্বাহের জন্য একশো দিনের কাজের ওপরেই নির্ভর করে এই প্রকল্প থেকে সেই সমস্ত পরিবারের যুবাদের নিহ্নিত করা হবে, এন.আর.এল.এম এবং দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা (DDU-GKY) এর সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে জীবিকার সংস্থান করা হবে।

৮.৩.২. সেই সমস্ত পরিবার যারা গত অর্থবর্ষে একশো দিনের কাজের প্রকল্পে ১৫ দিনের কাজ করেছেন তাদের মধ্যে থেকে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবারা (মহিলা, বিশেষভাবে দুর্বল আদিবাসী দল, অক্ষম ব্যক্তি, রূপান্তরকামী, তফসিলী জাতি বা উপজাতি এবং অন্যান্য দলের ক্ষেত্রে ৪৫ বছর) এই প্রকল্পের জন্য আদর্শ। যে সমস্ত পরিবার গত অর্থবর্ষে ১০০ দিনেরই কাজ করেছে তাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

৮.৩.৩ এন.আর.ই.জি.এসস্টের তথ্য থেকে প্রার্থী বাছাই করা হবে। দক্ষতা বৃদ্ধি করার কতটা ইচ্ছে রয়েছে, কোন বিষয়ে দক্ষ হতে চায়, বর্তমানে কোন কোন বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে, এই তথ্যগুলি নিয়মিত সমীক্ষার মাধ্যমে উঠে আসবে।

৮.৩.৪. ৩টি বড় বিভাগে সমীক্ষা করা হবে-

৮.৩.৪.১. মজুরির জন্য দক্ষতাবৃদ্ধি

৮.৩.৪.২. নিজে থেকে কাজ করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি

৮.৩.৪.৩ . জীবিকার উন্নতি

৮.৩.৫ এই সমীক্ষা করার দায়িত্ব থাকবে মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.জি.এ-র রাজ্যের কমিশনারদের ওপরে। কমিশনারেরা এই সমীক্ষার ফলাফল তিনটি তালিকায় ভাগ করে সরকারি ভাবে রাজ্য গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন।

৮.৩.৫.১ যুবক-যুবতীদের তালিকা যারা মজুরির জন্য দক্ষতাবৃদ্ধিতে আগ্রহী।

৮.৩.৫.২. যুবক-যুবতীদের তালিকা যারা নিজে থেকে কাজ করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি করতে আগ্রহী।

৮.৩.৫.৩. পরিবারের তালিকা যারা জীবিকা উন্নয়নে আগ্রহী।

৮.৩.৬. এরকম রাজ্য যেখানে দক্ষতাবৃদ্ধির বিষয়টি এস.আর.এল.এম-এর আওতায় পড়েনা, সেখানে মজুরির জন্য দক্ষতাবৃদ্ধির তালিকাটি রাজ্য মুখ্য দক্ষতা মিশন বা অন্য কোনও এজেন্সি যারা গ্রামীণ যুবাদের দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ করছেন তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে।

৮.৩.৭ ইতিমধ্যে হয়ে যাওয়া একটি সমীক্ষা এবং সমীক্ষার তথ্য রাজ্য দক্ষতাবৃদ্ধির পরিকল্পনার ভিত্তি হবে।

৮.৩.৮. এস.আর.এল.এম এই প্রকল্প বাস্তবায়নের রূপায়ণকারী সংস্থা হবে। এস.আর.এল.এম উপরোক্ত তিনটি বিভাগের ওপর একটি করে রাজ্য দক্ষতাবৃদ্ধি পরিকল্পনা তৈরি করবে।

৮.৩.৯ যেখানে এস.আর.এল.এম দক্ষতাবৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত নয়, সেখানে রাজ্য নোডাল দক্ষতাবৃদ্ধি মিশন মজুরির জন্য দক্ষাতাবৃদ্ধি এবং পরিকল্পনা তৈরি করবেন বাকি দুটি বিভাগের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করবে এস.আর.এল.এম।

৮.৩.১০. এস.আর.এল.এম বা স্টেট নোডাল স্কিলস মিশন যে সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই কাজ করছে তাদেরকেই ব্যবহার করবে। কাজ করে মজুরি পাওয়ার দক্ষতাবৃদ্ধির পর্কল্পগুলিতে যে রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি কাজ করবে তাদের দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা (DDU-GKY) ওয়েবসাইট থেকে চিরস্থায়ী নথিভুক্তি নম্বর (পিআরএন) সংগ্রহ করতে হবে। এস.আর.এল.এম বা এস.এন.এস.এম রূপায়ণকারী সংস্থাগুলিকে প্রশিক্ষণ এবং যারা মজুরির জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উৎসাহী তাদের নামের তালিকা সহ গ্রাম পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট করে দেবে। গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পৃক্তকারী মডেল গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮.৩.১১. নিজে কাজ করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আরসেটির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তবে রাজ্যগুলি অন্য কোনও সংগঠনের সাহায্যও নিতে পারে। খরচ হল ২০০টাকা প্রতিদিন প্রতি উপভোক্তা। এনআইআরডি, হায়দরাবাদ বা এনএআর, বেঙ্গালুরু দ্বারা নির্দিষ্ট বিষয় অনুযায়ী কোর্সের সূচি এবং সময় অনুসরণ করতে হবে।

৮.৩.১২. এস.আর.এল.এম পরিবার প্রতি পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে ইচ্ছুক যুবা বা পরিবারের জীবিকায়নের উন্নতিসাধনে তাদের নিজস্ব জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উক্ত জমির ব্যবহার করে উপার্জন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিবিড় ও সুসংহত কৃষি পরিকল্পনায় মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা ও এন.আর.এল.এম-এর সমাজ ভিত্তিক স্থায়ী কৃষি পরিকল্পনার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৮.৩.১৩. রাজ্য দক্ষতাবৃদ্ধি পরিকল্পনা রূপায়িত হবে-

৮.৩.১৩.১. এই সমস্ত দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য উপস্থিত পরিকাঠামোর উপর

৮.৩.১৩.২. কারিগরী সম্পদ

৮.৩.১৩.৩. আর্থিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে সমন্বয়

৮.৪ রাজ্যগুলিকে একশো দিনের কাজের প্রকল্পের অধীনে লাইফ প্রকল্প রূপায়ণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মেনে চলতে হবে-

৮.৪.১. যে সমস্ত যুবা মজুরির জন্য দক্ষতাবৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেতে চান তাদের সম্পর্কিত সমীক্ষার ফলাফল, এন.আর.ই.জি.এ-র ওয়েবসাইটে আর ২২.৫ সরণিতে দেখা যাবে।

৮.৪.২. এস.আর.এল.এম-কে দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা (DDU-GKY) -এর নির্দেশিকা মেনে প্রশিক্ষণের জন্য যুবাদের চিহ্নিত করবেন।

৮.৪.৩. প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে উন্নত পরিকাঠামো থাকতে হবে। গ্রামের প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের গ্রামে অবস্থিত নয় এমন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে।

৮.৪.৪. রাজ্যের এন.আর.ই.জি.এ কমিশনারের কাছ থেকে অধিক মজুরির জন্য দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণে ইচ্ছুক প্রার্থীদের তালিকা এস.আর.এল.এম-এ আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠানোর পর তারা তা এন.আর.ই.জি.এসক্ট-এ আপলোড করবেন।

৮.৪.৫ এস.আর.এল.এম এরপর কোনও নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রশিক্ষণ প্রর্থীদের তালিকা রূপায়ণকারী সংস্থাটিকে পাঠাবে। এস.আর.এল.এম প্রয়োজনীয় রূপায়ণকারী সংস্থার সংখ্যা পর্যালোচনা করে নেবে। এইধরণের রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা (DDU-GKY) ওয়েবসাইট থেকে স্থায়ী নিবন্ধীকরণ সংখ্যা সংগ্রহ করবেন। এস.আর.এল.এম এই রূপায়ণকারী সংস্থাগুলিকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে সংযুক্ত করবে এবং সেই এলাকার প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের তালিকা তাদের কাছে পাঠাবে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে সমস্ত প্রশিক্ষণ প্রার্থীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার প্রয়োজন।

৮.৪.৬. রূপায়ণকারী সংস্থা প্রদত্ত তালিকার প্রত্যেক প্রার্থীর সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে কোন বিষয়ে আগ্রহ এবং দক্ষতা আছে তা নির্ণয় করবে এবং সেই মোতাবেক প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করবে। উক্ত আলাপচারিতার সময় প্রার্থী তার বিষয় পরিবর্তন করতে পারে। তবে তা এস.আর.এল.এমকে জানিয়ে রাখতে হবে।রাজ্য প্রত্যেক পরিবার পিছু একজনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ভাবতে পারে।

৮.৪.৭. এস.আর.এল.এম, এন.আর.ই.জি.এসক্ট-এ রূপায়ণকারী সংস্থা অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা প্রশিক্ষণের বিষয় প্রত্যেক প্রার্থী পিছু নথিভুক্ত করবে এবং তা এন.আর.ই.জি.এ কমিশনারকে জানিয়ে দেবেন।

৮.৪.৮. এস.আর.এল.এম রূপায়ণ কারী সংস্থার থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের সমাপ্তি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকের কর্মপ্রাপ্তির বিষয়টি নথিভুক্ত করবে। এই বিষয়টি প্রত্যেক প্রার্থী সম্পর্কে নথিভুক্ত করা আবশ্যক।

৮.৪.৯. রূপায়ণকারী সংস্থাকর্তৃক কর্মপ্রাপ্তির পর এন.আর.ই.জি.এ কমিশনার এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ বিষয়ক অর্থ অনুমোদিত বাজেট থেকে এস.আর.এল.এমকে বরাদ্দ করবে।

৮.৪.১০. এই সমগ্র প্রক্রিয়াতে এস.ই.সি.সি-র টি.আই.এন নম্বরটি প্রার্থী সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে উল্লেখিত হবে।

৮.৫ স্বনিযুক্তির জন্য দক্ষতা বিষয়ক পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের জন্য আবশ্যিক বিষয়গুলি

৮.৫.১. রাজ্যের জন্য উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্প (ইডিপি)প্রতি নির্বাচিত বিষয়গুলি এন.আর.ই.জি.এ-র ওয়েবসাইটের আর ২২.৫ সরণিতে দেখা যাবে।

৮.৫.২. আর.সে.টি (RSETI) এবং তাদের পরিকাঠামো বা রাজ্য নির্বাচিত কোনও সংস্থা কর্তৃক এই সমস্ত যুবা যুবতীদের প্রশিক্ষণ এক লপ্তে ২০১৭র মার্চের মধ্যে শেষ করতে হবে। এরজন্য রাজ্য অন্যান্য স্বনিযুক্তি প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞ সংস্থার সাহায্য নিতে পারে।

৮.৫.৩. এই যুবাদের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় ঋণদান করবে।

৮.৫.৪. এন.আর.ই.জি.এ কমিশনারের থেকে তালিকা পাওয়ার পর এস.আর.এল.এম জেলা ধরে ধরে তা আর.সে.টি (RSETI) কে (অন্য কোনও সংস্থা নির্বাচিত হলে তাদেরকেও) দেবেন। আর.সে.টি (RSETI) র সাহায্যে এস.আর.এল.এম সমস্ত জেলার প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের আলাপচারিতা এবং প্রশিক্ষণের বিষয়টি নির্ধারণ করবে। এই বিষয়ে তাঁরা এন.আর.ই.জি.এ কমিশনারেরও পরামর্শ নেবে। প্রোগ্রাম অফিসার সমস্ত নথি (জব কার্ড, কে.ওয়াই.সি ইত্যাদি) নিয়ে এই প্রশিক্ষণ প্রার্থীরা যাতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত হন তার ব্যবস্থা করবে।

৮.৫.৫. যেসমস্ত প্রশিক্ষার্থী আগেই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাঁরা আর প্রশিক্ষণ পাবেন না। প্রোগ্রাম অফিসারকে এ সম্পর্কিত তথ্য এন.আর.ই.জি.এ সফ্টে নথিভুক্ত করতে হবে।

৮.৫.৬ জেলা আধিকারিকরা আর.সে.টি (RSETI) র সঙ্গে পরামর্শ করে কত প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব তা বুঝে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবেন।

৮.৫.৭ যে সব প্রার্থীদের এই অর্থবর্ষে এবং পরবর্তী অর্থবর্ষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তাদের তালিকা এবং বিষয় এস.আর.এল.এম, এন.আর.ই.জি.এ আধিকারিক এবং আর.সে.টি (RSETI) র কর্মকর্তারা যৌথভাবে ঠিক করবেন।

৮.৬ স্বনিযুক্তির জন্য দক্ষতাবৃদ্ধি কিভাবে করা হবে তার পরিকল্পনাটি নিম্নলিখিত ধ্রুবক মেনে করতে হবে-

৮.৬.১. আর.সে.টি (RSETI) কত সংখ্যাক প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ দেবে তার কোনো সর্বোচ্চ সীমা নেই।

৮.৬.২. জেলায় কোনও বিষয়ে নতুন প্রশিক্ষণ শুরু করার সময় যদি দেখা যায়, একটি ব্যাচে যতজন থাকা উচিত তার থেকে প্রশিক্ষণপ্রার্থীদের সংখ্যা কম তাহলে ইতিমধ্যেই ব্লক বা জেলা পর্যায়ে চলতে থাকা কোনো ব্যাচে তাদের সামিল করে নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৮.৬.৩. যদি দেখা যায় প্রশিক্ষণপ্রার্থীদের সংখ্যা জেলার কোনও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক ধারণ ক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে তাহলে সেই জেলা ব্লক ধরে ধরে ব্যাচ তৈরি করার পরিকল্পনা করতে পারে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় এমজিএনআরইজি-এর লাইফ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বা তাঁদের জন্য আলাদা কোনো ব্যাচও শুরু করা যেতে পারে।

৮.৬.৪. অতিরিক্ত চাহিদা অনুযায়ী কোনও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্পদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে কোনও অতিরিক্ত চাহিদা আছে কিনা তা আর.সে.টি (RSETI) র রাজ্য ডিরেক্টর এবং ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে।

৮.৬.৫. যদি জেলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ধারণ সংখ্যার থেকে প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের সংখ্যা অনেক বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত প্রার্থীদের আশপাশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যদি জায়গা থাকে তাহলে সেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তবে এই কাজটি করার জন্য আর.সে.টি (RSETI) র রাজ্য ডিরেক্টরের সহায়তা চাই যিনি প্রত্যেক জেলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিকল্পনাগুলি কো-অর্ডিনেট করবেন।

৮.৬.৬. যদি প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের সংখ্যা সেই জেলা বা তার আশপাশের জেলাগুলির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতার বেশি হয়, তাহলে ব্যাঙ্কগুলিকে ব্লক পর্যায়ে আর.সে.টি (RSETI) পরিকাঠামো তৈরি করার পরমার্শ দেওয়া হয়েছে। ব্লক বা গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত ভবন চত্বর প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। জেলা প্রকল্প আধিকারিক এবং প্রোগ্রাম অফিসাররা সুনিশ্চিত করবেন যাতে ব্যাঙ্কের বিশেষ কাজের জন্য সেই চত্বরের প্রসার ঘটানো হয়। ব্যাঙ্ক জেলা প্রকল্প আধিকারিক এবং প্রোগ্রাম অফিসার-র সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কতটা উপযুক্ত বা উপভোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাপনাগুলি দেখে নিতে পারেন। এইরকম স্থানের অভাব থাকলে বা অনুপস্থিতিতে ব্যাঙ্ক প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য অন্য কোনও জায়গা নিতে পারেন বা ভাড়া করতে পারে। এই ব্যবস্থাটি শুধুমাত্রটি প্রকল্প সম্বন্ধীয় হবে এবং ততদিন চলবে যতদিন ব্লক পর্যায়ে লাইফ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে না যায়। কত সংখ্যক ব্লক পর্যায়ের আর.সে.টি (RSETI) প্রয়োজন, কর্মী সংখ্যা, জায়গা এসব বিষয়গুলি প্রতিভূ বা স্পনসর ব্যাঙ্কগুলি এস.আর.এল.এম সিইও, আর.সে.টি (RSETI) র রাষ্ট্রীয় ডিরেক্টরের সঙ্গে প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে আলোচনা করে স্থির করবে।

৮.৬.৭ যেখানে সক্রিয় গ্রামীণ উদ্যোক্তা প্রকল্প (এস.ভি.ই.পি) বাস্তবায়িত করা হচ্ছে সেখানে এন.আর.ই.জি.এ-র লাইফ প্রকল্পের উপভোক্তাদের সেই প্রকল্পের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৮.৬.৮. আর.সে.টি (RSETI) কে.ওয়াই.সি নথির সঙ্গে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা পাওয়ার পর পরিকল্পনার সঙ্গে চিহ্নিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ পর্বটি শুরু করার পদক্ষেপ করবেন আর সেটি এমনভাবে করবেন যাতে পরিকল্পিত সংখ্যার প্রার্থীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ শেষ করা যায়।

৮.৬.৯ আর.সে.টি (RSETI) ব্যাচ তৈরি করে রাজ্য ডিরেক্টরের মাধ্যমে এস.আর.এল.এম-এর সঙ্গে সেই তালিকাটি নিবিনময় করবেন। আর.সে.টি (RSETI) তালিকাটি এন.আর.ই.জি.এসফ্ট-এও আপলোড করবে। এস.আর.এল.এম-এর সিইও সেটি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে-র কমিশনারকে পাঠাবেন। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে কমিশনার প্রোগ্রাম অফিসার বা গ্রাম রোজগার সেবকদের মাধ্যমে এবার নিশ্চিত করবেন যাতে সেই ব্যাচ ধরে ধরে প্রার্থীরা প্রশিক্ষণ নিতে যায়।

৮.৬.১০. আর.সে.টি (RSETI) দ্বারা প্রত্যায়িত খরচের দাবি অনুযায়ী এস.আর.এল.এম নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করবে। এছাড়া অন্য কোনও নথি(ভাউচার) যাচাই প্রয়োজন নেই।

৮.৬.১১. প্রশিক্ষণের প্রথম দিনেই আর.সে.টি (RSETI) র সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনায় একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পূর্বে ইচ্ছুক প্রশিক্ষণ প্রার্থীরা লোনের জন্য আবেদন করতে পারেন। আর.সে.টি (RSETI) র ডিরেক্টরের সহযোগিতায় লোন আবেদনের সঙ্গে যে প্রকল্পের জন্য লোন প্রয়োজন তার একটি প্রতিবেদন তৈরি করে ব্যাঙ্কে অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে। ডিরেক্টর এই লোনগুলির সঠিক ও সময়মতো অনুমোদন হচ্ছে কিনা তা নজরে রাখবেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিএলবিসি বা ডিসিসি বা ডিএলআরএসি বা ডিএলআরসি-র সভায় এই বিষয়গুলি উত্থাপন করবেন। সমস্ত আবেদন পত্রগুলি একটি নির্দিষ্ট সময়ে সঠিক নজরদারির মাধ্যমে যাচাই করতে হবে এবং নির্দিষ্ট আবেদন পত্রগুলির প্রেক্ষিতে লোন প্রদান প্রক্রিয়ার ক্যাম্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

৮.৭ জীবন-জীবিকা উন্নয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও বাস্তবায়ন

৮.৭.১. জীবিকায়ন সম্বন্ধিত বিকল্পগুলি এন.আর.ই.জি.এ.এনআইসি.ইন-এর অন্তর্গত আর ২২.৫ সরণিতে উল্লেখ করা আছে।

৮.৭.২. জীবিকায়ন সম্বন্ধিত প্রার্থীদের তালিকা কমিশনার, এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ কর্তৃক এস.আর.এল.এমকে এন.আর.ই.জি.এসফ্ট-এ আপলোড করার জন্য পাঠানো হবে।

৮.৭.৩. এস.আর.এল.এম পরিবার ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা করবেন এই সমস্ত পরিবারগুলির জন্য। এক্ষেত্রে এন.আর.এল.এম নিবিড় সহযোগী ব্লকগুলিকে প্রাথমিকতা দেওয়া যেতে পারে। এই সমস্ত পরিবার ভিত্তিক পরিকল্পনাগুলিকে আই.পি.পি.ই-২ এর নিযুক্ত কর্মীদের সহযোগিতায় তৈরি করে এন.আর.ই.জি.এসফট্-এ আপলোড করতে হবে।

৮.৭.৪. পরিবার ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনায় স্থায়ী সম্পদের তথ্য ও অনুমোদিত ব্যক্তিগত সম্পদ ভিত্তিক পরিবারের তথ্যগুলি ব্লকস্তরের পরিকল্পনা দলের কাছে সংরক্ষিত আইপিপিই-২ এর সার্ভে তথ্য থেকে পাওয়া যেতে পারে।

৮.৭.৫. প্রতিটি পরিবার ভিত্তিক পরিকল্পনা এস.আর.এল.এম তার নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেবে ও প্রয়োগ করবে।

৮.৭.৬. এক্ষেত্রে এস.আর.এল.এম তার নিজস্ব বরাদ্দকৃত অর্থ প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় করবে।

৮.৭.৭. এন.আর.ই.জি.এসস্ট-এ এস.আর.এল.এম কর্তৃক উল্লিখিত পরিবারগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং প্রাথমিকতা অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.জি.এ-র অন্তর্গত অনুমোদিত ব্যক্তিগত সম্পদগুলি বিতরণ করা হবে।

৮.৭.৮. রাজ্যভিত্তিক প্রতিটি ইচ্ছুক পরিবারকে এস.আর.এল.এম-এর মাধ্যমে জীবিকার উন্নয়নে সামিল করতে হবে।

৯. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্বঃ

মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.জি.এর ধারা ২ (জি) অনুযায়ী প্রকল্প রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের যে কোনও বিভাগ, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত, অন্য কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সরকার পোষিত প্রতিষ্ঠান ও অসরকারী প্রতিষ্ঠান যাদেরকে এই প্রকল্পের আওতায় কোনও নির্দিষ্ট কাজ রূপায়ণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

৯.১. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা হিসাবে মূলতঃ চিহ্নিত করা হয়েছে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন রূপায়ণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাজে সহযোগী ভূমিকা পালন করা। এজন্য ঐ সব প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে পারে

৯.১.১. সচেতনতার প্রসার, কাজের চাহিদা নিবন্ধীকরণ, গ্রাম রোজগার দিবস সংগঠন, কর্মীদের একত্রিত হতে সাহায্য করা ও তাঁদের ক্ষমতাবৃদ্ধিতেত সাহায্য করা।

৯.১.২. জাতীয়, রাজ্য, জেলা, ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রশিক্ষণের আয়োজন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।

৯.১.৩. গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদে প্রকল্পগুচ্ছের অনুমোদনের প্রক্রিয়াতে গ্রাম পঞ্চায়েত কে সাহায্য করা।

৯.২ কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী সরাসরি প্রকল্প রূপায়ণে বা শ্রমদিবস উৎপাদনে সরাসরি ভূমিকা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া বাঞ্চানীয় নয়। বরং এি সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা মূলতঃ সহায়কের হওয়া বাঞ্চানীয়।

৯.৩. উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করার দায়িত্ব থাকবে প্রকল্পের রাজ্যস্তরের সমন্বয়কারী বা প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারের ওপর। অংশীদারিত্বের যে কাঠামোটি তৈরি হবে সেটিতে কাজের ক্ষেত্র, কাজ শেষএ দেয়, কাজের সময় সূচী ও আর্থিক দায়বদ্ধতা নির্দিষ্ট থাকতে হবে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই অংশীদারিত্বের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রকল্পের রাজ্য বা কমিশনার দায়বদ্ধ।

৯.৪. স্বেচ্ছাসেবী বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে তাদের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে পারে সেজন্য প্রকল্প রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের সবসময়ের যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ই পারস্পরিক সহায়তার যে ব্যবস্থাপনা থাকবে তাতে প্রশাসন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান-উভয়পক্ষের দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রগুলিকে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

৯.৫. স্থানীয় সংগঠন (সিবিও) বা গ্রামীণ সংগঠন যেমন স্বনিভর গোষ্ঠী, জলবিভাজিকা সমিতি প্রভৃতি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সক্ষম। এইসব সংগঠনগুলিকে যে সমস্ত কাজে যুক্ত করা যেতে পারে সেগুলি হল–

৯.৫.১. মিশন অন্ত্যোদয় সহ পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে পঞ্চায়েতকে সাহায্য করা।

৯.৫.২. সামাজিক নিরীক্ষার কাজে সাহায্য করা– সামাজিক নিরীক্ষার কাজে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে নিজেরাই যুক্ত হওয়া বা স্বেচ্ছাসেবী বাছাইয়ের কাজে সহায়তা দেওয়া।

৯.৫.৩. যেখানে কাজ চলছে সেই স্থানে কাজ চলাকালীন সময়ে দেখাশুনা করা ও সেই সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রকল্প রূপায়ণ সংক্রান্ত কাজে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ।

৯.৫.৪. কর্মীদলকে একত্রিত করে সংগঠিতভাবে কাজের চাহিদার নথিভূক্তি করানো ও সেই সঙ্গে সমষ্টিগত ভাবে প্রকল্প রূপায়ণ সম্পর্কিত অভিযোগের নিষ্পত্তি, ইত্যাদি।

১০. পুরস্কার প্রদান

১০.১ প্রতি বছর ২রা ফেব্রুয়ারী দিনটি মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.জি.এ দিবস হিসাবে পালিত হয়। ঐ দিন মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন সম্মেলনের মঞ্চ থেকে এই প্রকল্পের বার্ষিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়–

রাজ্য	জেলা	গ্রাম পঞ্চায়েত	আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য পুরস্কার
২.৮.১.১ সমন্বয়ের মাধ্যমে মানুষের স্থায়ী জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে সুযোগ বাড়ানো ২.৮.১.২ পরিচ্ছন্নতা ও দায়বদ্ধতা ২.৮.১.৩. সামাজিক অন্তর্ভুক্তি	এন.আর.ই.জি.এ–র উল্লেখযোগ্য রূপায়ণ ও নতুন কিছু করা জন্য জেলা প্রকল্প আধিকারিককে দেয় পুরস্কার ঐ একই কারণে প্রকল্প আধিকারিককে দেয় পুরস্কার	সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে এমন গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে দেয় পুরস্কার	ডাক বিভাগ ও ব্যাঙ্কের কর্মী বা আধিকারিকদের মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন রূপায়ণের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ আর্থিক অন্তর্ভূক্তির জন্য দেয় পুরস্কার

১০.২ আবেদনের ও বাছাইয়ের পদ্ধতি–

১০.২.১. রাজ্য সরকার রাজ্য ও জেলা স্তরের পুরস্কারের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করবে, রাজ্যস্তরের বাছাই কমিটির মাধ্যমে চিহ্নিত করবে ও রাজ্যের সুপারিশসহ কেন্দ্রীয় স্তরের অ্যাওয়ার্ড কমিটির কাছে পেশ করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে পাঠাবে।

১০.২.২. আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ডাকবিভাগ তাদের কর্মীদের মধ্যে থেকে মনোনয়ন সুপারিশসহ গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকে পাঠাবে।

১০.২.৩. সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে এমন গ্রাম পঞ্চায়েতকে চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতীরাজ মন্ত্রক মাঠে কাজের মূল্যায়ণ করে সুপারিশ করবে।

১০.৩ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন রূপায়ণের ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও প্রকল্পটির বিবরণ প্রকল্পের ওয়েবসাইট ডব্লুডব্লুডব্লু.এনআরইজিএ.এনআইসি.ইন-এ দেওয়া আছে।